উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,১৩৪.৩২ (+১১৮৬.৭৭)

নিফটি : ২২,৬৭৯.৪০ (+৩৪৮.০০)

রাহুলের মৃত্যু, পদ ছাড়বেন লীনা! ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° / ২১°	৩৩° / ২১°	৩৩° / ২১°	২৮° / ১৯°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন			

ডিএ নিয়ে আশ্বাসই সার ৫

মেসি ম্যাজিকে বড় জয় আর্জেন্টিনার অবসর নিয়ে জল্পনা ১১

শিলিগুড়ি ১৮ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 2 April 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 312

ভয়রাজ আতঙ্কের শাসন

তৃণমূলের রাজনৈতিক অস্ত্র সন্ত্রাস ও প্রতিহিংসা

মুর্শিদাবাদ থেকে মোমিনপুর কিংবা মহেশতলা, দাঙ্গা রোজকার ঘটনা হয়ে গেছে।

ভয় নয় ভরসা

বিজেপি

পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

জনরোষে আটকে ৭ বিচারক, উদ্ধার গভীর রাতে

কালিয়াচক, ১ এপ্রিল : আশঙ্কা ছিল। হলও তাই। এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়ায় জনরোষ আছড়ে পড়ল মালদার রাজপথে।

অবরোধ, অসন্তোষের জেরে কালিয়াচক-২ বিডিও অফিসে গভীর রাত পর্যন্ত আটকে পড়েন ৭ বিচারক। তাঁদের মধ্যে জনাতিনেক মহিলাও ছিলেন। উন্মত্ত জনতার হাত থেকে রেহাই পাননি তাঁরাও। শেষে রাত বারোটা নাগাদ কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। হাইকোর্টে ফোন করে জানানো হয় ঘটনার কথা। যোগাযোগ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গেও। অভিযোগ, প্রথমে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও কেউ তাঁদের উদ্ধার করতে যায়নি।

এদিকে, জেলাজুড়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ, পথ অবরোধে যোগাযোগ স্তব্ধ হওয়ার জোগাড় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের। বুধবার রাত একটার খবর, ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'পাশে কয়েক কিলোমিটার গাড়ি, বাসের লাইন পড়েছে। আর যার জেরে ভোগান্তি বেড়েছে যাত্রীদের।

এদিন দুপুরেই মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'মুর্শিদাবাদের মায়েরা এত শান্ত হলেন কী করে হবে! আপনাদের এত নাম কাটছে ভোটার তালিকা থেকে।' তাঁর এমন মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'অশান্ত' হয়ে উঠল পাশের জেলা।

এরপর দশের পাতায়

- সুজাপুর, মোথাবাড়ি সহ একাধিক জায়গায় বুধবার সকাল থেকেই অবরোধ
- বিক্ষোভ শুরু হয় কালিয়াচক-২ বিডিও অফিসেও
- সেখানেই উত্তেজিত জনতা আটকে রাখে ৭ বিচারককে

বিজেপির বৈঠকে বাংলা নিয়ে তুলকালাম

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বিজেপির পার্টি অফিসেই এবার বাংলা ভাষার দাবি এবং বাঙালির লড়াই যেন নতুন মাত্রা পেল। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতার সামনে বাঙালি বলে গর্ববোধ করে হিন্দি বলতে চাইলেন না বিজেপির (কয়েকটি বুথ নিয়ে গঠিত) শক্তি স্তরের নেতা। বুধবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে এমন কোন্দল নিয়ে অস্বস্তিতে বিজেপি শিবির।

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency
90 5171 5171

এদিন বিজেপির বিহারের নেতা রাজেশ বর্মা মাল্লাগুড়িতে জেলা বিজেপির অফিসে নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানেই বাংলার বদলে হিন্দি বলতে বলায় ঝামেলা বাধে। এলাকার পরিস্থিতির বিবরণ দিচ্ছিলেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের নেতা শক্তিপ্রমুখ পার্থ সেন। তিনি বাংলায় এলাকার পরিস্থিতি বলার সময় বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির জেলা নেতা কানাইয়া পাঠক তাঁকে হিন্দিতে বলতে বলেন। কিন্তু তিনি হিন্দি জানেন না বলায় ঝামেলার সূত্রপাত। পরিস্থিতি সামলাতে রাজেশ জানান, তিনি বাংলা বোঝেন। পার্থকে বাংলাতেই বলতে বলেন।

এরপর চারের পাতায়

লক্ষ্য এক, পথ আলাদা

মমতার মুখে চ্যালেঞ্জ, কৌশলী অভিষেক

শীতলকুচির জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : জয়দেব দাস

গৌতম সরকার

বদনাম আছে, তরুণ প্রজন্ম শুধু চেল্লায়। বড্ড বেশি বদরাগী। কথায় কথায় অন্যকে ব্যঙ্গ, কটূক্তি, চলতি কথায় ট্রোল করে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুনলে মনে হবে, মিছেই এই বদনাম। আক্ষরিক অর্থেই যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি। দলে তো বটেই, সরকার আগামীদিনে ক্ষমতায় থাকলে কখনও না কখনও সরকারেও। কিন্তু মুখের ভাষায়, বক্তব্যের দিশায় ও বিষয় বাছাইয়ে মমতার উত্তরাধিকারের বাইরে যেন তিনি।

তৃণমূল নেত্রী সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং মুডে। বিপক্ষের প্রতি হুঁশিয়ারি। মানুষকে চড়া সুরে সতর্কবার্তা। সাবধান করার অছিলায় কিছু ক্ষেত্রে উসকে দেওয়া। বুধবারও তাঁর ব্যতিক্রম হল না। তিনটি সভা ছিল তাঁর- নানুর, বড়ঞা ও নবগ্রামে। গত ক'দিনের মতো মহিলাদের উসকে দিলেন তিনি। বড়ঞার সভায় বলছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা। হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন, 'মুর্শিদাবাদের মায়েরা এত শান্ত হলে কী হবে? আপনাদের এত নাম কাটছে ভোটার তালিকা থেকে!' গত কয়েকদিনেও তিনি মহিলাদের দা-বটি, হাতা-খুন্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোকাবিলা করতে বলেছেন। এতে হিংসায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ করছে বিরোধীরা। বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একযোগে নয়াদিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়ে মমতার প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে এসেছে। তারপরেও কিন্তু স্বমেজাজেই প্রচার করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানেই ভাইপোর সঙ্গে তাঁর ফারাক। অভিষেকের বক্তব্য অনেক সংযমী ও বিষয়ের প্রতি নির্দিষ্ট।

তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকেরও বুধবার তিনটি সভা ছিল- শীতলকুচি, ফালাকাটা ও রাজগঞ্জে। তিনিও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রসঙ্গ তুললেন। কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে গেলেন না। বরং কয়েক মিনিট ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এমন সব কথা বললেন, যাতে প্রচারের কৌশলী লক্ষ্য নির্দিষ্ট। তাঁর কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যতদিন থাকবে, ততদিন আপনারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন।' একথায় তাঁর উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত, বুঝিয়ে দেওয়া যে, তৃণমূল সরকার না থাকলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অনিশ্চিত।

এরপর দশের পাতায়

অসমে ভোট প্রচারে গিয়ে মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে চা পাতা তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ডিব্রুগড়ে বুধবার।

আজ থেকে বিচার শুরু ট্রাইবিউনালে

বুথে কত, অনিশ্চিতই

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : বিচারাধীন সবাই শেষপর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন কি? এই প্রশ্ন এখন বড় হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর মন্তব্যে সেই সংশয় আরও গভীর হয়েছে। তিনি বুধবার বলেন, 'কেউ যদি এই নির্বাচনে ভোট দিতে না পারেন, তার মানে এই নয় যে, তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। ভোটাধিকার অটুটই থাকবে।'

কিন্তু কোন পথে ভোটাধিকার থাকবে? তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। ট্রাইবিউনালে আবেদনের ক্ষেত্রে যে সবার আবেদন গ্রাহ্য হবে না, তা স্পষ্ট করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের কথায়, 'যে নথিগুলি এর আগে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকের সামনে পেশ করা হয়নি, সেই নথি যেন কেউ গ্রহণ না করেন। সতর্কতার সঙ্গে যাবতীয় নথির সত্যতা যাচাই না করে কোনও নতুন নথি গ্রহণ করা যাবে না।'

ফলে যে নথির ভিত্তিতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে, ট্রাইবিউনালকে সেই নথির ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। হাতে আর মাত্র কয়েকদিন। নিয়মানুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন পর্যন্ত যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে, তাঁরাই শুধু ভোট দিতে পারবেন। বাংলায় প্রথম দফায় যেসব কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ, সেখানে মনোনয়নপত্র পেশের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল সুপ্রিম কোর্টকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, বিচারাধীনদের বিষয়টি নিষ্পত্তি হতে হতে ৭ এপ্রিল হয়ে যাবে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৬০.০৬ লক্ষ বিচারাধীনের মধ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৪৭ লক্ষের বেশি নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার থেকে ২ লক্ষ বিবেচনাধীন নামের নিষ্পত্তি হচ্ছে।

কিন্তু তালিকা থেকে যাঁরা বাতিলের খাতায় চলে যাবেন, এই সময়ের মধ্যে ট্রাইবিউনালে তাঁদের আবেদন বিবেচনা করা যাবে কি না- সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। কেননা, ৬ এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশিত অতিরিক্ত তালিকায় যাঁদের নাম উঠবে, তাঁরাই শুধু প্রথম দফার নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। ট্রাইবিউনালের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকদের প্রশিক্ষণ বুধবার শেষ করার কথা।

বৃহস্পতিবার কাজ শুরু করে ট্রাইবিউনাল কতগুলি আবেদনের নিষ্পত্তি করতে পারবে, তার ওপর নির্ভর করছে, ঠিক কতজন শেষপর্যন্ত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। ৬ এপ্রিলই আবার ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

এরপর দশের পাতায়

- এবার ভোট না দিতে পারলে ভোটাধিকার চলে যাবে না, মন্তব্য বিচারপতির
- তবে কীভাবে ভোটাধিকার থাকবে তা স্পষ্ট নয়
- যে নথির ভিত্তিতে নাম বাদ পড়েছে, সেই নথির ভিত্তিতেই বিচার হবে ট্রাইবিউনালে

বাঙালির কড়াইয়ে যুদ্ধের আঁচ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : যুদ্ধের অজুহাতে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ভোজ্য তেলের দাম লিটার প্রতি ১৫-২০ টাকা বেড়ে গিয়েছে। এরই সঙ্গে চাল সহ বিভিন্ন ধরনের সসের দামও অনেকটাই বেড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় মাথায় হাত পড়ছে গরিব, মধ্যবিত্তদের। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, রান্নার গ্যাস নেই, জিনিসপত্রের দাম আগুন। এবার না খেয়েই থাকতে হবে।

পাইকারি ব্যবসায়ীরা অবশ্য দাবি করেছেন, ভোজ্য তেলের দাম কিছুটা বেড়েছে ঠিকই, তবে চাল সহ অন্য কোনও খাদ্যপণ্যের দাম বাড়েনি। নয়াবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুভাষ আগরওয়াল বলেছেন, 'ভোজ্য তেল বাইরে থেকে আসে। বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী জোগান আসছে না। সেই জন্যই তেলের দাম কিছুটা বেড়েছে। তবে, চাল বা অন্য কোনও খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি হয়নি।' যদিও বাজার তা বলছে না। বিভিন্ন দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, চালের দামও বেড়েছে।

এই দাম বাড়ার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক কী? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, যেসব বড় বড় কারখানায় ভোজ্য তেল বা সসের মতো সামগ্রী উৎপাদন করা হয়, সেখানে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে যুদ্ধের জেরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে তারা বাধ্য হয়েছে উৎপাদন কমাতে। আর তাতেই বাজারে টান।

শিলিগুড়ির বাজারে গত কয়েকদিন ধরে জিনিসপত্রের দাম ফের বাড়তে শুরু করেছে। রিফাইনড তেল যেখানে লিটার প্রতি ১২০-১২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল, সেটা বেড়ে গড়ে ১৪০-১৪৫ টাকা হয়েছে। অন্যদিকে সর্ষের তেল ১৬৫-১৭০ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছিল। সেই তেলের দাম বেড়ে ১৮৫-১৯০ টাকা হয়েছে। মিলনপল্লির খুচরো ব্যবসায়ী দীপঙ্কর দাসের বক্তব্য, 'গত এক সপ্তাহে তেলের দাম বেড়েছে।

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর জট ও অনুন্নয়নের ক্ষোভ তীব্র

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে হরিশ্চন্দ্রপুর

ভোটের অঙ্ক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ এপ্রিল : বছর দুয়েক আগের ঘটনা। হরিশ্চন্দ্রপুরের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলা ফুলহরের জল সামান্য নেমেছিল। ভাঙনে তলিয়ে যাওয়া স্বপ্নের বাড়ির ডুবে যাওয়া ইট খুঁজতে নদীতে নেমেছিলেন রশিদপুর গ্রামের ফুলকি বিবি। সেই ইটের হদিস পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেটার ফাঁকে পা আটকে ডুবে গিয়েছিলেন বছর পঞ্চাশের ফুলকি। আর উঠতে পারেননি।

ফুলহর নদীর পাড়ে অসংরক্ষিত এলাকার সেসব আলোচনা হচ্ছিল প্রাথমিক স্কুলের পার্শ্বশিক্ষক মহম্মদ আকাশের সঙ্গে। তাঁর কথায়, বর্ষাকালে নদীর জল বাড়লে ইসলামপুর অঞ্চলের রশিদপুর, কাউয়াডোল, মীরপাড়া, তাঁতিপাড়া, ভাকুড়িয়া ভাঙনের কবলে পড়ে। প্রতিবছর নদী গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু ভাঙন রোধে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি- কারও সদর্থক ভূমিকা নেই বলে তাঁর অভিযোগ।

আকাশ বলেন, 'বছরের ৩-৪ মাস আমাদের জলেই বাস করতে হয়। ভাঙনদুর্গতদের কথা কেউ ভাবে না। সবাই শুধু ভাঙন নিয়ে রাজনীতি করে।' রশিদপুর ও আশপাশের গ্রামের অনেকে ভিনরাজ্যে কাজ করেন। চিকিৎসার জন্য গ্রামগুলির মানুষ বিহারের উপর নির্ভরশীল।

ফুলহর যেন মূর্তিমান বিপদ। কিন্তু বিহার সীমানায় হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার আরও কত কিছু যে নেই। নিকাশি ব্যবস্থা নেই, কর্মসংস্থানের অভাব, বন্যাত্রাণের বরাদ্দের অর্থে কেলেঙ্কারি, আবাস যোজনায় দুর্নীতি, বেহাল চিকিৎসা পরিকাঠামো, বিজ্ঞান বিভাগহীন প্রচুর উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, সরকারি বাসের ঘাটতি ইত্যাদি।

ভিনরাজ্যে কাজ করলে কিছু আয় হয় বটে। সমস্যাও কম নয়। প্রায় প্রতি মাসে অনেকের দেহ ফেরে কফিনবন্দি হয়ে।

এরপর দশের পাতায়

পাড় ভাঙছে ফুলহর। দাঁড়িয়ে দেখছে জনতা।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

নির্মল তুমি নির্মল হও, হে মহানন্দা

উত্তরের এক নম্বর শহর। আর সেই শহরেই কিনা নদীর ধারে চলে প্রকাশ্যে শৌচকর্ম! কোথায় তবে মোদির স্বচ্ছ ভারত মিশন, আর কোথায়ই বা মমতার নির্মল বাংলা?

ভোটের বাউন্সার

দীপ সাহা

আকাশটা শনিবার রাত থেকেই মেঘলা। রবিবাসরীয় সকালে একটু একটু করে আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছে শহর শিলিগুড়ি। মহানন্দাপাড়ের কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে অবশ্য তখনও ব্যস্ততা। বাইরের বাঁধানো বেদিতে রাখা নিথর দেহটাকে শেষবারের মতো স্নান করিয়ে মাখানো হচ্ছে ঘি। শেষকৃত্যের খানিক দূরে শোকাতুর পরিজনদের কান্না যেন বৃষ্টি হয়ে নামছে আকাশ থেকে।

এক ফোঁটা, দু'ফোঁটা। তারপর ঝমাঝম। শবদেহ ঘিরে থাকা ভিড় ঠেলে নদীর পাড়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এক তরুণ। পরনে বাদামি রংয়ের ট্রাউজার, হালকা গোলাপি রংয়ের শার্ট। ওপরের দিকে বোতাম দুটো খোলা। ট্রাউজারের পকেট থেকে ভেসে আসছে ভোজপুরি গানের আওয়াজ। ছাতা মাথায় তরুণের ব্যস্ততা দেখার মতো। ছাতার ডাঁটি দিয়ে এক ভদ্রলোককে প্রায় গুঁতো দিয়েই এগিয়ে গেলেন। কৌতূহল জাগল। শবদেহ থেকে নজর ঘুরিয়ে দেখলাম, ভেজা মাটি পেরিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে ঝোপের আড়ালে ট্রাউজারখানা নামিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন তরুণ। দূর থেকে তখনও ভেসে আসছে- বাগল মারি জান ওয়ালে লি...

ওদিকে নজর পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন শ্মশানযাত্রীদের অনেকে। এক প্রৌঢ় বলেই উঠলেন, 'এই তো শিলিগুড়ির আসল রূপ বেরিয়ে গেল।'

এরপর দশের পাতায়

নিজের খেয়ালে। বুধবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

ভরা মরশুমেও পর্যটকশূন্য ডুয়ার্স

ভোটের আবহে একের পর এক বুকিং বাতিল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১ এপ্রিল : পর্যটনের ভরা মরশুমেই ভোট চলে আসায় চরম সমস্যায় পড়েছেন ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ভোট ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন রিসর্ট, লজ ও হোমস্টেতে একের পর এক বুকিং বাতিলের খবর মিলছে। অনেক পর্যটক আবার নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তনের অনুরোধ করছেন। আম্বেদকর জয়ন্তী ও পয়লা বৈশাখকে লক্ষ্য করে বহু মানুষ ডুয়ার্সে বেড়াতে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ নির্বাচন পর্ব সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলেছে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, ভোটের সময় যানবাহনের সংকট সহ নানান সমস্যার কারণে অনেক পর্যটকই ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করছেন।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'নির্বাচনের জন্য প্রচুর গাড়ি প্রয়োজন হবে। ফলে সেই সময়ে পর্যটকদের যাতায়াতে সমস্যা হতে পারে। তাই পর্যটকদের অসুবিধা এড়াতে খুব বেশি বুকিং নেওয়া হচ্ছে না।' ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের মন্তব্য, 'ইতিমধ্যেই নির্বাচনের কারণে বহু পর্যটক ডুয়ার্সে তাঁদের বুকিং বাতিল করেছেন। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসবে, বুকিং বাতিলের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ছুটির আমেজের পাশাপাশি পয়লা বৈশাখকে ঘিরে অনেকেই ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। অনেকেই আবার কয়েক ধাপ এগিয়ে ডুয়ার্সের বিভিন্ন রিসর্ট কিংবা লজে বুকিং করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই পরিকল্পনায় বাদ সেধেছে নির্বাচন। আগামী ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ, জঙ্গল মহল সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু জেলায় ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের রাজ্যে নির্বাচন মানেই অশান্তির আশঙ্কা। সেই কারণে অনেকেই ঘুরতে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না বলে মনে করা হচ্ছে।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক অনুপ গোপের বক্তব্য, 'ভোটের সময় বহু গাড়ি ভোটের কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়ে। অতীতে এমনও হয়েছে যে পর্যটকদের মাঝপথে নামিয়ে সেই গাড়ি নির্বাচনের কাজে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই এই ধরনের সমস্যা এড়াতে কিছু গাড়ি পর্যটকদের জন্য সংরক্ষিত রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।'

ইংরেজি নতুন বছরের পর এই মরশুমেই পর্যটকদের একটি ঢল নামার আশা ছিল। কিন্তু নির্বাচনের কারণে সেই আশা অনেকটাই নিরাশায় পরিণত হয়েছে। অনেক পর্যটকই তাঁদের বুকিং বাতিল করছেন বলে জানিয়েছেন গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তজমল হক।

ডুয়ার্সের এক ট্যুর অপারেটর বিপ্লব দে'র বক্তব্য, 'ভোট শেষ হওয়ার পর ৪ মে ভোটগণনা হবে। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। তারপরই ১৫ জুন থেকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বনাঞ্চলে তিন মাসের জন্য পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। ফলে এই মরশুমে পর্যটন ব্যবসায়ীদের বড়সড়ো ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এখন থেকেই ফাঁকা লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র। -সংবাদচিত্র

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পর্যটনে বিশেষ মিশন রেলের

এনজেপি-হরিদ্বার সরাসরি সংযোগ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : দার্জিলিং পাহাড় থেকে গঙ্গা নদীর তীর, নতুন মিশন রেলের। হিন্দুদের পীঠস্থান হরিদ্বারের সঙ্গে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের (এনজেপি) সরাসরি যোগাযোগে এবার নতুন রেললাইন পাতার পরিকল্পনা নিয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক। শুধু তাই নয়, গতিতে দূরত্ব কমাতে কাজ শেষে বন্দে ভারত স্লিপার চালানোর পরিকল্পনাও প্রাথমিকভাবে সেরে রেখেছে রেল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এক্ষেত্রে এনজেপি-আলুয়াবাড়ি রুট এবং এনজেপি-শিলিগুড়ি জংশন-ঠাকুরগঞ্জ রুটকে বেছে নিয়ে কয়েকটি এলাকায় কাজও শুরু করে দিয়েছে রেল। সবমিলিয়ে ১,৫৫১ কিলোমিটারের মধ্যে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ২৩১ কিলোমিটারে। এনজেপি-হরিদ্বারের সরাসরি দূরত্ব ১,০৭৪ এবং ঘুরপথে ১,২৫৬ কিলোমিটার।

শুধু কুম্ভমেলার জন্য নয়, বছরভর হরিদ্বারে ভিড় জমে পর্যটকদের। হর কি পৌড়িতে গঙ্গা আরতি, গঙ্গাস্নানের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, গঙ্গাতীরের হরিদ্বারে ছুটে যান উত্তরবঙ্গের প্রচুর মানুষ। পাশাপাশি, উত্তরাখণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলের প্রচুর পর্যটক ডুয়ার্সের জঙ্গল এবং দার্জিলিং পাহাড়ের টানে উত্তরবঙ্গে ছুটে আসেন। দুই রাজ্যের পর্যটকদের যাত্রাপথ সহজ করতেই এনজেপি-হরিদ্বার সরাসরি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত বলে রেল সূত্রে খবর। প্রকল্পটির ১,৫৫১ কিলোমিটারের মধ্যে কাজ চলছে ২৩১ কিলোমিটার পথে। এর মধ্যে রয়েছে মুকুরিয়া-কাটিহার ৩৫ কিলোমিটার ডাবল লাইন, কুমেদপুর-কাটিহার ৩০ কিলোমিটার ডাবল লাইন। বাকিটা বিহার পথে। অর্থ মঞ্জুর হয়েছে ১৩৩ কিলোমিটারের। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে রয়েছে এনজেপি-আলুয়াবাড়ি রোড ৫৭ কিলোমিটার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন, আলুয়াবাড়ি রোড-ঠাকুরগঞ্জ ২০ কিলোমিটার ডাবল লাইন। প্রকল্পটির বাকি ১,১৮৭ কিলোমিটারের ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি জংশন-এনজেপি ৭ কিলোমিটারের বাইপাস, আলুয়াবাড়ি রোড-কুমেদপুর ১৩৬ কিলোমিটার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন, শিলিগুড়ি জংশন-ঠাকুরগঞ্জ ৫৬ কিলোমিটার ডাবল লাইন। রেল সূত্রে খবর, যে কাজগুলির জন্য অর্থ মঞ্জুর হয়েছে, তার কাজ শুরু হতে বেশিদিন লাগবে না। ডিপিআর তৈরি হওয়া কাজগুলির শুরুর ক্ষেত্রেও বেশিদিন সময় লাগবে না। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, '২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে রেল। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সমস্ত কাজই করা হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। যা এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর পাশাপাশি পর্যটনের বিকাশ ঘটাবে।' তবে শিলিগুড়ি জংশন-এনজেপি বাইপাস সহ কয়েকটি এলাকায় কাজের ক্ষেত্রে জমি সংক্রান্ত সমস্যা বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে বলে রেলেরই একটা অংশ মনে করছে। কেননা, জবরদখলমুক্ত করার ক্ষেত্রে উচ্ছেদ অভিযানে নামতে হবে।

তবে এনজেপি-হরিদ্বারের মধ্যে সরাসরি দ্রুতগামী ট্রেন চলাচল শুরু হলে মূলত পর্যটকরা উপকৃত হবেন বলে মনে করছে শিলিগুড়ি-বাগডোগরা রেল উন্নয়ন ফোরাম। সংগঠনের সম্পাদক গোপাল দেবনাথের বক্তব্য, 'রেললাইন যত বেশি সম্প্রসারিত হবে এবং ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে, সাধারণ মানুষ তত উপকৃত হবেন।' উল্লেখ্য, বর্তমানে এনজেপি-হরিদ্বারের মধ্যে রেলপথে যোগাযোগ রয়েছে নারকাটিয়াগঞ্জ-পশ্চিম চম্পামারি-গোরক্ষপুর হয়ে।

■ পর্যটনে নজর দিয়ে এনজেপি-হরিদ্বার নতুন নেটওয়ার্ক তৈরিতে জোর রেলের

■ কাজ শুরু ২৩১ কিলোমিটারে, অর্থ মঞ্জুর ১৩৩ ও ডিপিআর তৈরি ১১৮৭ কিলোমিটারের

■ প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে ট্রেনের সংখ্যা ও গতিবৃদ্ধি, উপকৃত হবে উত্তরবঙ্গও

'রক্ত নয়, শান্তি চাই' ব্যানারে নিরুপদ্রব নির্বাচনি বার্তা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১ এপ্রিল : কথায় আছে- ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। বহু বছরের অভিজ্ঞতায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর অবস্থাও তেমনটাই। ভোটের সমার্থক যেন খুনোখুনি, মারামারি। আসন্ন বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করেও রাজ্যজুড়ে হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে দিকে দিকে। এমন সময়ে এক অভিনব উপায়ে শান্তির বার্তা প্রচার এবং তার মধ্য দিয়ে সব রাজনৈতিক দল সহ প্রশাসনকে যেন প্রচ্ছন্ন নিদান দিয়ে রাখলেন রায়গঞ্জ শহরের বিবেকানন্দ মোড়ের ড্রাই ফুডের ব্যবসায়ী উদয় দত্ত। নিজের দোকানের সাইনবোর্ড ঢেকে বড় বড় অক্ষরে 'রক্ত নয়, শান্তি চাই' লেখা ব্যানার লাগিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি লাগিয়েছেন কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল ও বিজেপির পতাকা। উদয় এর আগেও এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দেশে, সমাজে কোনও অস্থিরতা তৈরি হলেই দোকানের সাইনবোর্ডকে ব্যবহার করেন তিনি।

উদয়বলেন, 'আমি বছরের অধিকাংশ সময় দোকানের সাইনবোর্ডকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সাইনবোর্ডকে সমাজ সচেতনতার বার্তা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করে থাকি। ভোট গণতন্ত্রের উৎসব। এই উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং স্টলের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ সিএটিজি-০৩-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং স্টল-এর জন্য ই-নিলাম

এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ এএ/১, সিএটিজি-এমএলডিটি-একেএন-জিএমইউ-৭৯-২৩-১, আকবরনগর। এবি/১, সিএটিজি- এমএলডিটি-জিওডিএ-এসএমইউ-১৯৪-২৬-১, গোড্ডা। এবি/২, সিএটিজি- এমএলডিটি-এসজিজি-এসএমইউ-১১০-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-03/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল ফুড ভ্যান-এর চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএফভি-এপ্রিল-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

মালদা ডিভিসনে মোবাইল ফুড ভ্যান -এর জন্য ই-নিলাম

এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ এএ/১, এমএসএস- এমএলডিটি-এসজিজি-এসটিজিইএন-৬৭-২৬-১, সুলতানগঞ্জ। এএ/২, এমএসএস- এমএলডিটি-জেএমপি-এসটিজিইএন-৬৮-২৬-১, জামালপুর। এএ/৩, এমএসএস- এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটিজিইএন-৬২-২৬-১, বড়হরওয়া। এএ/৪, এমএসএস- এমএলডিটি-সিএলজি-এসটিজিইএন-৮১-২৬-১, কহলগাঁও। এএ/৫, এমএসএস- এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এসটিজিইএন-৬৪-২৬-১, হাঁসডীহা। এএ/৬, এমএসএস- এমএলডিটি-এসবিজি-এসটিজিইএন-৬৯-২৬-১, সাহেবগঞ্জ। এএ/৭, এমএসএস- এমএলডিটি-এমজেডসি-এসটিজিইএন-৮৩-২৬-১, মির্জাচৌকি। এএ/৮, এমএসএস- এমএলডিটি-এমডিএলই-এসটিজিইএন-৬৩-২৬-১, মন্দার হিল। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-02/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মালটিপারপাস স্টলের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমপিএস-০৩-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা।

মালদা ডিভিসনে মালটিপারপাস স্টল-এর জন্য ই-নিলাম

এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ। এএ/১, এমপিএস- এমএলডিটি-এসজিজি-এমপিএস-১৯-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। এএ/২, এমপিএস- এমএলডিটি-এমজিআর-এমপিএস-৩৫-২৫-১, মুঙ্গের। এএ/৩, এমপিএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ- এমপিএস -২৭-২৬-১, হাঁসডীহা। এএ/৪, এমপিএস- এমএলডিটি-বিইউপি- এমপিএস-২১-২৫-১, বারিয়ারপুর। এএ/৫, এমপিএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ- এমপিএস -২৮-২৫-১, হাঁসডীহা। এএ/৬, এমপিএস- এমএলডিটি-বিজিপি- এমপিএস-১০-২৫-১, ভাগলপুর। এএ/৭, এমপিএস- এমএলডিটি-এসজিজি- এমপিএস-২০-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-01/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নাবালিকা উদ্ধার

বালুরঘাট, ১ এপ্রিল : বিগত দু'দিন ধরে নিখোঁজ এক নাবালিকাকে বুধবার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ১৬ বছর বয়সি ওই নাবালিকা চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে বলে পরিবার সূত্রে খবর। সে গত ৩০ মার্চ থেকে নিখোঁজ ছিল। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নেওয়ার পরও তার সন্ধান মেলেনি। এরপর পরিবারের তরফে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। নাবালিকাকে উদ্ধারের পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। আপাতত তাকে মেয়েদের একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে সে নিখোঁজ হয়েছিল তার তদন্ত করছে পুলিশ।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪০০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

আমি Sapikul Islam Vill তীবিধানী টোল PO+PS জয়গাঁও জেলা-আলিপুরদুয়ার আমার জন্ম শংসাপত্রে নামের বানান ভুল থাকায় গত 5-3-26 তারিখে আলিপুরদুয়ার Executive Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Sapikul Islam এবং Chapikul Islam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

আমি Md Rejaul Karim, S/o- Sam Mohammad Sekh, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No 5440, Dt. 06/05/2011, আমার মেয়ের নাম ও আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 19/03/26 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার মেয়ের নাম Mst Saina Parvin থেকে Saina Parvin ও আমার স্ত্রীর নাম Nurjahan Bibi থেকে Mst. Nurjahan Bibi করা হলো। (M-115482)

•

আমি Hasnara Khatun, W/o Abdul Hakim, গ্রাম - মহেশপুর, পোঃ গঙ্গাদেবী, থানা - রতুয়া, জেলা - মালদা। আমার মেয়ের (Khatijatul Ambari) (যার রেজি নং 5303, Dt 27/08/1997) জন্ম প্রমাণপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 07/03/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M ২য় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Hasanara Begam থেকে Hasnara Khatun করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121283)

R No. 25/1255/46/KV Hasimara/2025-26 Date : 01.04.2026

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, HASIMARA

Admission Notice (Offline Mode) SESSION 2026-27

Offline registrations are open for FRESH admission for a few seats in class **2, 4, 6, 8 & 12 ONLY**

Fresh admission for a few seats in class 12 is open in science, commerce & humanities stream for **priority category I and II ONLY**. (Kindly refer to the admission guidelines Part A Para 9 for eligibility).

Distribution & Submission of Registration forms for mentioned Classes (in offline mode) : **02.04.2026 (Thursday) to 08.04.2026 (Wednesday), 11:30 am to 2 pm.**

Declaration of list of provisionally selected candidates. : **13.04.2026 (Monday) at 2:00 pm**

Admission for above mentioned classes : **15.04.2026 (Wednesday) to 20.04.2026 (Monday)**

For admission enquiry, contact the admission department between **12:00 and 2:00 pm.**

For detailed admission guidelines, notice, schedule, you may also visit the official website of PM SHRI Kendriya Vidyalaya Hasimara. https://hasimara.kvs.ac.in/

Sd/-
Principal
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, HASIMARA

আজ টিভিতে

গ্যাংস অফ বেবুন ফলস সন্ধে ৬.২৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ সকাল সন্ধ্যা, দুপুর ২.৩০ বিয়ের লগ্ন, বিকেল ৫.৩০ মনসা কন্যা, রাত ৮.৪৫ রংবাজ, ১১.৩০ কশমোরা (বাংলা ভার্সন)

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ রাজাবাবু, দুপুর ১.০০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ বিদ্রোহ, সন্ধে ৭.০০ নাটের গুরু, রাত ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মহাসতী সাবিত্রী, বেলা ১১.৩০ একান্ত আপন, দুপুর ২.০০ কলঙ্কিনী বধূ, বিকেল ৫.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সন্ধে ৭.৩০ রূপবান, রাত ১০.৩০ বস-বর্ন টু রুল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দি বলাকা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা

জি সিনেমা : বেলা ১১.১৯ গীতা গোবিন্দম, দুপুর ২.০২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৪.৫৪ কৃশ, রাত ৮.৩০ গেম চেঞ্জার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩২ প্রলয় : দ্য ডেস্ট্রয়ার, দুপুর ২.২৮ ড্যারিংবাজ, বিকেল ৫.২৮ রাক্ষসী, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদী, রাত ১০.৪৪ অঙ্গারে

গেম চেঞ্জার রাত ৮.৩০
জি সিনেমা

রংবাজ রাত ৮.৪৫
জলসা মুভিজ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৫ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, দুপুর ১.৪৮ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিকেল ৪.০৮ মিশন মজনু, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, ১১.২২ ব্লার

মিশন মজনু বিকেল ৪.০৮ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে আলোচনা করবেন না। কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সমাজে প্রশংসিত হবেন। বৃষ : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বহুদিন ধরে চলা সমস্যার সমাধান আজ হতে পারে। রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব এবং চাপ বাড়বে। মিথুন : সাংসারিক সমস্যার সমাধানে কোনও আত্মীয়কে পাশে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও কঠিন কাজের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কর্কট : নিজের বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের ফলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কেটে যাবে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। সিংহ : স্নায়ুঘটিত সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। অংশীদারি ব্যবসায় টাকাপয়সা নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কন্যা : রাস্তাঘাটে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্তদের বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। তুলা : ভাগ্যোন্নতির সুযোগ পাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। বৃশ্চিক : একাধিক উপায়ে আয়ের রাস্তা খুললেও খরচও বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আজ ভালো খবর আশা করতে পারেন। ধনু : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে আজ কোনও সমঝোতা হতে পারে। মকর : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ মিটে যাবে। কোনও কারণে কাছের লোকের দ্বারা হেনস্তা হতে পারেন। আর্থিক শুভ। কুম্ভ : নিজের অধিকার লাভের চেষ্টা করলে সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির উসকানিতে সমস্যা হতে পারে। মীন : আজ রাস্তাঘাটে খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। পরিবারে কোনও বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যায় চিন্তা বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ১২ চৈত্র, ২ এপ্রিল ২০২৬, ১৮ চ'ত, সংবৎ ১৫ চৈত্র সুদি, ১৩ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।৪৯। বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা দিবা ৬।৪৮। হস্তানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৫৫। ধ্রুবযোগ দিবা ১।৫২। ববকরণ দিবা ৬।৪৮ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।১১ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, আপরাহ্ণ ৪।৫৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ৬।৪৮ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ২।৪৫ গতে ৫।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪১ গতে ১।১০ মধ্যে। যাত্রা – শুভ উত্তরে দক্ষিণে বায়ুকোণে ও নৈর্‌ঋতে নিষেধ, দিবা ৬।৪৮ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।৫২ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৪৯ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৬ গতে পূর্ব্বে উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ৬।৪৮ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ দীক্ষা দেবগৃহারম্ভ দেবগৃহপ্রবেশ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা গ্রহপুজো, দিবা ১।৫২ মধ্যে নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাশনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। চৈত্রী পূর্ণিমা, মন্বন্তরা স্নানদানাদি। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাসযাত্রা। শ্রীশ্রীহনুমান জয়ন্তী। পতাকা পুজা। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এজেন্সি বদলের জের, চিন্তিত অস্থায়ী কর্মীরা

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : এজেন্সি বদলের জেরে বুধবার অশান্তির আবহ তৈরি হল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। যার ফলে সাময়িক রোগী পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়। যদিও পরে পরিষেবা স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে।

২০২২ সালে মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়। পরিষেবা চালানোর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএমএসসিএল) কলকাতার একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিল। সেই সময় সাফাইকর্মী, নিরাপত্তারক্ষী, ওয়ার্ড বয় (পুরুষ-মহিলা) এবং হাউজকিপিং মিলিয়ে ২০৮ জনকে নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে ৭০-৮০ জনকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

এদিকে, গতকাল অর্থাৎ ৩১ মার্চ আগের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন এজেন্সি খুঁজতে স্বাস্থ্য দপ্তর ফেব্রুয়ারি মাসেই টেন্ডার করেছিল। সেখানে শিলিগুড়ির একটি সংস্থা আগামী এক বছরের জন্য বরাত পেয়েছে। নতুন সংস্থা বুধবার সুপারস্পেশালিটি ব্লকের দায়িত্ব নেয়। তারা ১৩৩ জনকে এদিন কাজে নিয়েছে। ফলে প্রতিদিনের মতো এদিন আগের সমস্ত কর্মী কাজে এলেও অনেককে বাইরে বসে থাকতে হয়। এদিকে, সহকর্মীরা কাজ না পাওয়ায় সকলেই কাজ বন্ধ রাখেন। পরে নতুন সংস্থার আশ্বাসে তাঁরা কাজে ফেরেন।

যদিও কর্মীদের একাংশের আশঙ্কা, ১৩৩ জনকে এদিন কাজে নেওয়া হলেও, পরে আবার নিজেদের পছন্দমতো লোক নেবে না তো নয়া সংস্থা? যদিও মেডিকেলের কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ফোরামের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তী বললেন, 'কেউ যাতে কর্মহীন না হন সেটা দেখতে হবে। নতুন বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কাছে আমরা এই একটাই দাবি করেছি।' নতুন সংস্থার কর্ণধার অনিমেষ দাস অবশ্য জানিয়েছেন, সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিদিন ১৭৬ জনকে কাজে নেওয়া যাবে। এই মুহূর্তে যে ১৩৩ জনের নথিপত্র রয়েছে তাঁদের এদিন কাজে নেওয়া হয়েছে। বাকিদের নথিপত্র জমা করতে বলা হয়েছে। তারপরেই কাজে নেওয়া হবে। তবে, কেউ যাতে কর্মহীন না হন সেটাও দেখা হচ্ছে।

এদিন কাজ না পেয়ে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মাধবী পোদ্দার নামে এক অস্থায়ী কর্মীর কথায়, 'তিন লক্ষ টাকা ঘুষের বিনিময়ে ২০২৪ সালে কাজ পেয়েছিলাম। এদিন এসে দেখছি আমার কাজ নেই। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।' আবার তাপস মণ্ডল, মহম্মদ হারুর বক্তব্য, সকালে জরুরি বিভাগে ডিউটিতে যোগ দিতে গিয়ে শুনি কাজ নেই। এভাবে কাজ চলে গেলে সংসার চালাব কীভাবে? যদিও পুরোনো সংস্থার পক্ষে মিঠু সাহা আর্থিক লেনদেনের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বললেন, 'টাকা নিয়ে কাজ দেওয়া হয়েছে এমন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবেন?'

নাম বাদ, রাজ্য সড়কে বিক্ষোভ 'ভোটার'দের

ফাঁসিদেওয়া, ১ এপ্রিল : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় ক্ষোভ ছড়াল চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও। বাদ যাওয়া ভোটারদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ল চটহাটের রাজ্য সড়কে। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানান ক্ষুব্ধ ভোটাররা। যদিও কিছুক্ষণ পর নিজেরাই হতাশ হয়ে বাড়ির পথ ধরেন। যদিও এমন আন্দোলনের কথা জানা নেই বলে দাবি করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ২,০১৫ জন বিচারাধীন ভোটারের মধ্যে ১,৭০৯ জনের নাম বাদ পড়েছে। এখনও বিচারাধীন রয়েছেন ৫৬ জন। অর্থাৎ বুধবার পর্যন্ত ২৫০ জনের নাম চূড়ান্ত তালিকায় উঠেছে।

নির্বাচন কমিশনের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা অনুযায়ী, মুড়িখাওয়ায় বিচারাধীন ৩৮৩ জনের

ফাঁসিদেওয়া

মধ্যে ৩৫২ জন, বান্দরজুলিতে ৪৭৬ জন বিচারাধীনের মধ্যে ৪৩৯ জন, জোড়পাখরিতে ৫১১ জন বিচারাধীনের মধ্যে ৪২৭ জন এবং মিলনগড়ে ৬৪৫ জন বিচারাধীনের মধ্যে ৪৯১ জনের নাম বাদ গিয়েছে। ২,০১৫ জন বিচারাধীনের মধ্যে মাত্র ২৫০ জনের নাম চূড়ান্ত তালিকায় ওঠার বিষয়টি বাকিরা কেউ মেনে নিতে পারছেন না। যে কারণেই তাঁরা বুধবার রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন।

বিক্ষোভকারী মহম্মদ সিরাজুল হক বলেন, '১৯৯৫ সাল থেকে ভোট দিলেও এবং ২০০২ সালের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।' মহম্মদ আবদুল হাকিম বলছেন, 'প্রথমে বিচারাধীন রেখে পরবর্তীতে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এটা মানা যায় না। দ্রুততার সঙ্গে সকলের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা না হলে আরও বড় আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।' নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন আন্দোলনকারীরা।

ভোট বৈতরণি পেরোনোর কৌশল

রামের পর হনুমান শরণে দুই ফুল

শমিদীপ দত্ত ও নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : কয়েকদিন আগেই শিলিগুড়িতে রামনবমী পালিত হয়েছে। রামনবমীতে রামের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তীর দিনে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য এই দিনটি বেছে নেওয়ার পিছনে ভোট বৈতরণি পেরোনোর অঙ্ক রয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব ইতিমধ্যেই তাঁর সামাজিক মাধ্যমে সবাইকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বুধবার রাতে তিনি সফদর হাসমি চকের একটি নবনির্মিত হনুমান মন্দিরের মূর্তি আনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বুধবার রাতে সূর্যনগর ও ডাবগ্রামের হনুমান মন্দিরেও গিয়েছিলেন গৌতম। তিনি বৃহস্পতিবার মাল্লাগুড়ির সংকটমোচন মন্দিরে পুজো দেবেন বলে জানিয়েছেন। তারপর বাঘা যতীন পার্ক থেকে মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে গৌতম জানিয়েছেন। গৌতম বলেন, 'হনুমান জয়ন্তীকে সামনে রেখে মনোনয়নপত্র জমা দেব। এরমধ্যে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই।' বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ বৃহস্পতিবার বিধান মার্কেটের হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে দিন শুরু করবেন। তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের পাশ থেকে জমায়েত করে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। শংকর বলেন, 'হনুমান জয়ন্তীতে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেব। নতুন করে রামের নাম নিতে যাঁরা বাধ্য হয়েছেন তাঁরা এবার হনুমানের নাম নেবেন। এতে হিন্দুত্বেরই জয় হবে।'

অন্যদিকে, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের কাছে দলীয় জমায়েতে যাবেন বলে জানিয়েছেন। আনন্দময় বলেন, 'হনুমান রামের ছায়াসঙ্গী। এখন কেউ কেউ হতাশায় হনুমানের নাম নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এতেই স্পষ্ট রাম রাজ্য গঠন এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।'

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার জানিয়েছেন,

- শিলিগুড়ি ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রের প্রার্থীরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন
- ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে
- যানজট মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ প্রশাসনের

তিনি হনুমানের পুজো না দিয়ে কোনওদিন বাড়ি থেকে বেরোন না। বৃহস্পতিবারও বাড়িতে হনুমানের পুজো দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তারপর শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন। শংকরের কথায়, 'হনুমান আমার মনেপ্রাণে আছেন। তাঁকে স্মরণ করে তারপরই আমি বাড়ি থেকে বেরোই। এ নিয়ে কে কী বলল তাতে কিছু যায় আসে না।'

বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভোর থেকেই মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দিরে বড় ধরনের জমায়েতের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শহরে একাধিক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার তৃণমূল ও বিজেপির প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মিছিল থাকায় শহরে ব্যাপক যানজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বুধবার রাত থেকেই ট্রাফিক পুলিশের তরফে বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। শহরমুখী বড় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। শিলিগুড়ির ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা পরিকল্পনা করেছি, নমিনেশনের মিছিল এলে এয়ার ভিউ মোড় থেকে দার্জিলিং মোড়গামী গাড়িগুলিকে দার্জিলিং মোড় থেকে এয়ার ভিউ মোড়ের লেনের একপাশ দিয়ে নিয়ে যাব।' তৃণমূল এবং বিজেপির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে শহরের নিরাপত্তাকে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক পুলিশের তরফে বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হবে। এনজেপি স্টেশন থেকে দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও মিরিকগামী যানবাহনগুলো নৌকাঘাট, কাওয়াখালি হয়ে খাপড়াইল রুট ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, এনজেপি স্টেশনগামী যানবাহনগুলোকে সেবক রোড এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরগামী যানবাহনকে খাপড়াইল রোড ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি থেকে বাগডোগরাগামী যানবাহন দার্জিলিং মোড় এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হেলিকপ্টার থেকে নেমেই রাজগঞ্জের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনকে আশীর্বাদ অভিষেকের। বুধবার।

নগেনেরই প্রার্থী হরিহর, স্বীকার অভিষেকের

স্বপ্নাকে জেতাতে রাজবংশী তাস

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১ এপ্রিল : নির্বাচনের আগে বুধবার উত্তরবঙ্গে তিনটি সভা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কোচবিহারের শীতলকুচি, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা এবং জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে সভা করেন তিনি।

রাজগঞ্জে দলীয় প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সমর্থনে সভা করতে এসে হিসাব কষেই রাজবংশী তাস খেললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। প্রার্থী হওয়ার জন্য রেলের চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে স্বপ্নাকে যে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার এতটাই নীচে নেমে এসেছে যে একটা রাজবংশী সম্প্রদায়ের মেয়ে, দেশের গর্ব স্বপ্নাকে রেলের চাকরির এনওসি দিতে তার বাবা মারা যাওয়া অবস্থায় তাকে টানাহ্যাঁচড়া করল।'

এদিন আমবাড়ির সুদামগছের সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজগঞ্জের উন্নয়নের ফিরিস্তি দেওয়ার পাশাপাশি অভিষেক চড়া সুরে বিজেপির সমালোচনা করেন। বলেন, 'কোনও ভদ্র, শিক্ষিত লোক বিজেপি করেন না। বিজেপি করেন চোর-মাতালরা। বিজেপি মানে বহিরাগত ভুঁইফোঁড়।' সভায় উপস্থিত বিশাল সংখ্যক সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে দিচ্ছে রাজগঞ্জে স্বপ্নার জয় সময়ের অপেক্ষামাত্র। যতই এসআইআর-এ ভোট কাটুক স্বপ্না এবার রাজগঞ্জে ৪০ হাজার ভোটে জিতবে।'

বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলেছেন, 'বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা সেঁটে দিচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাংলার শ্রমিকদের। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার রাস্তা, বাংলার বাড়ি তৈরিতে একটিও টাকা দেয়নি। জলপাইগুড়িতে বিজেপির সাংসদ রয়েছেন। গত ১২ বছরে বিজেপি কী করেছে তার জবাব দিন।'

রাজ্য সরকারের কাজের ফিরিস্তি দিয়ে অভিষেক বলেছেন শুধুমাত্র রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রেই হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, ১ কোটি টাকা খরচ করে দেবী চৌধুরানির মন্দির সংস্কার, ৪২ কোটি টাকা ব্যয় করে রাজগঞ্জের ৪০টি রাস্তা বানানো ও সংস্কার কাজ করা হয়েছে। রাজগঞ্জে ৯৯ হাজার ৭৭৭৮ জন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং ২৭২১৩ জন যুবসাথী প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন।

অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ নগেন রায়ের সঙ্গে তৃণমূলের আঁতাতের কথা প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই স্বীকার করে নিলেন অভিষেক। পর্দার আড়ালে আর রাখঢাক নয়, শীতলকুচির তৃণমূল প্রার্থী হরিহর দাস যে নগেনেই প্রার্থী তা ভরা মঞ্চে মেনে নিলেন অভিষেক। নগেনের ছায়াসঙ্গী হরিহরকে তৃণমূলের প্রার্থী করার পর নগেনের সঙ্গে তৃণমূলের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। এদিন শীতলকুচির সভা থেকে নগেন ও তৃণমূলের গোপন আঁতাত স্পষ্ট হয়ে গেল।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, অভিষেক ভরা মঞ্চে একথা জানিয়ে একদিকে যেমন নগেনের পক্ষে থাকা রাজবংশী ভোট নিজেদের দিকে টানতে চাইলেন তেমনই বিজেপির মধ্যেও বিশ্বাসভঙ্গের কৌশলী ফাটল তৈরি করে দিলেন। বুধবার শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে নির্বাচনি সভায় এসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। জনসভায় কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করেন। সভা থেকে তিনি রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে আগামী পরিকল্পনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারবার তোপ দাগেন।

ভাষণের শেষদিকে এখানকার প্রার্থী হরিহরের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় অভিষেকের মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়ে যায়। হরিহরের হাত ধরে অভিষেক বলেন, 'হরিহর দাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, মা-মাটি-মানুষের প্রার্থী, সর্বোপরি অনন্ত মহারাজেরও (নগেন রায়) প্রার্থী। তাঁকে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে।'

এই বক্তব্যের পরই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। নগেনের সঙ্গে তৃণমূলের গোপন আঁতাত রয়েছে বলে কয়েকমাস ধরেই গুঞ্জন চলছিল। নগেনকে বঙ্গবিভূষণ দেওয়ার পর সেই গুঞ্জনের আগুনে আরও ঘি পড়ে। এরপরই শীতলকুচিতে নগেনের ছায়াসঙ্গী হরিহরকে প্রার্থী করা হয়। সূত্রের খবর, তৃণমূলকে সমর্থনের জন্য নগেন নাকি একটি আসন দাবি করেছিলেন। সেই হিসেবেই তৃণমূলের তরফে হরিহরকে প্রার্থী করা হয়। এতদিন পর্যন্ত তা গুঞ্জন হিসেবে থাকলেও এদিন অভিষেকের মন্তব্যে তা প্রকাশ্যে এল। যদিও এবিষয়ে নগেনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

মাঠে ময়দানে

আলিপুরদুয়ারের শালবাড়িতে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : তিস্তা ক্যানাল রোড থেকে ফুলবাড়ি ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির মধ্যে সিপাইপাড়া মেইন রোড অন্যতম। ওই রাস্তার ওপর দিনভর স্কুলবাস, ট্রাক, চার চাকার যানবাহন চলাচল করে। এদিকে, সেই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বর্তমানে বেহাল। বৃষ্টি হলেই রাস্তায় তৈরি হওয়া বড় বড় গর্তে হাঁটুসমান জল জমে যায় বলে অভিযোগ।

বুধবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার গর্তে টোটো উলটে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। সিপাইপাড়ার বাসিন্দা জবা মণ্ডল বললেন, 'প্রতিবার শুনি রাস্তাটা ঠিক করে দেওয়া হবে। কিন্তু নির্বাচন পেরিয়ে গেলে কেউ কোনও উদ্যোগ নেয় না। এমন চললে আগামীতে ভোট দেব না।' নার্সিংহোমের কর্মী তমাল মাইতির অভিযোগ, 'ভাঙা রাস্তা এড়িয়ে চলার জন্য বর্ষার সময় অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হয়।'

ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলামের বক্তব্য, 'রাস্তাটি তৈরির জন্য জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এসজেডিএ) প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল।'

কলেজে গৌতমের ফ্লেক্সে বিতর্ক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : নির্বাচনি আদর্শ আচরণবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবের প্রচারের জন্য শিলিগুড়ি কলেজে ফ্লেক্স লাগানোর অভিযোগ। সেই ফ্লেক্সের নীচে প্রচারক হিসাবে কলেজের অধ্যাপক তথা ওয়েবকুপার সদস্য অমল রায়ের নাম লেখা রয়েছে। আর যা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। যদিও বিতর্ক শুরু হতেই বুধবার সরিয়ে ফেলা হয় ফ্লেক্সটি।

নির্বাচনি আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গেলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে কোনও পতাকা, ফেস্টুন লাগানো যায় না। এদিকে, ভোটের স্ট্রংরুম করার জন্য শিলিগুড়ি কলেজ পুরোপুরিভাবে নিয়ে নিয়েছে কমিশন। এরই মধ্যে কলেজের ভিতরে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে ফ্লেক্স লাগানো হয়। গৌতমকে খুশি করতে নির্বাচন কমিশনের বিধি ভেঙে এমন কাজ করা হয়েছে বলে বিজেপি অভিযোগ করছে। এ নিয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'রাজনীতিতে তোষামোদ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেটা এই ঘটনা প্রমাণ করে দিল। গৌতম দেবের তো ৫০ বছরের রাজনৈতিক

কলেজের ভিতর বিতর্কিত পোস্টার।

অভিজ্ঞতা, তাই কলেজের ভেতরে ফ্লেক্স লাগানোর বিষয়ে উত্তর উনি দেবেন।' যদিও গৌতম বললেন, 'ফ্লেক্সটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

শিলিগুড়ি শহরজুড়ে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা নিজেদের দলের প্রার্থীর সমর্থনে ফ্লেক্স, ফেস্টুন লাগাচ্ছেন। কলেজ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গৌতমের সমর্থনে ওই ফ্লেক্স কলেজের ভেতর নিয়ে এসে রাখা হয়। বুধবার সারাদিন কলেজের ভিতরে ফ্লেক্সটি ছিল। তবে বিকালে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে নির্বাচনি আধিকারিকরা কলেজ পরিদর্শনে আসেন। এরই মধ্যে 'বিতর্কিত' ফ্লেক্সটি উধাও হয়ে যায়।

এদিকে, প্রচারক হিসাবে ফ্লেক্সে যাঁর নাম রয়েছে সেই অমল বলছেন, 'কলেজের ভেতরে সেই ফ্লেক্স রাখার কথাই না। দুটো ফ্লেক্স বাইরে লাগানোর কথা। কিন্তু যাঁদের সেই ফ্লেক্স নিয়ে এসে লাগানোর দায়িত্ব ছিল তাঁরা সেটি কলেজের ভেতর রেখে চলে যান। কলেজের ভেতর কোনও রাজনৈতিক প্রচারের বস্তু রাখা যায় না।'

কলেজে ফ্লেক্স লাগানোর বিষয়টি জানা নেই বলে দাবি করেছেন কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ। তিনি বলেন, 'ফ্লেক্সটি আমার চোখে পড়েনি। তবে এদিন থেকে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি কলেজ নিয়ে নিল।'

সেমিনার

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ৪ এপ্রিল জিএসটি এবং ইনকাম ট্যাক্স বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করছে শিলিগুড়ি ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং প্রোজেক্ট চেয়ারম্যান ডিকে আগরওয়াল বলেন, '১ এপ্রিল থেকে জিএসটি এবং ইনকাম ট্যাক্স প্রদানে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। সেই বিষয়ে ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষকে সহজভাবে সমস্তটা জানান দিতেই এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।'

বিজেপির যুব নেতার জামিন

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া বিজেপি যুবনেতা সুপেন্দ্র প্রধান জামিন পেলেন। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট জানিয়েছেন, বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ থেকে তিনি জামিন পেয়েছেন।

২০১৬ সালের একটি মামলায় গত রবিবার রাতে দার্জিলিং থেকে বিজেপি যুব মোর্চার নেতা সুপেন্দ্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। পরদিনই তাঁকে কালিম্পংয়ের পেডংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কালিম্পং আদালতে মঙ্গলবার পেশ করা হলে জামিন নাকচ হয়ে যায়। তবে, বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জামিন পান তিনি।

পোলিং স্ট্যাটাসে গতি ও স্বচ্ছতা আনতে অ্যাপ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্তভাবে সম্পন্ন করতে প্রতি বুথে প্রাপ্ত ভোটের আপডেট অর্থাৎ পোলিং স্ট্যাটাসের জন্য মোবাইল অ্যাপ চালু করছে কমিশন। এতদিন পর্যন্ত বুথের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসাররা মেসেজের মাধ্যমে এক-দু'ঘণ্টা অন্তর ভোটদানের তথ্য মাইক্রো অবজার্ভারদের কাছে পাঠাতেন। এরপর সেই তথ্য ধাপে ধাপে পদস্থ নির্বাচন আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে যেত। যা অনেকটাই সময় সাপেক্ষ ছিল। তবে কমিশনের তরফে চালু করা 'ইসিআই নেট' অ্যাপের দৌলতে সেই ঝক্কির দিন এবার শেষ হতে চলেছে।

বুথের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসাররা নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাপে পোলিং স্ট্যাটাস সংক্রান্ত তথ্য আপডেট করতেই তা সরাসরি কমিশনের কাছে পৌঁছে যাবে। ভোটের কাজ আরও স্বচ্ছ করতেই এমন পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। এর জন্য প্রথম দফার প্রশিক্ষণ পর্বে ভোটকর্মীদের নির্দিষ্ট অ্যাপ ব্যবহার সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

দার্জিলিং জেলার নির্বাচনি আধিকারিক জানিয়েছেন, 'ইসিআই নেট' অ্যাপে তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফর্ম্যাট থাকবে। বুথের দায়িত্বে থাকা ভোটকর্মীদের শুধুমাত্র সঠিক স্থানে তথ্য আপলোড করতে হবে। কীভাবে সেই আপলোডের কাজ করতে হবে তা ভোটকর্মীদের বোঝানো হচ্ছে। 'ইসিআই নেট'-র বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন হওয়ায় আগামীদিনে এ নিয়ে প্রশিক্ষণে আরও জোর দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, পাহাড়ি এলাকায় ইন্টারনেট সংক্রান্ত সমস্যা থাকলেও

> **ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামীতে তাঁদের হাতেকলমে ইসিআই নেট ব্যবহার শেখানো হবে।**
>
> **নির্বাচনি আধিকারিক**

ইসিআই নেট-র কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজন অনুসারে অফলাইন মোডেও ইসিআই নেট ব্যবহার করা সম্ভব হবে। তবে কোনও ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে তখন সুপারভাইজার অ্যাপের মাধ্যমে পোলিং স্ট্যাটাস সংক্রান্ত তথ্য আপডেট করা হবে। এ নিয়ে এক আধিকারিক বলেন, 'ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামীতে তাঁদের হাতেকলমে ইসিআই নেট ব্যবহার শেখানো হবে।'

ভোট মরশুমে রক্ত সংকট উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : রক্তসংকটে ভুগছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কর্তৃপক্ষের দাবি, এসআইআর পর্ব শুরু হতেই রক্তের সংকট শুরু হয়। নির্বাচনি আবহে তা আরও ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। জরুরি পরিষেবার জন্য হাতেগোনা কয়েক ইউনিট রক্ত মজুত থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে জানাচ্ছেন মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংকের আধিকারিকরা। এই পরিস্থিতিতে রক্তের খোঁজে মেডিকেলে এসে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে অনেক রোগীর পরিজনদের। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রক্তের সংকট মেটাতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যদিও সেভাবে সুরাহা মেলেনি বলে দাবি।

মেডিকেল সূত্রে খবর, বর্তমান সময়ে প্রায় কোনও গ্রুপের রক্ত নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে বিগত প্রায় এক মাস ধরে ব্লাড ব্যাংকের ডিসপ্লে বোর্ড বন্ধ রাখা হয়েছে। যার ফলে হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। কোচবিহারের এক বাসিন্দা সম্প্রতি শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। অস্ত্রোপচারের জন্য রক্তের প্রয়োজন হতেই তাঁর পরিবারের সদস্যরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের খালি হাতেই ফিরতে হয়। রোগীর আত্মীয় জয়ন্ত দে বলেন, 'আমাদের এবি পজিটিভ গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা মেডিকেলে ছিল না। পরে আমরা বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত সংগ্রহ করি।' তবে শুধু এই একটি ঘটনা নয়। শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন বহু রোগীর পরিবারের সদস্যদেরই প্রায়দিন এই পরিস্থিতির

মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংকের ডিসপ্লে বোর্ড অচল।

মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

মেডিকেল কলেজের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকের অধিকর্তা মৃদুময় দাস বললেন, 'প্রায় এক মাস ধরে রক্তের সংকট চরমে। বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র ইন্ডোর পরিষেবা স্বাভাবিক রাখাতে কিছু পরিমাণ রক্ত মজুত রাখা হয়েছে। যদিও তা পর্যাপ্ত নয়। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। চলতি মাসে এখনও পর্যন্ত তিনটি শিবির হয়েছিল। কিন্তু ওই শিবিরগুলি থেকেও পর্যাপ্ত ইউনিট রক্ত পাওয়া যায়নি।'

মেডিকেলে এমন পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের রক্তের ভাঁড়ার যে পরিপূর্ণ রয়েছে তা নয়। এখানেও বেশকিছু গ্রুপের রক্তের জোগানে টান পড়তে শুরু করেছে। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষ বলেন, 'নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত খুব একটা মজুত করা হয় না। তবে এই মুহূর্তে যে পরিমাণ রক্ত মজুত রয়েছে তাতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

রক্তসংকট ইস্যুতে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। সংগঠনের সভাপতি রূপক দে সরকারের কথায়, 'গ্রীষ্মকালীন রক্তসংকট প্রতিবারই দেখা দেয়। এবছর ভোটের কারণে তা এগিয়ে এসেছে। সমস্যা মেটাতে একাধিক শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে, রাজনৈতিক দলগুলিরও এক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।' সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার মেন্টর গ্রুপের সদস্য তপনউদয় সরকার জানালেন, দুটি শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিবিরের সংখ্যা বাড়াতে বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নির্ভয়।। আলিপুরদুয়ারের চালনিপাক গ্রামে ছবিটি তুলেছেন রাজু রায়।

একাধিক তরুণীকে ফাঁদে, ধৃত তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে কোনও তরুণীর কাছ থেকে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। আবার কোনও তরুণীর কাছ থেকে স্কুটার নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। এমন একের পর এক অভিযোগ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের বিভিন্ন থানায় দায়ের হলেও কিছুতেই অভিযুক্ত তরুণকে হাতের নাগালে পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে শেষমেশ এক তরুণীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার হলেন রোহিত গুপ্ত নামে ওই তরুণ।

মঙ্গলবার রাতে এক তরুণী ওই তরুণের বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তিনি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ করেন। তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতেই মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার হন ওই তরুণ। ধৃতের বাড়ি মাটিগাড়া থানার কুটিমিল এলাকায়। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাটিগাড়া বাজার এলাকায় ধৃতের বাবার একটি দোকান রয়েছে।

- গত দেড় বছরে লুকিয়ে একের পর এক কাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছিলেন মাটিগাড়ার এক তরুণ
- ওই তরুণের বিরুদ্ধে এক তরুণীর স্কুটার বন্ধক দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে
- আরেক তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ

সেই দোকানের দেখভালের কাজ করতেন ওই তরুণ। যদিও গত দেড় বছরে পুলিশের নজর এড়াতে লুকিয়ে একের পর এক কাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছিলেন ওই তরুণ। এক তরুণীর স্কুটার বন্ধক দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় পুলিশের কাছে ওই তরুণের নাম প্রথম আসে। প্রধাননগর থানায় ওই অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।

প্রায় বছরখানেক আগে আরেক তরুণী লিখিত অভিযোগপত্র নিয়ে মাটিগাড়া থানায় আসেন। তিনি অভিযোগ করেন, ওই তরুণের সঙ্গে তিনি প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। হঠাৎ একদিন ওই প্রেমিক তরুণীর সোনার গয়না নিয়ে উধাও হয়ে যান। তারপর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার রাতে অবশেষে ওই তরুণের খোঁজ পাওয়া গেল। তবে যুক্ত হল আরও এক তরুণীর সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ। ওই তরুণীর অভিযোগ, 'গত কয়েকমাস ধরে সম্পর্ক ছিল। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাস করেছিল। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে চাপ দিতেই উধাও হয়ে যায়।' পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে পুলিশ হেপাজতে এনে বাকি দুই মামলার তদন্তও করা হবে।

নাবালক ও নাবালিকা উদ্ধার

নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ১ এপ্রিল : অপহরণের অভিযোগ দায়ের পর উদ্ধার হল নাবালক। মাটিগাড়ায় ঘোরাঘুরি করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান অভিযুক্ত তরুণ। এদিকে, আরেক নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।

প্রথম ঘটনার সূত্রপাত গত ৩০ মার্চ নকশালবাড়ি থানার একটি এলাকায়। ওইদিন স্কুলের পোশাক পরে বাড়ি থেকে বের হয় ১৩ বছরের ওই নাবালক। সারাদিন পেরিয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় স্কুলে ফোন করেন তার মা। কিন্তু স্কুল থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সেদিন স্কুলেই যায়নি ওই ছাত্র। এরপরেই ৩১ মার্চ নকশালবাড়ি থানায় বিশাল রাই নামে এক তরুণের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। নাবালকের মা অভিযোগে জানিয়েছেন, ওই তরুণের সঙ্গে তাঁর ছেলের বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু সোমবার স্কুলে যাওয়ার আগে ছেলেকে ওই তরুণের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন বাবা। সেদিনই নিখোঁজ হয়ে যায় ছেলে। এরপর ওই তরুণের নামে ছেলেকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন নাবালকের বাবা। বুধবার নকশালবাড়ি থানায় ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। নাবালককে উদ্ধারের দাবিতে পুলিশকে ডেপুটেশন দেন তাঁরা।

অভিযোগ দায়ের হতেই ড্রোন দিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। নিরপানিবস্তিতে ওই ছাত্রের স্কুলব্যাগ উদ্ধার হয়। সোমবার ওই নাবালক ও অভিযুক্ত তরুণকে একসঙ্গে মাটিগাড়াতে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন বাসিন্দারা। দুজনকেই আটক করে থানায় আনে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওই তরুণকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ওই তরুণ অসমের বাসিন্দা।

অন্যদিকে, বুধবার মালবাজার থেকে ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। সে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর এলাকার বাসিন্দা। গত মাসের ২২ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিল ওই নাবালিকা।

১০ আসনে প্রার্থী কংগ্রেসের

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : সবার পরে, গত রবিবার প্রথম প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস। আর দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকা তারা ঘোষণা করল বুধবার রাতে। এদিন ১০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তারা। তার মধ্যে ৩টি আসন উত্তরবঙ্গের। চমক রয়েছে গাজোলে। সেখানে পূর্বঘোষিত প্রার্থী সঞ্জয় সরকারকে বদলে দিয়ে প্রেম চৌধুরীকে টিকিট দিল দল। এছাড়া আলিপুরদুয়ারে মৃন্ময় সরকার, ইসলামপুরে গুড্ডি রিয়াজ, ফরাক্কায় মহম্মদ মহতাব শেখ, সাগরদিঘিতে মনোজ চক্রবর্তী, বেলডাঙ্গায় মহম্মদ শাহরুদ্দিন শেখ, বাদুড়িয়ায় কাজি আবদুর রহিম, অশোকনগরে অংশুমান রায়, শ্রীরামপুরে শুভঙ্কর সরকার ও পটাশপুরে প্রণবকুমার মহাপাত্রকে টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস।

মিছিল

চোপড়া, ১ এপ্রিল : সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বুধবার বিকেলে দাসপাড়া বাজার এলাকায় এসআইআর-এ হয়রানির অভিযোগে একটি প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন বিচারাধীন এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ভুক্তভোগীদের অনেকে। এদিনের কর্মসূচিতে সিপিএম প্রার্থী মকলেশ্বর রহমান সহ স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির বৈঠকে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পার্থ আর বলতে চাননি। পালটা যুক্তি দেন, হিন্দিতে বলতে গেলে নাকি এলোমেলো হতে পারে। এই আশঙ্কায় হিন্দিতে তাঁর আপত্তি।

পার্থকে হিন্দিতে বলায় জোর করায় সরব হন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ নেতা রঞ্জিত বিশ্বাস। তাঁর অভিযোগ, হিন্দিতে বলতে না চাওয়ায় জেলার নেতা দীনেশ সিং চাপ দিতে থাকেন। রঞ্জিত বক্তব্য রাখার সময় মন্তব্য করেন, তিনি বাঙালি বলে গর্ববোধ করেন। তাতে হাততালি পড়ে বৈঠকে।

সূত্রের খবর, পার্থ বক্তব্য রাখার সময় সভায় হিন্দিভাষী জেলা নেতারা আপত্তি তোলেন। কেন পার্থ হিন্দিভাষী নেতাদের সামনে হিন্দিতে বলবেন না, এমন প্রশ্নও তোলেন। এতেই বৈঠকের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। উত্তেজনা প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়।

রঞ্জিতের দাবি, তিনি ১৯৯২ সাল থেকে বিজেপি করেন। একসময় বিজেপি বাঙালির দল বলে তোপ দাগা হত। কিন্তু বর্তমানে বিজেপিকে অবাঙালিদের দল হিসাবে তোপ দাগা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'অবাঙালিদের দলে রেখে একসময় বিজেপি শুধু বাঙালিদের দল নয় এমন চিত্র তুলে ধরা হত। এখন হিন্দি বলতে বলার মধ্যে অবাঙালি রাজত্বের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। এমন মানা যায় না। তাই আপত্তি করেছি। বৈঠকে এক অবাঙালি নেতার সঙ্গে ঝামেলা বাধে।'

যাঁকে নিয়ে গোলমাল সেই দীনেশের বক্তব্য, 'আমি কিছু বলিনি। কিন্তু তারপরও আমার ওপর চড়াও হয়ে নানা কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা বোঝেন। কিন্তু হিন্দিতে বললে হয়তো বেশি ভালো বুঝতে পারতেন, সেই আবেদন করেছেন দলের এক নেতা।'

এদিন জেলা নেতাদের অনেকেই ভোটের প্রচারে পোস্টার পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলেছেন। অনেককে বুথে খরচের জন্য কম টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগ তুললে জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল মানতে চাননি। তিনি বৈঠক থেকে বেরিয়ে যান।

বৈঠকে ছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী অনিন্দিতা পাল। তিনি বলেন, 'দলীয় বৈঠকে এসব নিজেদের মধ্যে হয়েছে। পরিবার বড় হলে যা হয়। সব ঠিক আছে।'

দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'বিজেপি বাঙালিদের কথায় গুরুত্ব দেয় না। অবাঙালিদের নিয়ে রাজনীতি করতে চায়। এটা বাংলা ও বাঙালির অস্মিতাকে আঘাত করে।'

ধর্মের জয় চাইলেন শিখা

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল : তিন প্রার্থীর গলায় বড়মাপের রজনীগন্ধার মালা। তাঁদের ঠিক পেছনেই বাজছে ব্যান্ডপার্টি এবং ঢাকঢোল। তিনজনকে ঘিরে রয়েছে হাজার হাজার মানুষ। প্রত্যেকের মুখেই 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান। বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ জলপাইগুড়ি শহরের নেতাজিপাড়া মাঠ থেকে ঠিক এভাবেই শুরু হয় জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মিছিল। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার আগে ইস্টার্ন বাইপাসের ঢাকেশ্বরী কালী মন্দিরে মায়ের পুজো দেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়। সকাল সকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে মায়ের কাছে 'ধর্মের জয়' চান তিনি। তাঁর সঙ্গে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার, বিজেপি নেতা মানিক অরোরা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। পুজোর পর দলের মহিলা কর্মীদের সঙ্গে কোলাকুলি সেরে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি রওনা দেন।

মনোনয়নপত্র দিতে যাওয়ার পথে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'এবারও আমি জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত। আমার বিধানসভার মানুষ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। এর থেকে বড় পাওনা আর কিছু হতে পারে না।'

পুলিশ সার্ভিস সেলের প্রস্তাব

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বেশকিছু দিন ধরে ফাঁকা থাকা ডিসিপি (ইস্ট) ও ডিসিপি (ওয়েস্ট) পদে পুলিশকর্তাকে বদলি করে নিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকারের পুলিশ সার্ভিস সেলের তরফে চিফ ইলেক্ট্রোরাল অফিসারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হল। এদিন একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি সামনে আনা হয়েছে। ডিসিপি (ইস্ট) পদে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার থাকা রানা মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য সিআইডি-র স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্যামল সামন্তকে ডিসিপি (ওয়েস্ট) পদে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ডিসিপি (ইস্ট) পদ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সামলাচ্ছিলেন ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার। ডিসিপি (ওয়েস্ট) পদ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সামলাচ্ছিলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে ডিসিপি (ওয়েস্ট) পদ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবেই সামলানো হচ্ছিল।

বৈঠক

চোপড়া, ১ এপ্রিল : ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার বিকালে দলীয় কার্যালয়ে চোপড়া বিধানসভা এলাকার দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বকে নিয়ে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে ৪ এপ্রিল প্রার্থীর মনোনয়ন প্রক্রিয়া এবং এলাকাভিত্তিক নির্বাচনি কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি অশোক রায়, ব্লক সভাপতি মহম্মদ মশিরউদ্দিন এবং দলীয় প্রার্থী জাকির আবেদিন প্রমুখ।

পথ দুর্ঘটনা

চোপড়া, ১ এপ্রিল : চোপড়ার রাঙ্গাগছ এলাকায় জাতীয় সড়কে বুধবার সকালে দুটি মোটরবাইকের সংঘর্ষে ৩ জন জখম হন। তাঁদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার সময় একটি বাইক অপর একটি বাইককে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়। তাতেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বাইক দুটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। একটি বাইকের দুই আরোহী ও অপর একটি বাইকের একজন মিলে মোট তিনজন জখম হয়েছেন।

চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হালে ক্ষোভ এলাকায়

অন্তঃসত্ত্বাদের রেফার

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১ এপ্রিল : অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করতে এসে রেফারের নিদান শুনে মুষড়ে পড়লেন সাবিনা খাতুন। হাতে টাকা নেই, স্বামী-জামাই দুজনেই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করছেন। ঘোর বিপদের সময় কেউ পাশে নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেটের সামনে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন তিনি। পাশ দিয়ে অনেকেই গেলেন, কিন্তু কেউ খোঁজ নিলেন না। শেষমেশ টোটো ধরে মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে ছুটলেন কিশনগঞ্জ মেডিকেলে।

একই দিনে সেথোর এলাকার বাসিন্দা খতিজা খাতুনও অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে তাঁকেও রেফার করে দেওয়া হয়। ফলে গোটা পরিবার বিপাকে পড়ে। শুধু খতিজা নন, মালতী হেমব্রম ও তাপসী সিংহকেও একইভাবে রেফার করা হয়েছে। তাপসী সিংহের স্বামী নরেশচন্দ্র সিংহ ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'অনেকদিন ধরে শুনছি চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিজারিয়ান সেকশন চালু হবে। অন্তঃসত্ত্বাদের আর রেফার করা হবে না। অস্ত্রোপচারের সব সরঞ্জাম এসে গিয়েছে বলেও শুনেছি। একের পর এক নির্বাচন এল, নেতা-মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু কিছুই হল না। সাধারণ মানুষের এই হয়রানি কবে বন্ধ হবে, জানি না।'

- ১৮ বছর পরও চিকিৎসকের ঘাটতি মেটেনি
- যেখানে ১৫ জন চিকিৎসকের প্রয়োজন, সেখানে মাত্র ৫ জন চিকিৎসককে দিয়ে পরিষেবা চলছে
- সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন বিএমওএইচ

> একের পর এক নির্বাচন এল, নেতা-মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু কিছুই হল না। মানুষের এই হয়রানি কবে বন্ধ হবে, জানি না।
>
> **নরেশচন্দ্র সিংহ**
> রোগীর স্বামী

চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ২০০৮ সালে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত হয়। এরপর ১৮ বছর কেটে গেলেও আজও মেটেনি চিকিৎসকের ঘাটতি। এলাকার ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ এর ওপর নির্ভরশীল।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ তো দূরের কথা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসকই নিয়োগ করা হয়নি। যেখানে ১৫ জন চিকিৎসকের প্রয়োজন, সেখানে মাত্র ৫ জন চিকিৎসককে দিয়ে পরিষেবা কীভাবে ভালো হতে পারে, প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আবদুল হান্নান। বাড়ির পাশে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকার ফলে রোগীদের একটু সমস্যা হলে সবার আগে এগিয়ে আসেন তিনি। এদিন রেফার নিয়ে রোগীর আত্মীয়দের ক্ষোভের কথা শুনছিলেন। তাঁর কাছে এগিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিত্তিস্থাপনের জন্য আমরা নিঃস্বার্থে জমি দান করেছিলাম। দীর্ঘদিন লড়াইয়ের পর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়। কিন্তু এর সুবিধা থেকে আজও বঞ্চিত এলাকার সাধারণ মানুষ। প্রতিদিন রেফার করা হয়।'

চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা এবারের কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর বলছেন, 'বাম আমলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা যেটুকু টিকে ছিল, তৃণমূলের আমলে সেটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সিজারিয়ান সেকশন চালুর গল্প অনেকদিন চলছে।'

চাকুলিয়ার বিজেপি প্রার্থী মনোজ জৈন বলছেন, 'আমরা ক্ষমতায় এলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।' যদিও চাকুলিয়ার বিদায়ি বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিনহাজুল আরফিন আজাদ বলছেন, 'আমরা সাধারণ মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কোনওদিন দিই না। সিজারিয়ান সেকশন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। ব্লাড ব্যাংকের ইউনিট খোলার ছাড়পত্র, অপারেশন থিয়েটারের ব্যবস্থা, সরঞ্জামগুলি ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। সিজারিয়ান সেকশন চালুর সমস্ত নথিপত্র স্বাস্থ্য ভবনে জমা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবন সবুজ সংকেত দিয়েছে। খুব শীঘ্রই চালু হবে আমরা আশাবাদী।'

এ বিষয়ে বিএমওএইচ আব্দুর রশিদ বলছেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিজারিয়ান সেকশন চালু করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অপারেশন থিয়েটার ও সরঞ্জাম বর্তমানে মজুত আছে। বাকি সমস্যা দূর করার জন্য প্রশাসনিক মহলে আলোচনা চলছে।'

বিজিপিএম-এর দুই প্রার্থী কোটিপতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটে পাহাড়ে শাসকদলের দুই প্রার্থীই কোটিপতি। সম্পত্তির দিক দিয়ে কার্সিয়াংয়ের প্রার্থী অমর লামাকে টেক্কা দিয়েছেন কালিম্পংয়ের প্রার্থী রুদেন সাদা লেপচা। এই দুজনই এবারের নির্বাচনে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) প্রতীকে লড়ছেন। দার্জিলিং আসনের প্রার্থী বিজয়কুমার রাই বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র পেশ করবেন। বিজিপিএমের সভাপতি অনীত থাপা জানিয়েছেন, এবারের নির্বাচনে পাহাড়ের তিনটি আসনেই দলের প্রার্থীরা 'টর্চ লাইট' প্রতীকে লড়বেন।

বুধবার কালিম্পং এবং কার্সিয়াং কেন্দ্রের বিজিপিএম প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। আইন মেনে মনোনয়নপত্র পেশের সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে হলফনামা দিয়ে সম্পত্তির হিসাব দিতে হয়। সেই হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, কালিম্পংয়ের প্রার্থী রুদেন সাদা লেপচা এবং তাঁর স্ত্রী, সন্তানের স্থাবর অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৯৮ টাকা।

কালিম্পংয়ের প্রার্থীর হলফনামা অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে আয়কর বিভাগকে বার্ষিক আয় ১৮ লক্ষ ১২ হাজার ১৭৩ টাকা দেখিয়েছিলেন। একই অর্থবর্ষে তাঁর স্ত্রী শশী লেপচার আয় দেখানো হয়েছে, ২০ লক্ষ ১০ হাজার ১৪০ টাকা। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে রুদেন সাদা লেপচার আয় দেখানো হয়েছে, ৩৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮১০ টাকা। তাঁর স্ত্রী শশী লেপচার আয় দেখানো হয়েছে, ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩১০ টাকা। রুদেনের হাতে নগদ রয়েছে ৪৫ হাজার টাকা। তাঁর স্ত্রীর হাতে রয়েছে ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। রুদেনের নামে ট্রাক, টিপার, নিজের ব্যবহারের গাড়ি সহ মোট ১০টি গাড়ি এবং তাঁর স্ত্রীর নামে তিনটি বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে। প্রার্থীর কাছে ৮৮ গ্রাম সোনা রয়েছে। যার বাজারমূল্য ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৩৫ টাকা। তাঁর স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত সোনার পরিমাণ ৪৪ গ্রাম। যার বাজারমূল্য ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৮০ টাকা। স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে স্ত্রীর নামে বেশকিছু কৃষিজমি রয়েছে। রুদেনের নামে রেলির বাড়ি সহ আরও কয়েকটি জায়গায় বসতবাড়ি রয়েছে। রুদেনের নামে কলকাতা হাইকোর্ট, দার্জলিং জেলা আদালত সহ বিভিন্ন জায়গায় মামলা রয়েছে। তবে, তিনি কোনও মামলায় সাজাপ্রাপ্ত নন বলে হলফনামায় লিখেছেন।

এদিকে কার্সিয়াংয়ের প্রার্থী তথা বিজিপিএমের সাধারণ সম্পাদক অমর লামা ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে তাঁর আয় দেখিয়েছেন ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৯০ টাকা। ওই অর্থবর্ষেই তাঁর স্ত্রীর আয় ছিল, ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৬০ টাকা। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে অমর লামার আয় দেখানো হয়েছে, ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৫০ টাকা। ওই অর্থবর্ষে তাঁর স্ত্রীর ১ লক্ষ ৮১ হাজার ২১০ টাকা আয় দেখানো হয়েছে। অমর লামা এবং তাঁর স্ত্রীর হাতে নগদ ৫০ হাজার টাকা করে আছে বলে হলফনামায় লেখা হয়েছে। প্রার্থীর হাতে ১০ গ্রাম সোনা রয়েছে, যার বাজারমূল্য এক লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। তাঁর স্ত্রীর কাছে ৩২০ গ্রাম সোনা রয়েছে। যার বাজারমূল্য ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। প্রার্থীর নামে ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মূল্যের একটি বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে। স্থাবর সম্পত্তিতে অমর লামার নামে বাগডোগরা, মাটিগাড়ার পাশাপাশি পাহাড়েও বসতবাড়ি দেখানো হয়েছে।

কার্সিয়াংয়ে প্রার্থী অমর লামাকে নিয়ে মিছিল বিজিপিএম কর্মীদের। বুধবার।

চা বাগানকে ইস্যু করবে সিপিএম

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বন্ধ চা বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি মাসিক ১৮ হাজার টাকা দেওয়া, পরিবেশ রক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ইস্যুগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে পাহাড়ে নির্বাচনি প্রচার করবে সিপিএম। আসন্ন বিধানসভা ভোটে পাহাড়ে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এখনও পর্যন্ত শুধু কার্সিয়াং বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বামেরা। বাকি দুটো বিধানসভা কেন্দ্র দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বামেরা নিজেরা লড়বে, না অন্য কোনও দলের সঙ্গে জোট করবে, সেসম্পর্কে এখনও কিছু জানায়নি। কার্সিয়াং কেন্দ্রে তাঁর নাম ঘোষণা হলেও প্রচার শুরু করেননি প্রার্থী উত্তম শর্মা।

উত্তরবঙ্গে সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও কি এককভাবে লড়বে বামেরা, না জোট করবে, তা নিয়ে প্রথম থেকেই জল্পনা ছিল। সম্প্রতি বামেদের তরফে কার্সিয়াংয়ের প্রার্থী হিসেবে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য তথা কৃষকসভার সহ সম্পাদক উত্তম শর্মার নাম ঘোষণা করা হয়। উত্তম বলছেন, 'মুন্ডা চা বাগান বন্ধ রয়েছে। পানিঘাটা চা বাগান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে কয়েকদিন আগেই খুলেছে। স্থানীয় মানুষের সমস্যা নিয়ে আমি লড়াইয়ের ময়দানে নামব। ৫ এপ্রিল মিরিক থেকে নির্বাচনি প্রচার শুরু হবে।' ৬ এপ্রিল তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। কার্সিয়াংয়ে সিপিএম লড়াই করলেও পাহাড়ের বাকি দুটো বিধানসভা কেন্দ্রে জোট হবে না বামেরা একাই লড়বে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক।

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ফিরোজা বেগম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিশ্বাস কলোনিতে অভিযান চালায় পুলিশ। ওই মহিলার বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি সীমান্তের গ্রামে

জনতার কণ্ঠ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১ এপ্রিল : মানগছ, গোয়ালগছ, ফকিরগছ, নিকরগছ এবং রাখালগছ, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই গ্রামগুলিতে আজও উন্নয়নের আলো পৌঁছায়নি। মহানন্দা পাড়ের এই সব গ্রামের বাসিন্দাদের জীবন কাটছে নানা বঞ্চনার মধ্যে দিয়েই। পরিস্রুত পানীয় জল এখনও গ্রামবাসীদের কাছে যেন স্বপ্ন। গ্রামীণ এলাকার রাস্তাগুলির অবস্থা ভয়ংকর। চলাচল করাই দায়। এলাকায় কোনও হাইস্কুলও নেই। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোট এলেই রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভোট মিটে গেলে আর কারও দেখা মেলে না। ভোটের মুখে এই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন। তবে এবারও বিধানসভা ভোটের মুখে প্রতিশ্রুতি দিতে কার্পণ্য করছেন না বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির প্রধান সমস্যা পানীয় জল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। মানগছ গ্রামের বাসিন্দা দীপু সিংহের কথায়, 'এই সীমান্ত এলাকাগুলিতে উন্নয়নের ছোঁয়া সেভাবে লাগেনি। মানগছে জলের প্রকল্প নেই। প্রধান রাস্তাটিও বেহাল, নেই পাকা শ্মশান। এমনকি সোলার পথবাতিও বসেনি।'

নিকরগছে সোলার জলের প্রকল্প আছে তবে তা পর্যাপ্ত নয়। রাখালগছে পর্যাপ্ত আলো নেই, কারণ পথবাতি সব জায়গায় বসেনি। গোয়ালগছে আবার জলের প্রকল্পই নেই। ফকিরগছে আগে সোলার লাইট জ্বলত, এখন তা বিকল। সোলার জলের প্রকল্পটিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। ফকিরগছ গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ সফির বলছেন, 'কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে আমাদের অনেকের জমি রয়েছে। কিন্তু সেখানে নিজেদের জমিতে চাষের কাজে যেতে হলেও বিএসএফের কাছ থেকে অনুমতির প্রয়োজন হয়। ফলে অনেক সময়েই সমস্যায় পড়তে হয়।' তাঁর সংযোজন, 'আজও বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছায়নি। গ্রামের সব জায়গায় এখনও সোলার পথবাতি বসেনি এবং রাস্তাগুলিও পাকা হয়নি।'

সীমান্তের কাঁটাতারের পাশেই গ্রাম।

সীমান্ত এলাকায় জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কড়াকড়ি বাড়ায় এলাকার সাধারণ মানুষের যাতায়াতেও সমস্যা হচ্ছে। সফিনা খাতুন নামে এক বৃদ্ধা বললেন, 'আগে সীমান্তে বিএসএফের এত কড়াকড়ি ছিল না। এখন পরিস্থিতির অনেক বদল হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'এখন সীমান্তের মূল রাস্তাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ইদানীং নতুন করে কাঁটাতারের কাজ চলায় সীমান্তের রাস্তা দিয়ে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।'

আবার সকিনা বেগম নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'এখানকার বাচ্চাদের হাইস্কুলে পড়াশোনার জন্য ৬-৭ কিলোমিটার দূরে ফাঁসিদেওয়া বা চটহাটে যেতে হয়। যাতায়াত ব্যবস্থাও ভালো নেই। এলাকায় অন্তত একটি হাইস্কুল স্থাপন করা হোক।'

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা বলছেন, 'ওখানে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। আমরা জিতলে সোলার লাইট সহ সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রাখা হবে।'

বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'শুধু সীমান্ত নয়, গোটা রাজ্যেই উন্নয়ন হয়নি। সরকারে এসেই আমরা সীমান্তের এই সব গ্রামে উন্নয়নে জোর দেব। পাশাপাশি শিক্ষায় জোর দিতে হাইস্কুল গড়ে তোলা যায় কি না সে বিষয়েও গুরুত্ব দিয়ে নজর দেওয়া হবে।'

হেপাজতে রুইয়া

ধৃত শিল্পপতি পবন রুইয়াকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল নিম্ন আদালত। এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হয়। ৮ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি। তাঁর বিরুদ্ধে ৬০০ কোটির প্রতারণার অভিযোগ।

সাঁতারে সমস্যা

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে বিশ্বব্যাপী সংকট রাসায়নিকের। সরবরাহ কমেছে ক্লোরিনের। ফলে দক্ষিণ কলকাতার একাধিক সুইমিংপুলের জল পরিশোধনে সমস্যা। আশঙ্কা প্রকাশ কর্তৃপক্ষের।

রক্তাক্ত দেহ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার মৌখালি থেকে উদ্ধার তরুণের রক্তাক্ত দেহ। স্থানীয় বাসিন্দারা বুধবার সকালে ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাড়বে তাপমাত্রা

দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির দাপট শেষ। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা বাড়তে পারে ৪-৬ ডিগ্রি। বাড়বে আর্দ্রতা। ফলে কলকাতা সহ ৮ জেলায় অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সতর্কতা জারি।

ফর্ম-৬ জটে কমিশনের বিরুদ্ধে একজোট শাসক-বিরোধী

কলকাতা, ১ এপ্রিল : ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নাম তোলাকে ঘিরে কমিশনের সঙ্গে শাসক দলের সংঘাত আর তীব্র হল। এব্যাপারে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের অভিযোগকে সরাসরি ভুয়ো মন্তব্য বলে খারিজ করা হয়েছে। তাঁকে সতর্ক করে কমিশন বলেছে, মানুষকে বিভ্রান্ত করা কোনও দায়িত্বশীল সাংসদের কাজ নয়। সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'কিছু লোক অযথা বিতর্ক তৈরি করছেন। সরকারি অফিসে বসে আমি কোনও গেম খেলতে পারি না।' যদিও তাতে দমবার পাত্র নয় তৃণমূল।

তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পর এবার ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে বহিরাগতদের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে বিজেপি। এদিনও সেই রাজনৈতিক চাপানউতরে দাড়ি পড়েনি। বিদায়ী মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন সাংবাদিক সম্মেলন করে ফের কমিশনের বিরুদ্ধে এদিন তোপ দেগেছেন। অভিযোগ, বিহার, মহারাষ্ট্রের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকে ভুয়ো ভোটার এনে বাংলার ভোটে জিততে চাইছে গেরুয়া শিবির। এব্যাপারে একাধিক নথি সামনে আনেন ডেরেক। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মহুয়া অভিযোগ করেন, 'জুডিশিয়াল শুনানিতে যাঁদের নাম বাদ যাচ্ছে, ফর্ম-৬-এর মাধ্যমে তাঁদের নাম ঢোকানো যাবে না।' মহুয়ার এই মন্তব্যকে ভুয়ো অভিযোগ বলে পালটা সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দেয় কমিশন। তারই জবাবে এদিন কমিশনকে নিশানা করে ব্রাত্য বসু বলেন, 'কমিশন টুইট করতেই ব্যস্ত। অথচ গাদা গাদা ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা চলছে।'

এদিকে এদিন সকালে নিজের দপ্তরে ঢোকার মুখে তৃণমূল ও এসইউসির জোড়া বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় সিইওকে। যদিও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তায় মুড়ে তাঁকে অন্য গেট দিয়ে নিরাপদে দপ্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই সিইও দপ্তরের সামনে রাস্তায় লাগানো হয় সিসি টিভি। ১৬৩ ধারা জারি করা হয় এলাকায়। স্ট্র্যান্ড রোড, বাবুঘাট ও ডালহৌসির দিকের বিস্তীর্ণ এলাকা গার্ড রেল দিয়ে ঘিরে দেয় পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে বেলেঘাটার এক তৃণমূল কাউন্সিলারের নেতৃত্বে মধ্যরাত্রী পর্যন্ত বিক্ষোভের জেরে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মোতায়েন করতে হয় ওই এলাকায়। এরপরই কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও ডিজিকে কড়া বার্তা দেয় কমিশন। তারপরই এদিন সিইও দপ্তরের সামনে ১৬৩ ধারা (সাবেক ১৪৪) কার্যকর করে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। তার জেরে পুলিশ কমিশনার ও ডিজিকে সতর্ক করে কমিশন।

এদিনও ফর্ম-৬ জমা প্রসঙ্গে সিইও বলেছেন, বিচারাধীনদের তালিকা থেকে যা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি সেব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টই শেষকথা বলবে। ৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে আবার শুনানি আছে। সেদিন তা স্পষ্ট হতে পারে। তবে ইতিমধ্যে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা থেকে যে নাম বাদ গিয়েছে তাঁরা আবেদন করতেই পারেন। কিন্তু ফর্ম-৬ কেবলমাত্র ১৮ বছর উত্তীর্ণ নতুন ভোটারদের জন্য। যাঁদের ঠিকানা পরিবর্তন নিয়ে কোনও সমস্যা আছে তাঁরা আবেদনের সঙ্গে ফর্ম-৬ জুড়ে আবেদন করবেন। তবে প্রথম দফার ভোটের জন্য ২৭ মার্চ পর্যন্ত যেসব ফর্ম-৬ পাওয়া গিয়েছে তা নিষ্পত্তি করে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ হবে। একইভাবে দ্বিতীয় দফায় ভোটের জন্য ৩০ মার্চ পর্যন্ত যেসব ফর্ম-৬ জমা পড়েছে তার নিষ্পত্তি করে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। এরপর জমা পড়া ফর্ম-৬ নিষ্পত্তি হলেও তা চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তোলা সম্ভব নয়।

ডিএ-র বিজ্ঞপ্তি অধরা

আশ্বাসই সার, ফের ক্ষোভ সরকারি কর্মচারীদের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ এপ্রিল : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ পাওয়া নিয়ে বুধবারও জট পুরোপুরি কাটল না। এমনকি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সহ পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ পাওয়ার বিষয়টিও প্রায় বিশবাঁও জলে। তাঁদের নিয়ে এদিন নবান্নে অর্থ দপ্তরের বৈঠকে এ ব্যাপারে আশার আলো দেখা যায়নি। স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তর তাঁদের ব্যাপারে পুরো তথ্য নবান্নের হাতে তুলে দিতে পারেনি।

পয়লা এপ্রিল কি তবে সরকারি কর্মচারীদের জন্য 'এপ্রিল ফুল' হয়েই থাকল? রাজ্য সরকারি কর্মীদের বাড়তি ৪ শতাংশ ডিএ দেওয়ার কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করল না নবান্ন। ফলে ৫ ফেব্রুয়ারি বাজেটে ঘটা করে ঘোষিত সেই মহার্ঘভাতা পাওয়া নিয়ে নতুন করে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

শুধু ডিএ নয়, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং পেনশনভোগীদের বকেয়া পাওনা মেটানো নিয়েও বুধবার নবান্নে কোনও 'আলো' দেখা যায়নি।

বাজেটে ঘোষণা হয়েছিল, ১ এপ্রিল থেকেই কার্যকর হবে বাড়তি ৪ শতাংশ ডিএ। এর ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ-র পরিমাণ ২২ শতাংশে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু বুধবার দিনভর অর্থ দপ্তরের কোনও নির্দেশিকাই সামনে আসেনি। কেন এই গড়িমসি? কেন নবান্ন মুখে কুলুপ এঁটেছে? এই প্রশ্নই এখন সরকারি অলিন্দে ঘুরপাক খাচ্ছে। কর্মচারীদের একাংশের মতে, টাকা দেওয়ার নাম করে স্রেফ সময় নষ্ট করছে প্রশাসন।

অন্যদিকে, শিক্ষক ও পুর-পঞ্চায়েত কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র অবস্থাও করুণ। সূত্রের খবর, স্কুল শিক্ষা দপ্তর সহ একাধিক দপ্তর এখনও কর্মীদের বকেয়ার পূর্ণাঙ্গ তথ্য নবান্নকে দিতে পারেনি। অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিত্র তথ্য দ্রুত পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশ দিলেও, ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, হিসাবের যা জটিলতা, তাতে নিকট ভবিষ্যতে এই টাকা হাতে পাওয়া কার্যত অসম্ভব।

নবান্নের শীর্ষ কর্তারা অবশ্য বরাবরের মতোই বলছেন, 'দেরি হলেও পাওনা মিটে যাবে।'

কর্মচারী সংগঠনগুলি কিন্তু এই মিষ্টি কথায় ভুলছে না। তাদের সাফ কথা, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও নবান্ন টাকা মেটানো নিয়ে 'কৌশল' করছে। কোথাও পাওনার অর্ধেকও নগদে মিলছে না, তা চলে যাচ্ছে কর্মীদের জিপিএফ অ্যাকাউন্টে। নবান্নের এই গড়িমসি এবং ১ এপ্রিলের নীরবতা দেখে কর্মচারীরা এখন পালটা আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। সব মিলিয়ে, ডিএ জটে রাজ্য রাজনীতিতে ফের নতুন করে বারুদ জমতে শুরু করেছে।

■ সরকারি কর্মীদের বাড়তি ৪ শতাংশ ডিএ দেওয়ার কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করল না নবান্ন

■ ৫ ফেব্রুয়ারি বাজেটে ঘটা করে ঘোষিত সেই মহার্ঘভাতা পাওয়া নিয়ে নতুন করে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা

■ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং পেনশনভোগীদের বকেয়া পাওনা মেটানো নিয়েও বুধবার নবান্নে কোনও 'আলো' দেখা যায়নি

ইস্টার সানডের আগে নিউমার্কেটের বেকারিতে বিক্রি হচ্ছে ইস্টার এগ। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধে নামার মুখে... বুধবার বীরভূমে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বিজেপির অনুমতি লাগবে নাকি : দেব

দীপেন ঢাং

বড়জোড়া, ১ এপ্রিল : রাম নবমীর দিন তিনি ঘাটালের রাম মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সেখানের মানুষ তাঁকে প্রশ্ন করেন আপনি তৃণমূলের সাংসদ হয়ে কি করে জয় শ্রীরাম বলছেন, রাম মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন জয় শ্রীরাম বলতে বা রাম মন্দিরে পুজো দিতে বিজেপির অনুমতি লাগবে নাকি? বুধবার ঘাটালের তৃণমূল তারকা সাংসদ দেব তথা দীপক অধিকারী বড়জোড়ার দলীয় প্রার্থী গৌতম মিশ্র'র হয়ে নির্বাচনী জনসভা করতে এসে ওই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বিজেপিকে ধর্মীয় ধ্বজাধারি বলে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশ ভয়ঙ্কর বিপদে আছে। শিক্ষা নিয়ে আলোচনা নেই, স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনা নেই,বেকারত্ব দূর করার পরিকল্পনা নেই, শুধু কে কটা মন্দির করবে,কে কটা মসজিদ বানাবে তার প্রতিযোগিতা চলছে।'

আইএসএফ জটে বাম-বিবৃতি

কলকাতা, ১ এপ্রিল : বামফ্রন্ট ও আইএসএফের মধ্যে আসন নিয়ে দড়ি টানাটানির মাঝেই বিবৃতি দিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। কতগুলি আসনে কার সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে এবং কোন রাজনৈতিক দলকে কতগুলি আসন ছাড়া হয়েছে তা জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। আইএসএফের সঙ্গে ৩০টি, সিপিআইএমএল লিবারেশনের সঙ্গে ৮টি আসনে সমঝোতা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি বোঝাপড়া অনুযায়ী বামফ্রন্ট ২৫২টি আসনে লড়াই করছে বলে জানিয়েছেন বিমানবাবু। বিবৃতিতে লেখা রয়েছে, সিপিএম ১৯৫, ফরোয়ার্ড ব্লক ৩০, সিপিআই ১৬, আরএসপি ১৬, আরসিপিআই ১, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক একটি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সোশ্যালিস্ট পার্টিকে ১টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রার্থীদের তিনটি আসনে সমর্থন করছে বামফ্রন্ট। এখনও পর্যন্ত আইএসএফ ৩০টিরও বেশি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে ফেলেছে। ফলে ৩০টির বাইরে যে আসনগুলিতে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে তাতে কাকে সমর্থন করা হবে তা স্পষ্ট করা হয়নি।

রাহুলের মৃত্যুর জেরে পদ ছাড়তে চান লীনা

কলকাতা, ১ এপ্রিল : অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর তিনদিন পর অবশেষে মুখ খুলেছে প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টস মোশন পিকচার্স। এই সংস্থারই ধারাবাহিকের শুটিংয়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। অভিনেতার এই মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে সেই প্রসঙ্গে বুধবার বিবৃতি দিয়েছে এই সংস্থা। ওই সংস্থার ক্রিয়েটিভ হেড লীনা গঙ্গোপাধ্যায় আর মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন থাকতে চান না বলে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাহুল তাদের শুধু সহকর্মী নন, বন্ধু ছিলেন। তাঁদের প্রযোজনা সংস্থা ও প্রোডাকশন টিমের প্রত্যেকেই তদন্তের সাহায্য করবেন। নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে চেয়ার পার্সন পদে না থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন লীনা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে টালিগঞ্জের কলাকুশলীদের একাংশের মধ্যে।

দিঘা কোস্টাল থানার তরফে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানানো হয়েছে, 'স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয়ে তদন্ত চলছে। তবে সমগ্র বিষয়টি দেখছে বালেশ্বর পুলিশ। পরিবারের তরফে এখনও কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি।

কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল, কোথায় গাফিলতি, শুটিংয়ের নিয়মবিধি মানা হয়েছিল কি না, সেই সম্পর্কেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শুটিং করতে গিয়ে জলে ডুবে অভিনেতার মৃত্যু হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের একাংশ দাবি করেছে, রাহুল প্রায় ৪০ মিনিট জলের তলায় ছিলেন। কিন্তু সেই দাবি ভুল। সংস্থার প্রাথমিক অনুমান, এই সময়সীমা ঠিক নয়। প্রত্যক্ষ্যদর্শীদের বিবৃতি অনুযায়ী, রাহুলকে যখন জল থেকে উদ্ধার করা হয়, তখন তিনি জীবিত ছিলেন এবং কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে কোনও চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না। তার পর তাঁকে দিঘার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয়। প্রথমে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পেলে তাঁকে বাঁচানো যেত। সংস্থার তরফে শিল্পী, কলাকুশলী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাহুলের পরিবার, বন্ধু বা আর্টিস্ট ফোরামের মনোনীত কোনও প্রতিনিধিকে পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এমনকি শুটিংয়ের ফুটেজ, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের নথি ও যাবতীয় অনুমতি পত্র সেই প্রতিনিধির সামনে তুলে ধরতেও প্রস্তুত সংস্থা। রাহুলের মৃত্যুর পর সংস্থার তরফে বা ওই ধারাবাহিকের কোনও সহকর্মী, লীনা গঙ্গোপাধ্যায় কেন মুখ খুললেন না, বা পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সংস্থার দাবি, সংস্থার ডিরেক্টর শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাহুলের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কথা বলা সম্ভব হয়নি। জানা গিয়েছে, রাহুলের স্ত্রী অভিনেত্রী প্রিয়াংকা সরকারও এই সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে চলেছেন।

■ বুধবার রাহুলের মৃত্যু নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ধারাবাহিকের প্রযোজনা সংস্থা

■ সেখানে বলা হয়েছে, প্রযোজনা সংস্থা ও প্রোডাকশন টিমের প্রত্যেকে তদন্তে সাহায্য করবেন

■ নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন পদে না থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রার্থী নিয়ে কোন্দলে রণক্ষেত্র বিধানভবন

শুভঙ্করের বিরুদ্ধে সেটিংয়ের অভিযোগ

রিমি শীল

কলকাতা, ১ এপ্রিল : ২০ বছর পর একলা লড়াইয়ের ডাক দিয়ে বাংলায় ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিল বিধান ভবন। কিন্তু ভোট ময়দানে নামার আগেই কার্যত 'গৃহযুদ্ধে'র সাক্ষী থাকল প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দপ্তর। টিকিট কেনাবেচা এবং দুর্নীতির অভিযোগে খোদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কর্মী-সমর্থকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত নামাতে হল কেন্দ্রীয় বাহিনী।

বিক্ষোভের আঁচ এতটাই তীব্র ছিল যে, দু'পক্ষের হাতাহাতিতে এক কংগ্রেস কর্মীর মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। বিক্ষোভকারীদের নিশানায় ছিলেন খোদ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। অভিযোগ উঠেছে, যোগ্য প্রার্থীদের বসিয়ে টাকার বিনিময়ে এমন লোকেদের টিকিট দেওয়া হয়েছে, যাঁদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি, তৃণমূল ও বিজেপির সঙ্গে 'সেটিং' করার গুরুতর অভিযোগও উঠেছে কিছু প্রার্থীর বিরুদ্ধে।

বিক্ষোভের মূলে রয়েছে বালিগঞ্জ, আমতা, ময়না, কাশিপুর-বেলগাছিয়া এবং মেদিনীপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলি। বিশেষ করে বালিগঞ্জের প্রার্থী রোহন মিত্রকে নিয়ে বিতর্ক চরমে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্রের ছেলের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর 'গোপন আঁতাত' রয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ কলকাতার জায়েদ হোসেনকে প্রার্থী করার কথা ছিল। এদিন তিনি বিধান ভবনে ঢুকে রোহনের প্রার্থীপদ বাতিলের দাবি জানানো হয়। বিধান ভবনের গেটে রোহন ও শুভেন্দুর ছবি দেওয়া পোস্টার এবং শুভঙ্কর সরকারের বিরুদ্ধে 'টিকিট চোর' স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান পশ্চিম মেদিনীপুরের কর্মীরা।

বিক্ষুব্ধদের সারিতে দেখা গেল প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্রের মতো বর্ষীয়ান নেতাদেরও। তাঁর অভিযোগ, বারবার প্রদেশ সভাপতিকে সাবধান করা হলেও তিনি কর্ণপাত করেননি। মেদিনীপুর পুরসভার একমাত্র কংগ্রেস কাউন্সিলর মহম্মদ সইফুলও এদিন ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানতে চান, 'প্রদেশ সভাপতির সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। জানতে চাইতাম, প্রার্থী হওয়ার আসল শর্তাবলি কী?' দলেরই সম্পাদক সুমিত্রা নিয়োগীর সাফ কথা, 'যাঁরা কখনও দলের ঝান্ডা ধরেননি, তাঁরা আজ প্রার্থী! সবকিছুই আসলে টাকার খেলা।'

ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। যার আঁচ পড়ল বিধান ভবনেও।

এখনও ১০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা বাকি। তার আগেই খোদ খাসতালুকে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ কংগ্রেসের 'একলা চলো' নীতিকে বড়সড় ধাক্কা দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একদিকে শাসক দল ও প্রধান বিরোধী দলের সঙ্গে লড়াই, অন্যদিকে নিজেদের অন্দরে এই 'সেটিং' বিতর্ক-ভোটের মুখে সব মিলিয়ে চরম অস্বস্তিতে হাত শিবির। জেলার কর্মীদের এই ক্ষোভ নির্বাচনের বাক্সে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার।

ইডি অভিযানে উদ্ধার ১ কোটি

কলকাতা, ১ এপ্রিল : বুধবার ইডির অভিযানে কলকাতায় ১ কোটিরও বেশি টাকা ও অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। সম্প্রতি গোলপার্ক কাণ্ডে রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ি বিধায়ক দেবাশিস কুমারের ঘনিষ্ঠ সোনা পাপ্পুর নাম জড়ায়। এদিন সোনা পাপ্পুর সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকরা। তদন্তে উঠে আসে বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তোলা হত এবং সোনা পাপ্পুর মাধ্যমে তা প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছে যেত। বালিগঞ্জের এক ঠিকাদার সংস্থার অফিস ও তার কর্তার বেহালার বাড়ি থেকে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এই পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

মমতার গড়ে আড়াল থেকে শা'র ছায়াযুদ্ধ!

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ এপ্রিল : খাতায়-কলমে লড়াইটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারীর হলেও, আসল মহড়া কিন্তু হতে চলেছে অমিত শাহ বনাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ঠিক যেন রামায়ণের মেঘনাদ বধের রণকৌশল! ভবানীপুরে শুভেন্দুকে সামনে রেখে পর্দার আড়াল থেকে আসল ঘুঁটি সাজাচ্ছেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই তেজ আর লড়াইয়ের বার্তা দিতেই বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে শুভেন্দুর মনোনয়ন পেশে সশরীরে উপস্থিত থাকছেন অমিত শাহ।

বুধবার রাতেই কলকাতায় পা রেখেছেন শাহ। বৃহস্পতিবার সকালে রাসবিহারীর স্বপন দাশগুপ্ত এবং বালিগঞ্জের শতরূপাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন মিছিলে নামবেন শুভেন্দু। হাজরা মোড়ে সংক্ষিপ্ত সভার পর তিনটি 'রথ' ছোটানো হবে আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ের দিকে। মূল রথে শুভেন্দুর পাশেই থাকবেন শাহ। নন্দীগ্রামে যখন শুভেন্দু লড়ছিলেন, তখন পাশে ছিলেন দিলীপ ঘোষ বা ধর্মেন্দ্র প্রধান। কিন্তু খাস ভবানীপুরে মমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে খোদ শাহের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে বিজেপি এবার চোখে চোখ রেখে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি নয়।

তবে লড়াইয়ের চেয়েও বড় জল্পনা এখন অন্য জায়গায়। ভবানীপুরের অলিতে-গলিতে বুধবার বিকেলে স্লোগান উঠেছে, 'ভবানীপুরে জিতবে যে, মুখ্যমন্ত্রী হবে সে!' প্রচারে আওয়াজ উঠছে, শুভেন্দু অধিকারী আপনাদের ঘরে আসছেন আশীর্বাদ চাইতে। আশীর্বাদ করে ওঁকে নবান্নে পাঠান। অর্থাৎ বকলমে শুভেন্দুকেই কি আগাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরছে বিজেপি? প্রচারে শুভেন্দুকে 'আশীর্বাদ দিয়ে নবান্নে পাঠানোর' ডাক দেওয়া হচ্ছে। এই জল্পনায় অবশ্য জল ঢালতে চেয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, 'বিজেপি আগে থেকে মুখ ঘোষণা করে লড়ে না। ভোটের পর দল ঠিক করবে কে বসবে সিংহাসনে।' শুভেন্দু নিজেও খুব সতর্ক। তাঁর কথায়, '২৯৪ জনের মধ্যে কেউ একজন মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আমরা মোদিজিকে সামনে রেখে লড়ছি। কর্মীদের আবেগ থাকতেই পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবেন মোদিজি।'

২০২১-এর উপনির্বাচনে মমতা ৫৯ হাজার ভোটে জিতলেও, তিন বছরের মাথায় চব্বিশের লোকসভা ভোটের হিসেব কিন্তু অনেক বদলে গিয়েছে। ৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫টিতেই লিড নিয়েছিল বিজেপি। ১৪৯টি বুথে তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ৮ এপ্রিল মনোনয়ন পেশ করবেন। তার এক সপ্তাহ আগেই শাকে পাশে নিয়ে শুভেন্দুর এই 'শো অফ' আসলে শাসক দলকে স্নায়ুর লড়াইয়ে এক ধাপ ব্যাকফুটে ঠেলে দেওয়ার শাহী দাওয়াই। শুভেন্দুর মনোনয়ন পেশের মধ্যে দিয়ে ভবানীপুরের স্নায়ু যুদ্ধে একধাপ এগিয়ে থাকতে চায় বিজেপি। এখন দেখার, ভবানীপুরের রণাঙ্গনে এই 'ছায়াযুদ্ধ' শেষ পর্যন্ত কার পালে হাওয়া টানে।

> **২৯৪ জনের মধ্যে কেউ একজন মুখ্য-মন্ত্রী হবেন। আমরা মোদিজিকে সামনে রেখে লড়ছি। কর্মী-দের আবেগ থাকতেই পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবেন মোদিজি।**
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

দুঃসময়ের পুঁজির ভাবনায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার : মুখ্যমন্ত্রী

বড়ঞা ও নানুর, ১ এপ্রিল : মা-ঠাকুমাদের আঁচলে বাঁধা সামান্য সঞ্চয়ই যে জনপ্রিয় সরকারি প্রকল্পের প্রাণভোমরা, সেটা ঠারেঠোরে জানিয়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন এবং ঠিক কোন পরিস্থিতিতে তাঁর মাথায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো প্রকল্পের ভাবনা এসেছিল, বুধবার মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় এক নির্বাচনি জনসভায় সেই গল্পই শোনান তিনি। মোদি সরকারের নোটবন্দির সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার সাধারণ মানুষের হেঁশেলে যে টান পড়েছিল, তা জানিয়ে মমতা বলেন, 'নোটবন্দির সময় বলেছিলাম মানুষের ক্ষতি হবে। একদিন অভিষেকের মা (লতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ছুটে এসে আমায় বলল, দিদি ৫০০ টাকা দেবে? সব টাকা তো জমা দিয়ে দিতে হবে, বাজার করব কী করে?' নেত্রীর দাবি, মা-বোনেদের সেই দুঃসময়ের পুঁজি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বলেই তিনি পরে এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করেন।

শুধু অভিষেকের মা নন, এক পরিযায়ী শ্রমিকের অভাবের কথাও উঠে আসে তাঁর ভাষণে। মমতা জানান, বেঙ্গালুরু থেকে আসা একটি মেয়ে তাঁর কাছে ২০০ টাকা চেয়েছিল কারণ তার কাছে কোনও নগদ ছিল না। তাঁর কথায়, 'দুঃসময়ে কাজে লাগানোর জন্য সব জমা পুঁজি কেড়ে নিয়েছিল কেন্দ্র। তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আসলে মা-বোনেদের জন্য আমার উপহার।' নিজের ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর নিজেরও একটি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে যেখানে তিনি খুচরো টাকা জমান এবং কালীপুজোর সময় সেই সঞ্চয় থেকে বাড়ির 'মা'-কে কিছু একটা কিনে দেন। ভোটের মুখে ভোটার তালিকা থেকে বড় সংখ্যায় মহিলাদের নাম 'বাদ' যাওয়া নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, তখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন মমতা। বড়ঞার সভা থেকে তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, মা-বোনেদের ঘরের মানুষের ভরসা আদায় করাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

এদিকে এদিনও বড়ঞার সভা শেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হেলিকপ্টারে চেপে নবগ্রামে যেতে ব্যর্থ হন তৃণমূলনেত্রী। শেষমেশ সড়কপথেই নবগ্রামে যান তিনি। এদিনও মহিলাদের রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, 'বাংলা কিন্তু অন্যরকম। যদি মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে কোনওরকম অসম্মান করো, তারা কিন্তু মুখ বুজে থাকবে না। প্রতিবাদ করবে। আপনাদের ওপর হামলা করলে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ান।' জবাবে বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্ররোচনা দিচ্ছেন, হিংসা ছড়াচ্ছেন। মানুষকে সংবিধানের বিরোধিতা করার জন্য বাধ্য করছেন।' মমতা এদিন নবগ্রামের সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'পরের প্রজন্ম তৈরি আছে। বিজেপির বাংলা দখলের স্বপ্ন কখনও পূরণ হবে না।'

বীরভূমের জনসভায় নৃত্যের তালে মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি বীরভূমের নানুরেও জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝির সমর্থনে ওই প্রচারসভায় কেতুগ্রামের বিদায়ী বিধায়ক শেখ শাহনাওয়াজ, বোলপুরের বিদায়ী বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা, রামপুরহাটের বিদায়ী বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, দুবরাজপুরের প্রার্থী নরেশ চন্দ্র বাউড়ী, হাঁসনের প্রার্থী ফয়েজুল হক ওরফে কাজল শেখরা উপস্থিত থাকলেও অনুব্রত মণ্ডল গরহাজির ছিলেন। যদিও তাঁর নাম মমতার মুখে শোনা গিয়েছে। তৃণমূলনেত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'খেলা হবে। দুরন্ত খেলা হবে। বিজেপির সূর্যাস্ত খেলা হবে। বাংলাকে টার্গেট করলে এবার দিল্লী হবে টার্গেট। বিজেপি-কে একেবারে বেলাইন করে দিন। বাংলা ভাষায় কথা বললেই অনুপ্রবেশকারী? অনুপ্রবেশ কোথাও হয়ে থাকলে তার দায় নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা-র।'

কেন্দ্রকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'গতকালও গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। এরপর ভোট হয়ে গেলে গ্যাসও পাবেন না, উনুনে রান্না করতে হবে। বিনা পয়সায় র‍্যাশন দিচ্ছে তৃণমূল সরকার, আর প্রচার করছে বিজেপি। এদের লজ্জা করে না? বোলপুর, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাটি। সেখানে অমর্ত্য সেনের জমি রয়েছে। সেই জমিও কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। জানতে পেরে আমি ছুটে এসেছিলাম।'

মমতা বলেন, 'মনে রাখবেন বিজেপি বক ধার্মিক। আমাদের কাছে কর্মই ধর্ম। ওরা গান্ধিজিকে বর্জন করেছে, আমরা গ্রহণ করেছি। ওরা আমাদের ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে। গান্ধিজির নামও মুছে দিয়েছে প্রকল্প থেকে। ওরা যেদিন বর্জন করেছে, আমরা সেদিনই গ্রহণ করেছি। মহাত্মাশ্রী শুরু করেছি রাজ্যে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ চৈত্র ১৪৩২

গ্যাস-রাজনীতি

ভোট এলেই দলগুলির রঙিন প্রতিশ্রুতি বিলোনোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দানখয়রাতি তো রয়েছেই, তার ওপর চাকরিবাকরি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, এমনকি হাঁস-মুরগি, গোরু-ছাগল বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। তামিলনাড়ুতে টিভি, ফ্রিজ, এসি ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার চলও আছে।

হিন্দুত্বের গরিমা প্রচারে ব্যস্ত বিজেপি এই ধারার বাইরে নয়। তারাও হরেক প্রতিশ্রুতি দেয়। লোকসভা ভোটে একরকম, বিধানসভা ভোটে আরেকরকম। পশ্চিমবঙ্গ সহ আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের জন্য এখন নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশে ব্যস্ত দলটি। অসম ও কেরলে ইস্তাহার প্রকাশ হয়েও গিয়েছে।

অসমে বিজেপিরই সরকার। সেখানে উন্নয়নের নানাবিধ ফিরিস্তির পাশাপাশি লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদের প্রতিকার ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির উল্লেখ আছে দলের ইস্তাহারে। কেরলের রাজনীতিতে বিজেপি প্রান্তিক শক্তি হলেও রাজ্যে প্রথম এইমস, মহিলা এবং দরিদ্রদের জন্য ৩ হাজার টাকা মাসিক পেনশন, গরিব পরিবারগুলিকে আড়াই হাজার টাকার মুদিখানা এবং স্বাস্থ্যবিমা রিচার্জ কার্ডের পাশাপাশি বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

ইরান যুদ্ধের কারণে এখন এলপিজি সংকটে ভুগছে গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে কেরলে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়ার আশ্বাস সস্তার রাজনীতির উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর দল ক্ষমতায় এলে রাজ্যের প্রতিটি গরিব পরিবারকে ওনাম এবং ক্রিসমাসের সময় দুটি করে গ্যাসের সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেবে।

এই মুহূর্তে দেশের আমজনতার কাছে রান্নার গ্যাস একটি অতি সংবেদনশীল বস্তু। টাকাপয়সা, সোনাদানা, ধনসম্পত্তি থাকলেও খাবার ছাড়া মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। রান্নার জন্য ইন্ডাকশন কুকার, মাইক্রোওয়েভ, কেরোসিন স্টোভ কিংবা আদ্যিকালের কাঠকয়লা, ঘুঁটের উনুন থাকলেও মানুষ অভ্যস্ত গ্যাস ব্যবহারে।

গ্রামেগঞ্জে কিছু গেরস্থের রান্নাঘরে কিংবা শহরে কিছু সস্তার হোটেলে উনুনের বন্দোবস্ত আছে বৈকি। কিন্তু বেশিরভাগ স্থানে গ্যাসেই রান্না হয়। যুদ্ধের কারণে মানুষের হেঁশেলে সংকট বাড়ছে। এলপিজি গ্যাসের কোনও সংকট নেই বলে আশ্বাস দেওয়া হলেও সকলে জানেন, যুদ্ধের কারণে রান্নার গ্যাসের সংকট উত্তরোত্তর বাড়বে।

ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ২ হাজার টাকা ছাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর ডোমেস্টিক গ্যাসের দামও অগ্নিমূল্য হবে বলে আশঙ্কায় আছে আমজনতা। কেরলে বিজেপি ঠিক এই আশঙ্কাকেই ব্যবহার করছে। বছরে বিনামূল্যে দুটি সিলিন্ডারের আশ্বাস সাধারণ ভোটারদের মনে একেবারে দাগ কাটতে পারবে না, ভাবা ঠিক নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কেরলে ভোটারদের যদি এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে সর্বভারতীয় শাসকদল, তাহলে সারাদেশে রান্নার গ্যাসের জন্য কেন মানুষকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে? প্যানিক বুকিং হয়তো একটু কমেছে। কিন্তু নিয়ম মেনে বুকিং করে নির্ধারিত সময়সীমার পরেও গ্যাসের সিলিন্ডার না পেয়ে সাধারণ মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে শুরু করেছে।

অনেক ক্ষেত্রে যিনি বুক করেছেন তাঁর বুক করা সিলিন্ডার অন্য কোনও গ্রাহক পেয়ে যাচ্ছেন। কোথাও কোথাও ডেলিভারি বয়দের কাছ থেকে সিলিন্ডার ছিনিয়ে নিচ্ছেন অনেকে। সরকার বলছে, যেখানে পাইপবাহিত গ্যাসের জোগান রয়েছে, সেখানে তিন মাস পর এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। পাইপবাহিত গ্যাসের পরিকাঠামো সেভাবে এখনও তৈরি হয়নি।

এখন বিকল্প জ্বালানির খোঁজে তৎপরতার বদলে কেরলে বিজেপির এই বিনামূল্যে গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কার্যকারিতা নিয়ে তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে ভোট আদায় করার রাস্তায় শাসক ও বিরোধী সমস্ত পক্ষ হাঁটে। বিজেপি সেই ব্যবস্থারই অংশ। ভোটে জিততে তারাও প্রলোভন দেখাচ্ছে। রান্নার গ্যাসের সংকট নিয়ে যখন গোটা দেশ জর্জরিত, তখন একটি রাজ্যের বদলে গোটা দেশে এমন প্রতিশ্রুতি দিলে তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হত। মানুষ উপকৃত হতেন।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরেও অবাধ তোলাবাজি

কয়লা ও বালির ঘটনা তো সবারই জানা। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও গবেষকদের থেকে কাটমানি নিচ্ছেন গাইডরা।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

এআই

উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে এ এক চরম 'তোলাবাজি'-র রাজ্য! কয়লা, বালি, পাথর, জমি, চাকরি কিংবা কৃষকের আলুর হিমঘরে প্রবেশ— প্রায় সর্বক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য আজ তোলাবাজির নিরিখে শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। এবার এই চরম ব্যাধি একেবারে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে উচ্চশিক্ষার পবিত্র আঙিনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে গবেষক এবং গাইডের সম্পর্কেও যে এমন 'তোলা' আদায়ের জঘন্য প্রবণতা বাসা বাঁধতে পারে, তা সত্যিই অভাবনীয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিংবা অধ্যাপক সত্যেন বসুরা যখন বাঙালির শিক্ষা জগতে এক যুগান্তকারী 'নবজাগরণ' আনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তখন কি তাঁরা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলেন যে, একদিন রাজ্যের গবেষণাগারগুলি তোলাবাজির আখড়ায় পরিণত হবে?

রাজ্যের একটি স্বনামধন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এক উপাচার্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, ''পিওর সায়েন্স বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষকদের হেনস্তার অভিযোগ খুব একটা প্রকাশ্যে না এলেও, সাহিত্যের বিস্তৃত আঙিনার (যেমন বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি বিভাগ) ক্ষেত্রে এই ন্যক্কারজনক ঘটনার অভিযোগ হামেশাই ওঠে। রীতিমতো ভয় দেখিয়ে গবেষকদের কাছ থেকে 'তোলা' আদায় করা হয়। কোনও কোনও গাইড আবার স্কলারের কষ্টার্জিত ফেলোশিপের একটা বিরাট অংশ নির্দ্বিধায় ভোগ করেন। শুধু তাই নয়, স্কলারের প্রাপ্ত ফেলোশিপের শতকরা ঠিক কত ভাগ গাইডের প্রাপ্য হিসেবে গণ্য হবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার একটি অলিখিত 'রেট চার্ট' বা মূল্যতালিকাও নির্দিষ্ট করা আছে।''

রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সদর কার্যালয় অর্থাৎ বিকাশ ভবনে কান পাতলেই এমন অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা সহজেই জানা যায়। কলকাতার বুকে অবস্থিত এক অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক 'গাইড' নাকি তাঁর অধীনে থাকা স্কলারের ফেলোশিপের পুরো ৪০ শতাংশ নিজের প্রাপ্য বলে দাবি করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, লিখিতভাবে তাঁর স্কলাররা ভয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের না করায় বিকাশ ভবনের চার দেওয়ালের বাইরে সেই ভয়ংকর অভিযোগ আর পৌঁছায়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি সেকশনের এক প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকের অভিজ্ঞতাও বেশ মর্মান্তিক। তিনি জানিয়েছেন, ''অনেক সময় হতাশ স্কলাররা এসে তাঁদের নানা মানসিক ও আর্থিক হেনস্তার কথা আমাদের কাছে মৌখিকভাবে জানালেও, শেষপর্যন্ত তাঁরা কেউই কোনও লিখিত অভিযোগ জমা দেননি। এর একটা বড় কারণ আছে। আসলে যে কোনও মতে পিএইচডি থিসিস জমা দিয়ে ওই গাইডের 'কবল' থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়াটাই সেই মুহূর্তে গবেষকদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।'' বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গবেষকদের তরফে কেরিয়ার নষ্ট হওয়ার ভয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ না আসায় পুরো বিষয়টি অত্যন্ত সন্তর্পণে ধামাচাপা পড়ে যায়।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগ জমা না পড়লেও, যদি কখনও সত্যিই কোনও গবেষক লিখিত অভিযোগ জমা দেন, তার ফল কী হয়? বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, সম্প্রতি রাজ্যের এক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাহিত্য বিষয়ের গাইডের বিরুদ্ধে দুজন গবেষক চরম হেনস্তার অভিযোগ এনেছিলেন। সেই অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, অভিযুক্ত গাইড তদন্ত কমিটির সামনে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ একবারের জন্যও অস্বীকার করেননি। বরং তাঁর বক্তব্য শুনে তদন্তকারী আধিকারিকদের মনে হয়েছিল, ওই গাইড যেন মনেই করেন না যে, তিনি কোনও অন্যায় করেছেন! কারণ, তাঁর মতে 'এটাই' নাকি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দস্তুর। উলটে ওই দুই গবেষককে নিয়ে গাইডের অনুযোগ ছিল অন্যরকম। তাঁর দাবি, ওঁরা নাকি গবেষণার নিয়মের বাইরে গিয়ে বাড়তি কিছু সুবিধা চেয়েছিলেন। আর সেই অন্যায্য সুবিধা না দেওয়াতেই নাকি এই অভিযোগ। এই ঘটনার তদন্তের এর পরের পর্ব ঠিক কী হয়েছিল, তা আজও অজানা।

আর সবথেকে ভয়াবহ পরিস্থিতি তাঁদের, যেসব গবেষক নিজেদের চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে গাইডের ওপরে নির্ভরশীল। উত্তরবঙ্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অবসরপ্রাপ্ত ডিন জানিয়েছেন, এখন রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ঠিকা ভিত্তিতে কিংবা স্যাক্টে শিক্ষকের চাকরি করিয়ে দেওয়ার একটা নির্দিষ্ট রেট চলছে। সেই রেট হল পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা। অন্যদিকে, গেস্ট লেকচারার বা অতিথি অধ্যাপকের চাকরি করিয়ে দেওয়ার রেট চলছে আট থেকে দশ হাজার টাকা। আসলে এটাই এখন উচ্চশিক্ষার অঘোষিত 'সিস্টেম' হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, এটা আদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের তৈরি করা এক বিশাল 'তোলাবাজির সিন্ডিকেট'। উচ্চশিক্ষিতরা নিজেদের চরম সম্মানহানির ভয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের করেন না। রাজ্যজুড়ে নতুন নতুন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে রয়েছেন সব 'ভাড়াটে শিক্ষক'। আর এই সুযোগেই শিক্ষা জগতের এই অসাধু সিন্ডিকেটের একেবারে পোয়াবারো।

এই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। কিন্তু গাইড আর স্কলারের সম্পর্কটা আসলে ঠিক কেমন? খাতায়-কলমে তাঁরা 'গুরু-শিষ্য', 'দাতা-গ্রহীতা' কিংবা 'ক্রেতা-বিক্রেতা'। নিয়ম অনুযায়ী, স্নাতকোত্তর স্তরে পঠনপাঠন চলাকালীনই নেট দেবেন পড়ুয়ারা। সফল হলেই গবেষণায় যাওয়ার রাস্তা খোলা। ভাতা বা স্কলারশিপ পেতে গেলে নির্দিষ্ট কাট-অফ নম্বরের বেশি পেতে হবে। আমরা যখন গবেষণা করতে ঢুকেছি (১৯৮১-'৮২ সাল নাগাদ), তখন এই নেট শুরু হয়নি। ইউজিসি, আইসিএমআর, সিএসআইআর, ডিএসটি-র মতো সংস্থার কাছে জীবনপিঞ্জি পাঠিয়ে ইন্টারভিউয়ের ডাক পাওয়ার অপেক্ষা করতে হত। এ ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফেলোশিপের ব্যবস্থাও ছিল। আমাদের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে গবেষণার পরিবেশ অত্যন্ত উন্মুক্ত ছিল। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম তৈরি হয় রিসার্চ স্কলার অ্যাসোসিয়েশন। পদাধিকার বলে আমার কাছে ছাত্রছাত্রীদের নানা অভিযোগ জমা পড়ত। গুরুতর অভিযোগগুলি উপাচার্য বা সহ উপাচার্যের দপ্তরে বিচারের জন্য জমা দিতে হত।

সেইসব অভিযোগের কথা ভেবে আজও শিউরে উঠতাম। মনে হত, অন্যান্য জায়গার তুলনায় রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ যেন এক টুকরো স্বর্গ। অভিযোগ পড়তে পড়তে মনে হয়েছে গাইড-স্কলার সম্পর্কটা অনেক জায়গাতেই রক্ষক-ভক্ষক বা প্রভু-ভৃত্যের পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার আগেই আমাকে চাকরিতে যোগ দিতে হয়, তাই প্রতিবাদ আর এগোয়নি। প্রায় ৪০ বছর পরে লোকাল ট্রেনে একদল নবীন গবেষকের আড্ডায় হঠাৎ ঢুকে পড়ি। দেড় ঘণ্টা ধরে আড্ডা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, আমাদের সময়টাই অনেক ভালো ছিল। আটের দশকের গোড়ায় গবেষকদের মূল সমস্যাগুলি ছিল : ক) গবেষককে গাইডের ব্যক্তিগত ফাইফরমাশ খাটতে হত, না খাটলে কাজ আটকে থাকত। খ) এক গবেষকের গবেষণাপত্র অন্যের নামে প্রকাশ পেত। গ) জুনিয়ারদের অন্য সিনিয়ারদের কাজে সময় ব্যয় করতে হত, গাইড থাকতেন উদাসীন। ঘ) কন্টিনজেন্সির টাকা ঠিকভাবে ব্যয় করা হত না। ঙ) সম্মেলনে গবেষণাপত্র পড়ার সুযোগ গবেষকদের বদলে গাইড নিজেই নিতেন, অথচ খরচ যেত গবেষকের টাকা থেকে। চ) গাইডের সান্নিধ্য পেলে দ্রুত পিএইচডি হয়ে যেত। মাঝখান থেকে দীর্ঘ ৪০ বছর কেটে গেলেও এই সমস্যাগুলি আজও বহালতবিয়তে রয়ে গিয়েছে। প্রযুক্তির বিপ্লব এসে গিয়েছে। জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। ফেলোশিপ পাওয়ার জন্য সর্বভারতীয় যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও গবেষকদের মূল সমস্যাগুলি একই রয়ে গিয়েছে। বরং তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নিত্যনতুন সমস্যা।

৪০ বছর আগে দেখেছি, গবেষণার কাজ হয়ে গেলে সাধারণত কোনও গাইড স্কলারকে আটকে রাখতেন না। অনেক গাইডকে দেখেছি, স্কলারকে নিজের বাড়িতে পরম স্নেহে রেখে কাজ শেষ করিয়েছেন। কিন্তু সেই জায়গাটা এখন বদলেছে। চাকরির বাজার সংকুচিত হওয়ায় অনেক গাইড স্কলারকে 'অযথা' আটকে রাখছেন। স্কলারের ফেলোশিপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও বিনা পারিশ্রমিকে বিভাগের অন্যদের কাজ করে দিতে হচ্ছে সেই 'বেচারা' স্কলারকে। এই চরম দুর্নীতির তালিকায় একদম নতুন সংযোজন এই তোলাবাজ এবং সিন্ডিকেটরাজ। শিক্ষাক্ষেত্রে যা একেবারেই অনভিপ্রেত প্রসঙ্গ। তবে এত অন্ধকারের মধ্যেও আশার কথা, অনেক গাইড কিন্তু এই 'তোলা', 'তোষামোদ', এবং অযোগ্যদের 'পাইয়ে দেওয়ার' যুগেও মাথা উঁচু করে 'প্রকৃত' শিক্ষকের কাজ করে চলেছেন। এমনই এক প্রবীণ শিক্ষক আক্ষেপের সঙ্গে বলছেন, 'প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব পিএইচডি কমিটি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সেল আছে, ডিন অফ স্টুডেন্টস আছেন, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল রয়েছে। কিন্তু সব অকর্মণ্য। তাঁদের একমাত্র কাজ নিজেদের গোষ্ঠীর শিক্ষকদের, স্কলারদের বৈতরণি পার করে দেওয়া। বিরোধী হলেই বিপদ।' আর এই চক্রব্যূহে পড়ে প্রতিনিয়ত হাঁসফাঁস করছে গবেষণার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৬৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অজয় দেবগন।

১৯৮১

কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আইপিএল-এর পরিসংখ্যান দেখুন। আমার ধারেকাছে কোনও ভারতীয় বোলার আছেন? তারপরেও আমি টি- টোয়েন্টির বোলার নই। গত ৫-৬ বছরে ১৩০ উইকেট নিয়েছি। আর কী করতে হবে আমাকে? আমার মতে, যদি প্রতিভা ও দক্ষতা থাকে, তাহলে পরিসংখ্যানের কী কাজ?

- মহম্মদ সামি

ভাইরাল/১

ওড়িশা হাইকোর্ট সংলগ্ন চাঁদনিচকে গাড়ির সারি। সেখানে এক মহিলা ঘুরছেন। হঠাৎ দাহ্য পদার্থ ঢেলে একটি বৈদ্যুতিন গাড়িতে আগুন দেন। সেই আগুন অন্যান্য গাড়িতে লেগে যায়। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আটক মহিলা।

ভাইরাল/২

প্রেমের টানে মোবাইল টাওয়ারে। উত্তরপ্রদেশের ফরিদপুর গ্রামে এক তরুণীকে টাওয়ারে উঠতে দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছোয়। তরুণীর বক্তব্য, 'আগে আমার প্রেমিককে ডেকে আনুন, তবে আমি নামব'। ঘণ্টাখানেকের নাটক চলে।

জনমন

জনমত

মানবিক মূল্যবোধ, অনুভবের মূল্যায়ন জরুরি

উনি সবুজ থেকে গেরুয়ায়, তিনি লাল থেকে গেরুয়ায় আর উনি লাল থেকে সবুজে- এমন অনেকে আছেন যাঁরা পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে রং বদলেছেন। বদলেছেন তাঁদের নীতি, আদর্শ ও ভাবধারা। যেমন খুশি সাজোই তো চলছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের রোজকার ভাষ্যের মধ্যে দিয়ে কিছু শব্দ, ধ্বনি সমাজে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে এবং এর দ্বারাই চিহ্নিতকরণ হচ্ছে। সুতরাং তুমি কী তা প্রকাশের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখন সাজতে হয়। নেতার সাজ, প্রধানমন্ত্রীর সাজ, সাধারণ মানুষের সাজ তেমনি ভক্তের সাজ, ভোটের সাজ, স্বাধীনতা দিবসের সাজ ইত্যাদি নানা ধরনের সাজ আছে। সে কারণেই তো এখন সব অনুষ্ঠানের আগে এই সংক্রান্ত রকমারি সাজ বিক্রেতারা বাজারে হাজির করেন।

ভোটের পাল্লা ভারী করার জন্য কেউ ভক্ত সাজছেন, আর যিনি নিজেকে আসল ভক্ত মনে করছেন তিনি তাঁকে আক্রমণ করছেন, এরপর আবার পালটা আক্রমণ হচ্ছে। করুণ পরিস্থিতি, পাশাপাশি হাস্যকরও বটে। কে গীতা পাঠ করেন, কে রামায়ণ পাঠ করেন, কে কোন দেবতার পুজো করেন অথবা এসবের কিছুই করেন না- এসব কি রাজনৈতিক দলের আলোচনার বিষয়বস্তু? ভক্তির বাহ্যিক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা কী? সর্বসমক্ষে দেবতাকে নিয়ে মাতামাতি করা বা না করা, এর সঙ্গে দেশ ও জনগণের কী স্বার্থ? যে কোনও রাজনৈতিক দলের মূল উদ্দেশ্য তো দেশ, দেশের মানুষ, তাঁদের সুরক্ষা, মৌলিক চাহিদা, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সমাধান ও সুরাহা দেওয়া।

বর্তমানে ঘৃণ্য রাজনীতির দাপটে মানবিক মূল্যবোধ, অনুভবের মূল্যায়ন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। মানবিকতাকে তুচ্ছ করে শুধু ভোটারের মাথা গুনতি চলছে। ভোটের আবহে ভগবান, মানুষ, মানুষের অস্বাভাবিক নির্মম মৃত্যু, দারিদ্র্য, পঙ্গুত্ব সবই রাজনীতির বিষয়বস্তু। অতি বড় নৃশংসতার বিচারের দাবিতে গোটা বিশ্ব তোলপাড় হলেও তার সুবিচার মেলেনি আজও। অতি সাধারণ অসহায় মা সুবিচার পেতে অথবা কোনও স্বনামধন্য বাবা বিচারের হাত থেকে বাঁচতে ধর্ষিতা, ধর্ষক উভয়েই আজ ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে চাইছে। দুজনেই আজ এক পতাকার তলে। ক্ষমতার চরম দুর্নীতির জেরেই যোগ্য-অযোগ্য সব একাকার। কঠিন সময়ের সামনে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে অজস্র মানুষ। এসবের সুরাহা কোনও ভগবান দেবেন, নাকি মানুষ দেবেন, না সময় দেবে?

বীণা বল

শ্রীপল্লি, রোড নম্বর-৫, শিলিগুড়ি বাজার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ভোটরঙ্গ শেষে মানুষের সমস্যা মিটবে তো!

বিচিত্র প্রচার কৌশল এবং অনিয়মের বেড়াজালে বন্দি গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি।

দীপায়ন ভট্টাচার্য

এআই

বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে রাজ্যে কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। চারদিকে এখন শুধু প্রার্থীদের নির্বাচনি বদান্যতার ছড়াছড়ি। রাজনৈতিক বৈতরণি পার হওয়ার নেশায় সব আলস্য ঝেড়ে ফেলে মাঠে নেমেছেন প্রার্থীরা। শুধু পেশাদার রাজনৈতিক কর্মী নন, এবারের ভোটরঙ্গ মঞ্চে টিকিট পাওয়ার প্রত্যাশায় সাগ্রহে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছেন অভিনেতা গায়ক লেখক থেকে শুরু করে খেলোয়াড় কিংবা অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। কেউ কাঙ্ক্ষিত টিকিট পেয়ে উল্লসিত, আবার কেউ না পাওয়ার বেদনায় আমসি মুখে ঘরে ফিরছেন। প্রাজ্ঞ অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই কালজয়ী পদ্যের মতো যেন আমাদের এই রাজ্যটি আদতে 'হচ্ছে হবের দেশ' হয়ে উঠেছে। যেখানে সবাই কেবল বক্তৃতার আড়ালে নিজেদের মনের কথা লুকিয়ে রেখে অতি সহজে সবকিছু পাওয়ার নেশায় বিভোর হয়ে থাকেন।

নির্বাচনের ডামাডোলে প্রার্থীদের পুলক দর্শনে অনেক সময় সাধারণ মানুষের মনে ঈর্ষা জাগে। এখন জনসংযোগের ধরনও আমূল বদলেছে। পুরোনো দিনের সেই সাধারণ কৌশল এখন ব্রাত্য। বদলে জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক এবং দামি ভোট কুশলী সংস্থা। প্রার্থীরা তাদের পরামর্শে ভোটারদের রান্নাঘরে ঢুকে রুটি বেলছেন, কারও তরকারি রাঁধছেন, দাড়ি কাটছেন আবার কোথাও ধর্মস্থানে গিয়ে ধুনুচি নাচে মেতে উঠছেন। টুপি পরে কিংবা ঘুঁটে গুছিয়ে ভোটারদের মন পাওয়ার এই যে প্রাণান্তকর চেষ্টা, তার নেপথ্যে রয়েছে কেবল গদি দখলের লড়াই।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরুতেই ভোটার তালিকা নিয়ে দড়ি টানাটানি এক চিরাচরিত দৃশ্য। প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করতে নানাবিধ প্রচারের আশ্রয় নেওয়া হয়। কখনও বহিরাগত তকমা দিয়ে আবার কখনও অপাঙক্তেয় করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দুর্বল হৃদয়ের ভোটারদের মনে হৃৎকম্প ধরিয়ে দেওয়া হয়। একদল চ্যালাচামুণ্ডা অর্থ আর শক্তির দাপটে ভোটারদের বাড়ি বয়ে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসে। কখনো-কখনো পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নিয়ে ভোটারদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়। আধুনিক গণতন্ত্রের অন্দরে এই যে পেশিশক্তির প্রদর্শন, তা আদতে এক গভীর সামাজিক ক্ষতের ইঙ্গিত দেয়।

ভোটের দিন বুথজ্যাম কিংবা ভূতলীলার খবর নতুন কিছু নয়। মৃত ভোটারদের বাঁচিয়ে তুলে ভোট দেওয়া কিংবা অনুপস্থিতকে উপস্থিত করে ভোটদান প্রক্রিয়ার পবিত্রতা নষ্ট করার অপচেষ্টা একদল সুযোগসন্ধানী চালিয়েই যায়। এমনকি গণনাকেন্দ্রে গণ্ডগোল পাকিয়ে ব্যালট বক্স নিয়ে পগারপার হওয়ার ঘটনাও আমাদের চেনা। নির্বাচনের পর একদল আবার বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে ময়দানে নামেন, যা অনেক সময় বিবাদকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। সবশেষে শুরু হয় দলবদলের খেলা। এক সরোবর থেকে অন্য সরোবরে ঝাঁপ দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে দেখা যায় অনেক জনপ্রতিনিধিকে। এতে গণতন্ত্রের মূল আদর্শটিই নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং ভোটারদের রায় প্রকারান্তরে গুরুত্ব হারায়। বিধানসভা আবারও আগের মতোই সরগরম হয়ে ওঠে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাষায়, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা'। নির্বাচন শেষ হলে নতুন সরকার দায়িত্ব নেবে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি কি আদৌ মিটবে? কৃষক কি তাঁর ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন নাকি হতাশার অশ্রু নিয়ে ঝরে পড়বেন? বন্ধ চা বাগান কি আবার সচল হবে নাকি শ্রমিকদের জীবন দিশাহীন নৌকোর মতো ভাসবে? এই প্রশ্নগুলোই দিনশেষে বড় হয়ে দেখা দেয়। জনপ্রতিনিধিদের মনে রাখা উচিত যে তাঁদের প্রাপ্ত ক্ষমতা আসলে জনসাধারণের আশীর্বাদ। আশীর্বাদের অপব্যবহার হলে অভিশাপের অশনিও নেমে আসতে দেরি হয় না।

(লেখক নাট্যশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪০৯

পাশাপাশি : ১। সময়ের ঘণ্টা ৩। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিমা বরণ ৪। প্রচণ্ড বা ভয়ংকর ৫। শ্বশুর বাড়ির দেওয়া রাজস্থানী কনের শাড়ি ৭। সিরিয়ার মুদ্রার নাম ১০। এটা খেলে গলা ধরে ১২। দেহে যার খুব শক্তি ১৪। খনিজ জ্বালানি ১৫। গায়েপড়া ভাব বা অতিরিক্ত মাখামাখি ১৬। যদি বন্ধু হও।

উপর-নীচ : ১। বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের কাজ ২। সক্ষম বা উপযুক্ত ৩। সব দিক বুঝে বিবেচনা করে পদক্ষেপের ভাবনা ৬। বর্ম বা ঘাগরা পোশাক ৮। গৌতম বুদ্ধের পুত্রের নাম ৯। অভিমানের ফলে দাম্পত্য কলহ ১১। ভেঙে খানখান বা বহু টুকরো ১৩। অমঙ্গল, অকল্যাণ বা বিপদ।

সমাধান ■ ৪৪০৮

পাশাপাশি : ২। অনাবিল ৫। পানামা ৬। উপরপড়া ৮। ফাল ৯। পানা ১১। দরদালান ১৩। শাশ্বত ১৪। মালকিন।

উপর-নীচ : ১। অপারগ ২। অমা ৩। বিলাপ ৪। বাগড়া ৬। উল ৭। রটনা ৮। ফায়দা ৯। পান ১০। জলাতঙ্ক ১১। দস্তক ১২। লাঙল ১৩। শান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অসমে নির্বাচনি প্রচারে অন্য মেজাজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ডানদিকে, কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে জনসভায় প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বুধবার।

ইরানের বিরুদ্ধে জোট আরব-ইজরায়েলের

তেল আভিভ ও রিয়াধ, ১ এপ্রিল : মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে এবার চরম ক্লাইম্যাক্স! ইরানকে কোণঠাসা করতে হাত মেলাচ্ছে চিরশত্রু ইজরায়েল ও আরব দেশগুলো। মাসখানেক যুদ্ধের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন সমঝোতার রাস্তায় হাঁটতে চাইলেও, রণংদেহি মেজাজে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এদিকে ইরানের পাশে না দাঁড়ানোয় ইউরোপীয় মিত্রদের ওপর চটে লাল মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ন্যাটো ছাড়ার হুমকি দিয়ে ট্রাম্প সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে ইরান থেকে মার্কিন সেনা সরিয়ে নিতে পারেন তিনি। ট্রাম্পের স্পষ্ট কথা, 'নিজেদের তেলের রাস্তা এবার নিজেদেরই বাঁচাতে হবে।'

তবে সবচেয়ে বড় চমক দিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (ইউএই)। এতদিন পর্দার আড়ালে থাকলেও, এবার ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীকে তেহরানের কবজা থেকে মুক্ত করতে প্রয়োজনে স্থলসেনা নামাতেও পিছপা হবে না আবু ধাবি। আরব দুনিয়ার কোনো দেশের ইরানের বিরুদ্ধে এমন সরাসরি যুদ্ধংদেহি অবস্থান এই প্রথম। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসংঘে তদ্বির শুরু করার পাশাপাশি নিজেদের আকাশসীমায় ইরানিদের ঢোকা নিষিদ্ধ করেছে তারা।

- ইরানকে রুখতে ইজরায়েল, সৌদি ও আমিরশাহি এখন এক নৌকায়
- হরমুজ প্রণালী মুক্ত করতে প্রথম আরব দেশ হিসেবে যুদ্ধে নামছে আমিরশাহি
- ইউরোপের ওপর ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট দু-তিন সপ্তাহে সেনা সরানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন

নেতানিয়াহু মন্ত্রিসভার বৈঠকে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, 'আমি আগেই আরব নেতাদের সতর্ক করেছিলাম যে ইরান সুযোগ পেলেই আপনাদের শেষ করবে। আজ তাঁরা সেটা বুঝেছেন এবং আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়তে চাইছেন।' পিছিয়ে নেই সৌদি আরবও। রিয়াধ সাফ জানিয়েছে, তেহরান ড্রোন হামলা আর উসকানি বন্ধ না করলে তারাও যুদ্ধে নামতে বাধ্য হবে।

এদিকে বুধবারও ইজরায়েলি বায়ুসেনার বোমাবর্ষণে কার্যত কেঁপে উঠেছে তেহরান। রাজধানীর উত্তর ও পূর্ব অংশে আছড়ে পড়েছে একের পর এক মিসাইল। নেতানিয়াহুর হুঁশিয়ারি, "এই জঙ্গি সরকারকে না গুঁড়িয়ে আমরা থামব না।'

ইরানের অন্দরেও এখন ছন্নছাড়া অবস্থা। সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের প্রয়াণের পর তাঁর ছেলে মোজতবা এখন কোমায়। দেশের রাশ এখন পুরোপুরি কট্টরপন্থী 'রেভলিউশনারি গার্ড'-এর হাতে। প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান শান্তি চাইলেও কট্টরপন্থীদের চাপে তিনি কোণঠাসা। সব মিলিয়ে, একদিকে ইজরায়েল-আমেরিকা-আরব জোট, অন্যদিকে একরোখা ইরান, এই লড়াইয়ে বিশ্ব অর্থনীতি ও তেলের বাজার এখন আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে।

হরমুজ মুক্ত করতে মরিয়া ৩৫ দেশ

লন্ডন, ১ এপ্রিল : ইরান যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে বিশ্ব। হু হু করে বাড়ছে জ্বালানির দাম। এই মহাসঙ্কট থেকে বাঁচতে এবার কোমর বেঁধে ময়দানে নামলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। বুধবার তিনি ঘোষণা করেছেন, কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীকে ইরানের কবজা থেকে মুক্ত করতে বিশ্বের ৩৫টি দেশ একজোট হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই লন্ডনে বসছে এক মেগা আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

স্টারমার সাফ জানিয়েছেন, সমুদ্রে আটকে পড়া জাহাজ ও নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক করতে কোনো কূটনৈতিক পথই বাকি রাখা হবে না। তিনি সতর্কবার্তার সুরে বলেন, 'এই পরিস্থিতি সত্তর দশকের সেই ভয়ঙ্কর জ্বালানি সংকটের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে চরম মাশুল দিতে হবে।' ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মতো শক্তিশালী দেশগুলি এই জোটে থাকলেও, ব্রিটেনকে চরম তোপ দেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্পের আক্রমণ রীতিমতো নজিরবিহীন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধে তিনি লিখেছেন, 'যাঁরা ইরানের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযানে আমেরিকাকে সাহায্য করেননি, তাঁরা এবার নিজেদের তেলের ব্যবস্থা নিজেরাই করুন। সাহস থাকলে হরমুজ প্রণালীতে গিয়ে তা দখল করে দেখান!' ইউরোপীয় দেশগুলিকে ট্রাম্প স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকার ভরসায় না থেকে এবার নিজেদের লড়াই নিজেদেরই লড়তে হবে।

ট্রাম্পের এই 'ছোবল' অবশ্য হজম করেননি স্টারমার। পাল্টা জবাবে তিনি বলেন, 'আমেরিকা বন্ধু দেশ হতে পারে, কিন্তু আমি ব্রিটিশ জনগণের স্বার্থ মেনেই চলব।' উল্লেখ্য, বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাসের এক-পঞ্চমাংশ সরবরাহ হয় এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে। ইরান তা বন্ধ করে দেওয়ায় ভারত ও চিনের মতো দেশে মুদ্রাস্ফীতি আকাশ ছুঁয়েছে।

১২০০০ কর্মী ছাঁটাই

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : এক ধাক্কায় বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করল ওরাক্যাল। এর মধ্যে ভারতেই ১২ হাজার কর্মীর চাকরি গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বহুজাতিক এই সংস্থা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল, ডেটা সেন্টার তৈরির জন্য বিপুল বিনিয়োগ করা হবে। সেই কারণেই ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে ই-মেল পাঠিয়ে ছাঁটাই করল সংস্থাটি। ৩১ মার্চ সকাল থেকেই সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ছাঁটাই হওয়া কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, আগে থেকে কোনও বিবৃতি না দিয়ে আচমকা ছাঁটাই করা হয়েছে।

বিমান ভেঙে হত ২৯

মস্কো, ১ এপ্রিল : রাশিয়ার একটি সামরিক বিমান ভেঙে পড়ায় ২৯ জন আরোহীর প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে। বিমানটি ভেঙে পড়ে ক্রিমিয়া উপদ্বীপে। বিমানে পাইলট সহ কর্মী ছিলেন ছ'জন। বাকিরা যাত্রী। রাশিয়ার সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, গতকাল স্থানীয় সময় সন্ধে ৬টা নাগাদ অ্যান্তোনভ-২৬ সামরিক বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। একটি সূত্র জানিয়েছে, বিমান লক্ষ্য করে কোনও মিসাইল কিংবা ড্রোন হামলা হয়নি। কোনও পাখির সঙ্গেও ধাক্কা লাগেনি বিমানটির। দুর্ঘটনার কারণ জানতে মিলিটারি কমিশনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন।

ডাবল গোলামির সরকার, তোপ প্রিয়াংকার

চায়ের দেশে বৃত্তপূরণ 'চাওয়ালা' মোদির

ডিব্রুগড়, ১ এপ্রিল : রাজনীতির ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উত্থানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর 'চা-বিক্রেতা' পরিচয়টি। অতীতে একাধিকবার নিজেকে 'চা-ওয়ালা' বলে পরিচয়ও দিয়েছেন। বুধবার নির্বাচনি প্রচারে অসমে গিয়ে সেই পরিচয়ের সঙ্গেই যেন এক আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করলেন তিনি। এদিন সকালে ডিব্রুগড়ে দুটি জনসভার আগে একটি চা বাগান পরিদর্শনে যান প্রধানমন্ত্রী। সেখানে প্রথাগত পোশাকে সজ্জিত মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে খোশমেজাজে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। শুধু কথা বলাই নয়, পিঠে ঝুড়ি বেঁধে নিপুণ হাতে চা পাতা সংগ্রহ করেন তিনি। পাশাপাশি মহিলা চা শ্রমিকদের আবদার মেনে তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে সেলফিও তোলেন মোদি। চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা তাঁদের প্রথা অনুযায়ী নাচ-গানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেন।

সেই অভিজ্ঞতার কথা এক্সে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'চা হল অসমের আত্মা। এখানকার চা আজ বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গিয়েছে। আজ সকালে ডিব্রুগড়ে একটি চা বাগান পরিদর্শন করলাম এবং সেখানকার মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললাম। এটি একটি অত্যন্ত স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল।' চা বাগান শ্রমিকদের পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে তিনি আরও বলেন, তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসমের গর্বকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে চা শ্রমিকদের এই বিশাল ভোটব্যাংকের কাছে পৌঁছাতে মোদির এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবারই অসমের জন্য সংকল্পপত্র প্রকাশ করেছে বিজেপি।

এদিন চা বাগানের কর্মসূচি শেষ করে গোগামুখে একটি নির্বাচনি জনসভায় মোদি দাবি করেন, অসমে এবার হ্যাটট্রিক করবে বিজেপি। কংগ্রেসের স্বঘোষিত রাজকুমার এখানে হারের হ্যাটট্রিক করবেন।'

> আপনাদের আশীর্বাদে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হ্যাটট্রিক করেছি। এবারও আপনারা আশীর্বাদ করবেন বিজেপি হ্যাটট্রিক করবে।
>
> নরেন্দ্র মোদি

> অসমের সমস্ত সম্পদ একটি মাত্র পরিবার লুটছে। অসমের খনি এবং জমিজমা শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।
>
> প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা

তিনি বলেন, 'আপনাদের আশীর্বাদে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হ্যাটট্রিক করেছি। এবারও আপনারা আশীর্বাদ করবেন বিজেপি হ্যাটট্রিক করবে।' মোদির কথায়, 'গত ১০ বছর ধরে সর্বানন্দ সোনোয়াল আর হিমন্ত বিশ্বশর্মার আশীর্বাদে অসমে বিজেপি জেতার হ্যাটট্রিক করবে। আর এবং জমিজমা শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।' প্রিয়াংকার তোপ, 'মোদি বলেন এখানে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রয়েছে। কিন্তু এখানে আসলে ডাবল গোলামির সরকার রয়েছে। আত্মসম্মান থাকা অসমিয়াদের ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায় এই সরকার।'

মোজতবা বেঁচে, দাবি রুশ রাষ্ট্রদূতের

তেহরান, ১ এপ্রিল : মোজতবা খামেনেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার পর প্রায় এক মাস কাটতে চললেও তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে মোজতবা-রহস্যের পর্দা ফাঁস করলেন তেহরানে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত অ্যালেক্সি দেদোভ। তিনি বলেছেন, 'মোজতবা ইরানেই আছেন।' তিনি বলেন, 'ইরানের নেতৃত্ব বার বার বলেছেন মোজতবা এদেশেই আছেন। কিছু সুস্পষ্ট কারণে তিনি জনসমক্ষে আসছেন না।' দোদভ তাঁর বক্তব্য রেখেছেন রুশভাষী এক মাল্টিপ্লাটফর্ম মিডিয়া নেটওয়ার্কে। কিন্তু বিস্তারিত বলেননি। দোদভের বক্তব্য থেকে ইরান সরকারের কৌশলগত সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত মিলেছে। তা হল নিরাপত্তার ঝুঁকি না যাওয়া পর্যন্ত মোজতবার অবস্থান গোপন রাখা।

স্বামীর আত্মহত্যায় স্ত্রী দোষী নন

মুম্বই, ১ এপ্রিল : দাম্পত্য ঝগড়া মানেই স্বামীকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া নয়। এক্ষেত্রে স্বামী আত্মঘাতী হলে স্ত্রীকে দায়ী করা যায় না। এক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় এমন পর্যবেক্ষণের কথা জানালো বম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ। আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর। ওইদিন মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায় এক ব্যক্তি চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মঘাতী হন।

উচ্চ আদালত জানায়, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, মৌখিক নির্যাতন কিংবা স্ত্রীর বাপের বাড়িতে চলে যাওয়া আত্মহত্যার প্ররোচনা হতে পারে না। এই মামল উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণে নতুন দিশা দেখাল, যার মূল কথা সংসারে অশান্তি আর ফৌজদারি অপরাধ কিন্তু নয়।

জ্বালানিসংকটে প্রতিবেশীদের ভরসা ভারতই

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : কূটনীতিতে চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলে কিছু হয় না। দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক ভোলবদল যেন সেই পুরনো সত্যিটাকেই আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। গত কয়েক মাস ধরে মালদ্বীপে 'ইন্ডিয়া আউট' স্লোগান আর বাংলাদেশে 'ইন্ডিয়া বয়কট'-এর যে আস্ফালন দেখা যাচ্ছিল, ইরান যুদ্ধের দাপটে তা এখন কার্যত কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে। পেটের টান আর তেলের আকাল যখন ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে, তখন সব দম্ভ ভুলে সেই দিল্লির দরবারেই হাত পাতছে ঢাকা থেকে মালে।

ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ লাটে উঠেছে। আমদানি-নির্ভর বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা বা মালদ্বীপের এখন ত্রাহি ত্রাহি রব। অথচ ইরানের সঙ্গে সুসম্পর্কের জেরে ভারতের তেলের ট্যাংকারগুলো কিন্তু ছাড় পাচ্ছে। ভারত নিজের জন্য দু'মাসের তেল মজুত রাখলেও, 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি মেনে চরম দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সবচেয়ে বড় চমক বাংলাদেশে। তারেক রহমানের নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই দিল্লির সঙ্গে বরফ গলাতে মরিয়া। জ্বালানি সংকটে ওদেশে কলকারখানা থমকেছে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। এই অবস্থায় পুরনো তিক্ততা ভুলে 'ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন' হয়ে উঠেছে ঢাকার লাইফলাইন। হাজার হাজার টন ডিজেল পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখছে ভারত। গত ১০ মার্চ ৫ হাজার টন পাঠানোর পর, আরও ১৭ হাজার টন ডিজেল পাঠানোর তোড়জোড় চলছে।

লঙ্কাদ্বীপেও একই ছবি। ২০২২-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের স্মৃতি উসকে দিয়েছে এই যুদ্ধ। দেশে এক মাসের তেল নেই দেখে প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফোন করে সাহায্য চেয়েছেন। ভারতও দেরি করেনি, ২৮ মার্চ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন জ্বালানি পাঠিয়ে কলম্বোর অন্ধকার ঘুচিয়েছে। কৃতজ্ঞ প্রেসিডেন্ট এখন এক্স হ্যান্ডেলে ভারতের গুণগান গাইছেন।

ভোল বদলেছে মালদ্বীপেরও। যে প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু ভারতীয় সেনা তাড়িয়ে চিনের কোলে বসেছিলেন, আজ তেলের লাইনে দাঁড়িয়ে ভারতকে 'বিশ্বস্ত সঙ্গী' বলছেন। পেট্রোল থেকে বিমানের জ্বালানি— দিল্লির মর্জির ওপরই এখন টিকে আছে দ্বীপরাষ্ট্রটির পর্যটন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সাফ জানিয়েছে, অনুরোধ খতিয়ে দেখেই সাহায্য করা হচ্ছে। আসলে রাজনৈতিক আস্ফালন যে পেট ভরায় না, চরম সংকটে প্রতিবেশীই যে আসল আপন— তা হাড়হাড়িয়ে টের পাচ্ছে পড়শি দেশগুলো। তেলের লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলো আজ আর 'আউট' নয়, বরং বলছে— 'ইন্ডিয়া ইন'।

ভারতে আসছে ইরানের তেল

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : হতে পারে নিছক কাকতালীয়। কিন্তু যা রটে তার কিছু তো ঘটে। দীর্ঘ সাত বছর পর প্রায় ৬ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল নিয়ে ৪ এপ্রিল গুজরাটের ভাদিনার বন্দরে পৌঁছানোর কথা পিংশুন নামে ইরানের তেলবাহী জাহাজের। তার আগে বুধবার মাস পয়লায় আরও একবার প্রিমিয়াম পেট্রোলের দাম লিটারপিছু ১১ টাকা করে বাড়ল। মহার্ঘ হয়েছে ডিজেলও। এর ফলে ইন্ডিয়ান অয়েলের এক্সপি ১০০ পেট্রোলের দাম ১৪৯ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৬০ টাকা। অপরদিকে এক্সট্রা গ্রিন প্রিমিয়াম ডিজেলের দাম ৯১.৪৯ টাকা থেকে লিটারপিছু বেড়ে হয়েছে ৯২.৯৯ টাকা। কেন এই দাম বাড়ানো হল তা অবশ্য জানাননি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম এক ধাক্কায় ২১৮ টাকা করে বেড়ে গিয়েছে। ফলে একটি ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম হয়েছে ২২০৮ টাকা। এর আগে ২৭ মার্চ পেট্রোল, ডিজেল থেকে লিটারপিছু ১০ টাকা করে অন্তঃশুল্ক কমিয়েছিল সরকার। এদিন দাম বেড়েছে বিমানের জ্বালানিরও। প্রতি কিলোলিটারে সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.০৭ লক্ষ টাকা। ১ মার্চ বিমানের জ্বালানির দাম ৫.৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। জ্বালানির দামবৃদ্ধির এই ছেঁকার মধ্যেই ইরানের তেলবাহী জাহাজ ভারতে এলে কতটা সুরাহা হবে তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন রয়েছে। এদিকে জ্বালানির পাশাপাশি ৯০০টি জরুরি ওষুধের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিজেপিকে বিঁধেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'সংকটের সময় দেশের মানুষকে লুটছে বিজেপি।'

ইরানে যুদ্ধের কারণে ভারত সহ সারাবিশ্বেই জ্বালানি সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি তেল এবং গ্যাস বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। তাতে অবরোধের ফলে বিপত্তি বেড়েছে। ইরান অবশ্য ভারতের জাহাজ চলাচলে কোনও বাধা নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে।

বিশ্ব রাজনীতির জটিল সমীকরণ ও যুদ্ধের আবহে সাত বছর পর ফের ভারত অভিমুখে রওনা হয়েছে ইরানি অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজ। ২০১৯ সালের মে মাসে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার চাপে তেহরান থেকে তেল আমদানি বন্ধ করেছিল নয়াদিল্লি। তবে বর্তমানে ইরান-মার্কিন সংঘাতের আবহে তৈরি হওয়া জটিল পরিস্থিতিতে ফের সেই বাণিজ্যিক পথ উন্মুক্ত হয়েছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে বলে আমেরিকা ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত তেল আমদানিতে বিশেষ ছাড় দিয়েছে।

বায়ুসেনা পাচ্ছে 'মাউন্টেন রাডার'

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : লাদাখের হিমাঙ্কিত শৃঙ্গ থেকে অরুণাচলের দুর্গম উপত্যকা, সীমান্তে শত্রুর পা ফেলার শব্দও এবার এড়াবে না ভারতীয় বায়ুসেনার নজর। পাহাড়ি এলাকায় চীন ও পাকিস্তানের গতিবিধিতে কড়া নজরদারি চালাতে এবার দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'মাউন্টেন রাডার' হাতে পাচ্ছে বায়ুসেনা। বুধবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এই অত্যাধুনিক রাডার তৈরির জন্য 'ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড' (বিইএল)-এর সঙ্গে ১,৯৫৪ কোটি টাকার এক মেগা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বর্তমানে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিচু উচ্চতার ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করা সাধারণ রাডারের পক্ষে কঠিন। বেঙ্গালুরুর ডিআরডিও গবেষণাগারে তৈরি এই নতুন রাডারগুলি সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করবে। অত্যন্ত নিচু দিয়ে উড়ে আসা ড্রোন বা মিসাইলকেও নিমেষে চিহ্নিত করতে পারবে এই 'পাহাড়ি চোখ'। এই রাডারগুলির সবচেয়ে বড় চমক এদের বহনযোগ্যতা। যুদ্ধের প্রয়োজনে হেলিকপ্টারে ঝুলিয়ে অত্যন্ত দ্রুত এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে এই রাডারগুলি মোতায়েন করা যাবে। লাদাখ, সিকিম এবং অরুণাচলপ্রদেশের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় বায়ুসেনার ক্ষমতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে এই হাই-টেক প্রযুক্তি। সব ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়াতেও এই রাডারগুলি সমানভাবে কাজ করতে সক্ষম।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের অধীনে এই চুক্তিটি করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন বিদেশি নির্ভরতা কমবে, তেমনই বেজিং ও ইসলামাবাদকে কড়া বার্তা দিল দিল্লি। সীমান্ত উত্তেজনার আবহে বিইএল দ্রুত এই রাডার দু'টির নির্মাণ ও সরবরাহের কাজ শুরু করবে।

জঙ্গির খোঁজে... বুধবার গান্ডেরবলে।

১১৮৬ পয়েন্ট উত্থান সূচকের

মুম্বই, ১ এপ্রিল : নয়া অর্থবর্ষের প্রথম লেনদেনের দিনেই ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। টানা দু-দিনের বড় পতনের ধাক্কা সামাল দিয়ে সেনসেক্স ১১৮৬.৭৭ এবং নিফটি ৩৪৮ পয়েন্ট উঠে যথাক্রমে ৭৩১৩৪.৩২ এবং ২২৬৭৯.৪০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, আগামী ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ইরান যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি তিনি আরও দাবি করেছেন, ইরান যুদ্ধ বিরতির আবেদন করেছে। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর যুদ্ধের তীব্রতা কমার আশা বেড়েছে। যার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম কমেছে। কমেছে বন্ড ইল্ডের দামও, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করেছে। সেই প্রভাব পড়েছে এদেশেও।

যা পাখি উড়তে দিলাম তোকে... বুধবার প্রয়াগরাজে।

আপাতত এফসিআরএ বিল স্থগিত সংসদে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : সংসদের ভিতর ও বাইরে বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদের জেরই হোক কিংবা কেরলের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে খ্রিস্টান ভোটব্যাংক হাতছাড়া হওয়ার ভয়, কারণ যাই হোক, শেষমেশ বিতর্কিত ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) সংশোধনী বিল, ২০২৬ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল মোদি সরকার। বুধবার লোকসভার তালিকায় বিলটি থাকলেও শেষমেশ তা আলোচনার জন্য তোলা হয়নি। ফলে বিলটির ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। কবে আবার বিলটি সংসদে আনা হবে তা নিয়েও কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করা হয়নি।

সূত্রের খবর, কেরলে ৯ এপ্রিল বিধানসভা ভোটের আগে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভোটের ওপর বিলটির প্রভাব পড়তে পারে বলেই বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সতর্ক করেছিলেন। কারণ, বিলটি পাশ হলে বিদেশি অনুদানে তৈরি স্কুল, হাসপাতাল ও দাতব্য সংস্থার সম্পত্তি সরকার নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন কেরলের বিভিন্ন চার্চ এবং ক্যাথলিক বিশপরা। তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে বিলটি পুনর্বিবেচনার অনুরোধও জানিয়েছিলেন। সেই অনুরোধে সায় দিয়ে কেরলের কথা মাথায় রেখে আপাতত বিলটি নিয়ে কোনও আলোচনা করতে চাইছে না সরকার। ২৫ মার্চ সংসদে বিলটি উত্থাপনের পর থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক। কেন্দ্র দাবি করেছিল, বিদেশি অনুদানের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অপব্যবহার রোধ করাই এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য। কিন্তু বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, এই বিলের মাধ্যমে কেন্দ্র এনজিও, সংখ্যালঘু পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলির ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। বুধবার লোকসভায় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'এই বিল কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত একটি বিষয়।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, কেরলের বিধানসভা নির্বাচনের কারণে বিরোধীরা এই বিল নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

> কেরলের খ্রিস্টান ভোটব্যাংক হাতছাড়া হওয়ার ভয়

তৃণমূল, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা অভিযোগ করেন, এই বিল সংবিধান বিরোধী এবং এর মাধ্যমে এনজিও ও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে। সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব জানান, বিজেপি-ঘনিষ্ঠ সংস্থা বা তহবিল যেমন পিএম কেয়ার্স ফান্ড বা ইলেক্টোরাল বন্ডের অর্থায়ন কতটা স্বচ্ছ, সেই বিষয়েও আলোচনা হওয়া উচিত।

বুধবার সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর কংগ্রেস সহ বিরোধী দলের সাংসদরা বিলের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন। সংসদে মকর দ্বারের সামনেও বিরোধীরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখান।

হিমবাহের কাজ ও ভূমিরূপ

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

হিমবাহের বিভিন্ন কাজ ও তাদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ-এই বিষয়ক প্রশ্নগুলি 'মাধ্যমিক-২০২৭' ভূগোল পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : ১) হিমবাহ ক্ষয়ের প্রক্রিয়াগুলি আলোচনা করো। (প্রশ্নমান -৩)

উত্তর : মেরু ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের ক্রমঃসঞ্চিত তুষার প্রবল চাপে বরফে পরিণত হয়। অভিকর্ষজ টানে ভূমির ঢাল বেয়ে নেমে আসা এই বরফের স্তূপকে হিমবাহ বলে।

বিজ্ঞানী সিএস পিচামুথু-র সংজ্ঞায়, 'অভিকর্ষজ শক্তির প্রভাবে স্থলভাগের ওপর দিয়ে ধীরগতিতে বয়ে চলা তুষার ও কঠিন বরফ পঞ্জকে হিমবাহ বলে।'

উদাহরণ- জ্যাকবসান (বিশ্বের দ্রুততম হিমবাহ)-এর গতি 46 মি./দিন।

হিমবাহের ক্ষয় প্রক্রিয়া :

হিমবাহ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে ক্ষয় করে। যথা–

(ক) উৎপাটন - হিমবাহের চাপে বরফ শিলার ফাটলে ঢুকে পড়ে এবং উপত্যকা থেকে পাথরখণ্ড খুলে এসে হিমবাহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। ক্ষয়কাজের এই প্রক্রিয়ার নাম উৎপাটন বা প্লাকিং।

• উৎপাটন প্রক্রিয়ায় অমসৃণ তলের সৃষ্টি হয়।

• হিমবাহের বিপরীত ঢালে এই পদ্ধতি কাজ করে।

(খ) অবঘর্ষ- চলমান হিমবাহে আবদ্ধ শিলাখণ্ড যখন নীচের শিলার উপর ঘষা খায়, তখন নীচের শিলাস্তরের ক্ষয় হয়। ক্ষয়ের এই প্রক্রিয়ার নাম অবঘর্ষ।

• হিমবাহের প্রবাহপথে বা ঢালে এই পদ্ধতি সক্রিয়।

• অবঘর্ষের ফলে উপত্যকায় মসৃণ তলের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : ২) হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপ চিত্র সহ বিবরণ দাও। (প্রশ্নমান -৫)

উত্তর : হিমবাহের গতি ও শিলা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত তিনটি প্রধান ভূমিরূপ হল—

● **সার্ক বা করি :** হিমবাহের অবঘর্ষ ও উৎপাটন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট চেয়ার আকৃতির অবনত ভূমিরূপকে সার্ক বলে।

সার্ককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডে করি, ফ্রান্সে সার্ক, জার্মানিতে কার, নরওয়েতে বাটন ও কিডেল বলা হয়।

গঠন : সার্কের তিনটি অংশ থাকে।

• খাড়া দেওয়াল : উৎপাটন প্রক্রিয়ায় গঠিত পিছনে খাড়া দেওয়াল অবস্থিত।

• বেসিন : মধ্যভাগে অবঘর্ষ ও উৎপাটন প্রক্রিয়া সৃষ্ট চামচের মতো গর্ত বা বেসিন।

• চৌকাঠ : কম ক্ষয় দ্বারা সৃষ্ট সামনে চৌকাঠের ন্যায় উঁচু অংশ থাকে।

উৎপত্তির কারণ :

• পর্বতে পর্যাপ্ত তুষারপাত

• হিমবাহের প্রবাহপথে একই প্রকার শিলার উপস্থিতি

• পূর্বের নদী উপত্যকার উপস্থিতি

বৈশিষ্ট্য :

ক) তিন দিক ঘেরা ও সামনের দিক খোলা।

খ) অনেক সময় হিমবাহ গলা জল করিতে জমে হ্রদ সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় টার্ন বা করি হ্রদ।

গ) দুই পাশে দুটি করির সৃষ্টি হলে তাদের মধ্যবর্তী অংশে সংকীর্ণ ও খাড়া শিরা তৈরি হয়, একে এরিটি বলে।

ঘ) একাধিক করির মাঝে উঁচু শৃঙ্গকে হর্ন বা পিরামিড শৃঙ্গ বলা হয়, যেমন আল্পসের ম্যাটারহর্ন।

উদাহরণ : অ্যান্টার্কটিকার ওয়ালকট পৃথিবীর গভীরতম সার্ক।

● 'U' আকৃতির উপত্যকা বা হিমদ্রোণী :

পার্বত্য অঞ্চলে নদী উপত্যকাগুলি হিমবাহের ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তার আকৃতি ইংরেজি 'U' অক্ষরের মতো হয়। একে তাই U আকৃতির উপত্যকা বা হিমদ্রোণী বলা হয়।

উৎপত্তি : অবঘর্ষ ও উৎপাটন প্রক্রিয়ায় পার্শ্বক্ষয় ও নিম্নক্ষয় সমান হারে হতে থাকলে হিমদ্রোণী সৃষ্টি হয়।

বৈশিষ্ট্য :

ক) নীচের অংশ চওড়া ও সমতল হয়।

খ) পাশের ঢালগুলি খাড়া হয়।

গ) হিমদ্রোণীতে হিমসোপান দেখা যায়।

ঘ) অনেক সময় বরফ গলে গিয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়। এগুলিকে প্যাটার্নস্টার হ্রদ বলে।

উদাহরণ : স্কটল্যান্ডের গ্লেন রয়, আমেরিকার ইয়াসেমিতি উপত্যকা।

● **ঝুলন্ত উপত্যকা-**

প্রধান হিমবাহ উপত্যকার ওপর যখন অনেক ছোট ছোট হিমবাহ উপত্যকা ঝুলন্তভাবে অবস্থান করে তখন তাকে ঝুলন্ত উপত্যকা বলে।

উৎপত্তি :

• প্রধান হিমবাহের সঙ্গে অনেক ছোট ছোট উপ হিমবাহ এসে মিলিত হয়।

• ছোট হিমবাহ উপত্যকার থেকে প্রধান হিমবাহ উপত্যকা অনেক গভীর ও প্রশস্ত হয়।

বৈশিষ্ট্য :

ক) উপ হিমবাহগুলি প্রধান হিমবাহ উপত্যকার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

খ) ঝুলন্ত উপত্যকায় জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়।

গ) এই উপত্যকার মধ্যে নদীর সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ- হিমালয়ের বদ্রীনাথের নিকট কুবের ঝুলন্ত উপত্যকা।

প্রশ্নমান - ১/ ২

প্রশ্ন : ফিয়র্ড কাকে বলে?

উত্তর : সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে হিমবাহ উপত্যকা ক্রমশ ক্ষয়কার্যের ফলে গভীর হতে হতে যদি উপকূলে নিমজ্জিত হয় তাহলে ওই উপত্যকার বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন হয়ে যে হ্রদের সৃষ্টি হয় তাকে ফিয়র্ড বলে।

উদাহরণ- ফিয়র্ড নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : রসেমতানে কী?

উত্তর : হিমবাহের গতিপথে কোনও উঁচু ঢিপি অবস্থান করলে, ক্ষয়কার্যের ফলে হিমবাহের প্রবাহের দিকে অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় মসৃণ এবং বিপরীত দিকে উৎপাটন প্রক্রিয়ায় এবড়োখেবড়ো বা অমসৃণ হয়। এই ধরনের ঢিপির নাম রসেমতানে।

প্রশ্ন : কর্তিত স্পার কী?

উত্তর : হিমবাহ উপত্যকার দুই পাশের প্রসারিত অংশগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ত্রিভুজাকৃতির শৈলশিরা তৈরি হয়, যাকে কর্তিত স্পার বলা হয়।

প্রশ্ন : হিমদ্রোণী বা হিমখাত কী?

উত্তর : হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে কোনও 'V' আকৃতির উপত্যকা ক্ষয়কার্যের ফলে 'U' আকৃতিতে পরিণত হয়। একেই U আকৃতির উপত্যকা বা হিমদ্রোণী বলা হয়।

আমেরিকার ইয়াসেমিতি উপত্যকা।

প্রশ্ন : অ্যারেট বা এরিটি কী?

উত্তর : দুই পাশে দুটি করির সৃষ্টি হলে তাদের মধ্যবর্তী অংশে সংকীর্ণ ও খাড়া শিরা তৈরি হয়, একে এরিটি বলে।

প্রশ্ন : পিরামিড চূড়া কী?

উত্তর : পর্বতশৃঙ্গের বিভিন্ন দিকে কয়েকটি এরিটি একসঙ্গে গঠিত হলে মাঝখানে পিরামিডের চূড়ার মতো অবস্থান করে, একে পিরামিড চূড়া বলা হয়।

প্রশ্ন : হর্ন কী?

উত্তর : হর্ন হল একটি পিরামিড আকৃতির পর্বতশৃঙ্গ, একাধিক করির মাঝে উঁচু শৃঙ্গকে হর্ন বা পিরামিড শৃঙ্গ বলা হয়। যেমন- আল্পসের ম্যাটারহর্ন।

প্রশ্ন : ক্র্যাগ ও টেল কী?

উত্তর : হিমবাহের প্রবাহপথে কঠিন শিলার পরে কোমল শিলা অবস্থান করলে, সামনের দিকে কঠিন শিলা উঁচুভাবে অবস্থান করে এবং পিছনে কোমল শিলা সরু লেজের মতো অবস্থান করে। একে ক্র্যাগ ও টেল বলে।

প্রশ্ন : হিমসিঁড়ি কাকে বলে?

উত্তর : অসমভাবে ক্ষয়কার্যের ফলে হিমবাহ উপত্যকায় সিঁড়ির ধাপের মতো যে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় তাকে হিমসিঁড়ি বলে।

হিমসিঁড়ির তিনটি অংশ থাকে–

• রাইসার– খাড়া অংশ।

• রিগেল– শিলাঘটিত উচ্চভূমি।

• ট্রেড– রাইসার ও রিগেলের মধ্যবর্তী প্রায় সমতলভূমি।

প্রশ্ন : বহিঃবিধৌত সমভূমি কাকে বলে?

উত্তর : হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষয়প্রাপ্ত নুড়ি, কাঁকর, বালি ইত্যাদি বাহিত হয়ে অনেক দূরে সঞ্চিত হয়ে সমভূমি সৃষ্টি করে তাকে বহিঃবিধৌত সমভূমি বলে।

প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের ইতিহাস

মধুরূপা ব্যানার্জী রাউৎ,
শিক্ষিকা, স্প্রিংডেল হাইস্কুল
কল্যাণী, নদিয়া

১. ব্রিটিশ সরকার অরণ্য সনদ কবে পাশ করে?

উঃ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে।

২. প্রথম ভারতীয় অরণ্য আইন কবে পাশ হয়?

উঃ ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে।

৩. কোন ভারতীয় অরণ্য আইন অনুযায়ী সমগ্র ভারতীয় অরণ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়?

উঃ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় ভারতীয় অরণ্য আইন।

৪. ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় ভারতীয় অরণ্য আইন, ভারতের সমগ্র অরণ্যকে কী কী ভাগে ভাগ করেছিল?

উঃ ক) সংরক্ষিত অরণ্য
খ) সুরক্ষিত অরণ্য
গ) গ্রামীণ অরণ্য

৫. কে কবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন?

উঃ লর্ড কর্নওয়ালিশ, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

৬. ভারতীয় উপজাতিদের দ্বারা ভারতীয় অরণ্য সম্পদ আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার কী করে?

উঃ ব্রিটিশ সরকার 'ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন' পাশ করে।

৭. কোন বিদ্রোহে কৃষকরা 'ডিং খরচা' নামক চাঁদা আদায় করত?

উঃ রংপুর।

৮. রংপুর স্বাধীন সরকারের 'নবাব' কে ছিলেন?

উঃ নুরুলউদ্দিন।

৯. রানি শিরোমণি কোন বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন?

উঃ চুয়াড় বিদ্রোহ।

১০. মুন্ডা বিদ্রোহ কী নামে পরিচিত ছিল?

উঃ উলগুলান।

১১. মুন্ডা সমাজে জমির যৌথ মালিকানাকে কী বলা হত?

উঃ খুঁৎকাঠি প্রথা।

১২. পাগলপন্থীরা কোন উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল?

উঃ গারো পার্বত্য উপজাতি।

১৩. 'বিদ্রোহী রাজা' নামে কে পরিচিত ছিলেন?

উঃ পাবনা বিদ্রোহের নেতা, তালুকদার ঈশানচন্দ্র রায়।

১৪. হো বিদ্রোহ কোথায় হয়েছিল?

উঃ ছোটনাগপুরে সিংভূম অঞ্চলে।

১৫. কে 'বিশে ডাকাত' নামে পরিচিত ছিলেন?

উঃ নীল বিদ্রোহের নেতা বিশ্বনাথ সর্দার।

১৬. দামিন-ই-কোহ কী?

উঃ সাঁওতালদের বসতি অঞ্চলকে বলা হত দামিন-ই-কোহ। এর অর্থ হল পাহাড়ের প্রান্তদেশ।

১৭. আদিবাসীরা কাদের 'ডিকু' বলে অভিহিত করত?

উঃ আদিবাসীরা বহিরাগত জমিদার, সুদখোর মহাজন, ব্যবসায়ী প্রমুখকে 'ডিকু' বলে অভিহিত করত।

১৮. কারা বাংলার 'ওয়াট টাইলার' নামে পরিচিত?

উঃ নীল বিদ্রোহের নেতা দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।

১৯. কারা 'দি পাবনা রায়ত লিগ' গঠন করেন?

উঃ পাবনা জেলার অত্যাচারিত কৃষকরা।

২০. কার প্রচেষ্টায় ভারতে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস চালু হয়?

উঃ ব্রিটিশ ভারতের বন বিভাগের ইনস্পেকটর জেনারেল দিয়েত্রিখ ব্র্যান্ডিস।

২১. বালাকোটের যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয়েছিল?

উঃ ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের শিখ জাতি এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহমেদ ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বালাকোটের যুদ্ধ হয়েছিল।

২২. ওয়াহাবি কথার অর্থ কী?

উঃ নবজাগরণ।

২৩. কে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহকে হিন্দুস্থানের যাযাবর ও পেশাদার ডাকাতদের উপদ্রব বলে বিদ্রুপ করেছিলেন?

উঃ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস।

২৪. ফরাজি নামক ধর্মীয় সম্প্রদায় কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ।

২৫. বাংলার কোন আদিবাসী সম্প্রদায় স্থানীয় জমিদারদের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কাজ করত?

উঃ মেদিনীপুর জেলার উত্তর-

মাধ্যমিক ইতিহাস

পশ্চিমাংশ ও বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বসবাসকারী চুয়াড় সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা।

২৬. 'কেনারাম', 'বেচারাম' কী ?

উঃ ছোটনাগপুরের সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে বহিরাগত ব্যবসায়ীরা 'কেনারাম' নামক কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করে সাঁওতালদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করত এবং বেচারাম নামক বেশি ওজনের বাটখারা ব্যবহার করে নিজেদের পণ্যগুলি সাঁওতালদের কাছে বিক্রয় করে তাদের ঠকাত।

২৭. সন্দীপ বিদ্রোহ কবে কোথায় হয়েছে?

উঃ বঙ্গোপসাগরের বুকে কয়েকটি ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত সন্দীপ নামক অঞ্চলে দরিদ্র জনগণ ব্রিটিশ কোম্পানির সহযোগী গোকুল ঘোষালের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করে।

২৮. বারাণসী বিদ্রোহ কেন এবং কবে হয়েছিল?

উঃ বারাণসীর জায়গিরদার বলবন্ত সিংহের পুত্র চৈত্র সিংহের আমলে এখানকার নির্যাতিত কৃষকরা ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

২৯. কাদের 'পাইক' বলা হত?

উঃ বাংলা ও ওড়িশার জমিদারদের অস্ত্রবাহক ও শান্তিরক্ষকদের বলা হত 'পাইক'।

৩০. কোন আইনের দ্বারা 'বেথ বেগারি' প্রথা নিষিদ্ধ হয়?

উঃ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন (ChhotonagpurTenancy Act) পাস করে। এই আইনের দ্বারা বেথ বেগারি প্রথা নিষিদ্ধ হয়।

প্রাণী হরমোন সম্পর্কে আলোচনা

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

১) গ্রন্থি কাকে বলে?

উঃ বহুকোষী উন্নত প্রাণীদেহে যে বিশেষ কোষসমষ্টি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য জৈব রাসায়নিক তরল ক্ষরণ করে, তাদের গ্রন্থি (gland) বলে। উদাহরণ - লালা গ্রন্থি, পিটুইটারি গ্রন্থি, অগ্নাশয় প্রভৃতি।

২) অনাল গ্রন্থি কাকে বলে?

উঃ যেসব গ্রন্থির নালি না থাকায় ক্ষরণপদার্থ সরাসরি রক্ত ও লসিকায় মেশে তাদের অনাল গ্রন্থি বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। উদাহরণ- পিটুইটারি গ্রন্থি ও থাইরয়েড গ্রন্থি।

৩) পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলে কেন?

উঃ পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনগুলি দেহের অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বৃদ্ধি ও ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করায় একে প্রভুগ্রন্থি (Master gland) বলে। উদাহরণ– TSH, থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি করে থাইরক্সিন হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪) ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ কী?

উঃ যখন কোনও একটি হরমোনের ক্ষরণ অপর কোনও একটি গ্রন্থির ক্ষরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ বলে। এক্ষেত্রে নিঃসৃত হরমোনের মাত্রার বৃদ্ধি বা হ্রাসে নিয়ন্ত্রক হরমোনের মাত্রার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে।

৫) ট্রপিক হরমোন কী?

উঃ যেসব হরমোন কোনও একটি অনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে অপর কোনও অনাল গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে তাকে ট্রপিক হরমোন বলে। যেমন- ACTH, TSH, GTH ইত্যাদি।

৬) লোকাল হরমোন কাকে বলে?

উঃ যেসব হরমোন কেবল উৎপত্তিস্থল বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে ক্রিয়াশীল তাদের লোকাল হরমোন বলে। যেমন - সিক্রেটিন, গ্যাস্ট্রিন হরমোনগুলি পাকস্থলীতে উৎপন্ন হয়ে সেখানেই কাজ করে।

৭) নিউরোহরমোন কাকে বলে?

উঃ মানব মস্তিষ্কে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস অংশের নিউরোসিক্রেটরি কোষ (নিউরোন) থেকে সংশ্লেষিত ও ক্ষরিত উপাদানকে নিউরোহরমোন বলে। যেমন- অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রেসিন(ADH)।

৮) অগ্নাশয়কে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয় কেন?

উঃ যেসব গ্রন্থি অনাল বা অন্তঃক্ষরা অংশ এবং সনাল বা বহিঃক্ষরা উভয় অংশের সমন্বয়ে গঠিত তাকে মিশ্রগ্রন্থি বলে। অগ্নাশয় গ্রন্থির অন্তঃক্ষরা অংশটি হল আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস। এই অংশের বিটা কোষ ইনসুলিন ও আলফা কোষ গ্লুকাগন হরমোন ক্ষরণ করে। অপরপক্ষে এই

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

গ্রন্থির বহিঃক্ষরা অংশটি হল অগ্নাশয়ের অ্যাসিনাস কোষ। এই অংশ ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, মলটেজ, লাইপেজ ইত্যাদি উৎসেচক সমৃদ্ধ পাচক রস নিঃসরণ করে, যা নালিপথে বাহিত হয়ে ডিওডিনামে এসে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। এজন্য অগ্নাশয়কে মিশ্রগ্রন্থি বলে।

৯) পিটুইটারি হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো।

উঃ মাছের পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস সংগ্রহ করে তা পরিণত পুরুষ ও স্ত্রী কার্প মাছে (রুই বা কাতলা) প্রয়োগ করা হয়। ফলে তারা যৌন জনন করে ও ডিম পাড়ে। একে

হাইপোফাইজেশন বা প্রণোদিত প্রজনন বলে।

১০) খাদ্য লবণ আয়োডিনযুক্ত হওয়া উচিত কেন?

উঃ প্রাণীদেহে থাইরক্সিন হরমোন সংশ্লেষের জন্য আয়োডিন একান্ত প্রয়োজন। আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে থাইরক্সিনের সংশ্লেষ ও ক্ষরণ ব্যাহত হয়। এর ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং সাধারণ গলগন্ড রোগ দেখা যায়। এই কারণে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য খাদ্য লবণ আয়োডিনযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১১) ক্রেটিনিজম কী?

উঃ থাইরক্সিন হরমোনের কম ক্ষরণে শিশুদের যে রোগ হয় তাকে ক্রেটিনিজম বলে। এই রোগে শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে খর্বাকৃতি হয় ও উদর বড় হয়। এছাড়া মানসিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তা ব্যাহত হয় ও BMR কমে যায়।

১২) ব্যাঙাচির পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরিত হতে কোন হরমোন সাহায্য করে?

উঃ থাইরক্সিন হরমোন।

১৩) বৃক্ক নিঃসৃত দুটি হরমোনের নাম লেখ?

উঃ রেনিন ও এরিথ্রোপোয়েটিন।

১৪) মানবদেহের ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম অনাল গ্রন্থির নাম লেখো।

উঃ মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অনাল গ্রন্থি হল পিনিয়াল গ্রন্থি এবং বৃহত্তম অনাল গ্রন্থি হল থাইরয়েড গ্রন্থি।

১৫) ডায়াবিটিস মেলিটাস কী?

উঃ ইনসুলিন হরমোনের কম ক্ষরণের ফলে বা কার্যকারিতা হ্রাসজনিত কারণে কলাকোষে গ্লুকোজের শোষণ ও জারণ হ্রাস পায়। এই কারণে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বৃদ্ধি পেলে দেহে যে অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তাকে ডায়াবিটিস মেলিটাস বলে।

১৬) জরুরিকালীন হরমোন কী?

উঃ রাগ, দুশ্চিন্তা, ভয়, আনন্দ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনার সময় রক্তে অ্যাড্রিনালিন হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে এবং অ্যাড্রিনালিন স্নায়ুতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে ও দেহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে। এজন্য অ্যাড্রিনালিনকে আপৎকালীন বা জরুরিকালীন হরমোন বলে।

১৭) অ্যান্ড্রোজেন কী?

উঃ স্টেরয়েড জাতীয় যে হরমোন পুরুষদেহের বৃদ্ধি ও জননগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের অ্যান্ড্রোজেন বলে। যেমন - শুক্রাশয় থেকে নির্গত টেস্টোস্টেরন এবং অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স ক্ষরিত অ্যান্ড্রোজেন।

সঠিক ইংরেজি উচ্চারণের গাইডলাইন

অজন্তা বসাক, *শিক্ষক*
সেন্ট পলস স্কুল
জলপাইগুড়ি

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রচলিত কিছু ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণের একটি সহজ গাইডলাইন নীচে তুলে ধরা হল :

❑ নীরব বর্ণ (Silent Letter) :

ইংরেজি ভাষার অনেক শব্দে এমন কিছু বর্ণ থাকে যা বানানে উপস্থিত থাকলেও উচ্চারণের সময় উহ্য থাকে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিভ্রান্তির অন্যতম প্রধান কারণ।

● Receipt : শব্দটিতে 'p' নীরব থাকে, তাই সঠিক উচ্চারণ হল 'রিসিট'।

● Debt : এখানে 'b' উচ্চারিত হয় না, উচ্চারণ হবে 'ডেট'।

● Island : 's' বর্ণটি বাদ দিয়ে এর উচ্চারণ করতে হয় 'আইল্যান্ড'।

● Almond : এই শব্দটিতে 'l' উচ্চারিত হয় না, সঠিক উচ্চারণ 'আমন্ড'।

❑ শব্দাঘাত (Stress) এবং ধ্বনিগত পরিবর্তন :

শব্দের কোথায় জোর দিতে হবে, তা না জানলে উচ্চারণ বদলে যায়। যেমন :

● Education : এর সঠিক উচ্চারণ 'এজুকেশন' (এখানে 'd' ধ্বনি পরবর্তী বর্ণের প্রভাবে 'জ'-এর মতো শোনায়)।

● Preface : বইয়ের শুরুতে থাকা এই অংশের উচ্চারণ 'প্রি-ফেস' নয়, বরং 'প্রেফিস'।

● Parents : আমাদের অতি আপনজনদের আমরা 'প্যারেন্টস' বলি, তবে শুদ্ধতম উচ্চারণ হল 'পেয়ারেন্টস'।

● Guardians : শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হবে 'গার্ডিয়ান্স'।

● Record : মনে রাখবে, নাম হিসেবে এটি 'রেকর্ড', কিন্তু কাজ (ক্রিয়া) বোঝাতে এর উচ্চারণ হবে 'রিকর্ড'।

❑ সংকুচিত বা দ্রুত উচ্চারণ (Contracted Sounds) :

কথা বলার সময় অনেক শব্দের

ভেতরের কিছু অংশ বা সিলেবল (Syllable) সংকুচিত হয়ে যায়, যা অনেক সময় মূল বানানের চেয়ে আলাদা শোনায়।

● Vegetable : একে চার ভাগে 'ভে-জি-টে-বল' না বলে দ্রুত উচ্চারণে বলতে হয় 'ভেজটেবল'।

● Comfortable : এটি 'কমফর্টেবল' নয়, বরং 'কমফ্টেবল'।

● Chocolate : শব্দটির সঠিক ও মার্জিত উচ্চারণ হল 'চক্লেট'।

একইভাবে Family (ফ্যামলি) এবং Camera (ক্যামরা) এই শ্রেণির উদাহরণ।

❑ বানান ও উচ্চারণের অসামঞ্জস্য :

কিছু শব্দের বানান আর উচ্চারণের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এগুলো কেবল নিয়মিত চর্চার মাধ্যমেই আয়ত্ত করা সম্ভব। যেমন -

● Colonel : এটি ইংরেজি উচ্চারণের একটি বিশেষ ব্যতিক্রম। বানান অনুযায়ী 'কলোনেল' মনে হলেও সঠিক উচ্চারণ হল 'কার্নেল'।

● Women : 'Woman'-এর বহুবচন এই শব্দটির উচ্চারণ হবে 'উইমেন'।

● Queue : অনেকগুলো vowel-এর উপস্থিতি থাকলেও এর উচ্চারণ হবে 'কিউ'।

ইংরেজি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, খুব পরিচিত কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে আমাদের ভুল হয়। এর পেছনে কাজ করে বানানের জটিলতা কিংবা নিয়মিত ইংরেজি শোনার অভ্যাসের অভাব। অনেক সময় ভুল উচ্চারণই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। অথচ একটু সচেতন হলে ছাত্রজীবন থেকেই এই বিভ্রান্তি দূর করা সম্ভব।

ইংরেজি ভাষা বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করেছে। সেই শব্দগুলো সাধারণত তাদের মূল ভাষার নিয়মেই উচ্চারিত হয়।

● Genre : শিল্প বা সাহিত্যের ধরন বোঝাতে এই শব্দটির সঠিক উচ্চারণ 'জনরা'।

● Choir : সমবেত সংগীত দলকে বলা হয় 'কোয়ার' (অনেকে ভুলবশত একে 'চয়ার' বলে)।

❑ বিদেশি উৎস থেকে আসা শব্দ (Borrowed Words) :

● Pizza : ইতালীয় এই শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হল 'পিৎসা'।

● Jojoba : এটি স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত শব্দ, তাই এর উচ্চারণ 'হোহোবা'।

● Mojito : জনপ্রিয় এই পানীয়টির সঠিক উচ্চারণ হবে 'মোহিতো'।

● Ballet : ফরাসি উৎস থেকে আসা এই শব্দের সঠিক উচ্চারণ 'বালে' (শেষে 't' নীরব থাকে)।

শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণের কিছু কার্যকরী টিপস :

উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি উচ্চারণ আরও নিখুঁত করতে শিক্ষার্থীরা নীচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে পারে :

● লিসেনিং অ্যান্ড রিপিটিং : কোনও অডিও বা ভিডিও শোনার সময় স্পিকারের উচ্চারণটি হুবহু নকল করার চেষ্টা করা। একে বলা হয় 'শ্যাডোয়িং' (Shadowing), যা উচ্চারণ দ্রুত উন্নত করতে সাহায্য করে।

● আয়নার সামনে অনুশীলন : প্রতিদিন অন্তত ৫-১০ মিনিট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ইংরেজি পড়ার অভ্যাস করা। এটি উচ্চারণের জড়তা কাটানোর পাশাপাশি নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।

● ফোনে ভয়েস রেকর্ড করা : নিজের উচ্চারণ স্মার্টফোনে রেকর্ড করে পরে তা শোনা। এতে নিজের ভুলগুলো ধরা সহজ হয় এবং পরে তা সংশোধন করা যায়।

● আইপিএ (IPA) সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা : প্রতিটি শব্দের পাশে ডিকশনারিতে কিছু চিহ্ন বা সিম্বল থাকে, একে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক আলফাবেট। এর সাধারণ কিছু নিয়ম জানলে বানান দেখে সঠিক উচ্চারণ বোঝা অনেক সহজ হয়।

● বন্ধুদের সাথে চর্চা : সহপাঠী বা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময় নতুন শেখা শব্দগুলো সঠিক উচ্চারণে ব্যবহার করার চেষ্টা করা।

শুদ্ধ উচ্চারণ কেবল আভিজাত্যের প্রকাশ নয়, বরং সঠিক যোগাযোগের মাধ্যম। নিয়মিত চর্চা আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেয়।

ছোট্ট তারা

ভক্তিনগর সেন্ট জোসেফ স্কুলের ছাত্র শুভাংশ মুখোপাধ্যায় ভালো আবৃত্তি করে সকলের নজর কেড়েছে। ইউকেজির এই ছাত্রের কবিতার প্রতি আগ্রহে খুশি স্কুলের শিক্ষকরা।

শিলিগুড়িতে গ্যাস-ভোগান্তি চরমে

এলপিজি সিলিন্ডার নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ তুলে ঘেরাওয়ের ডাক গৌতমের

নিতাই সাহা ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : মোবাইলে ডেলিভারি মেসেজ পৌঁছালেও উপভোক্তাদের একাংশ গ্যাস সিলিন্ডার পাচ্ছেন না। কেউ আবার হঠাৎ করেই জানতে পারছেন বুকিং বাতিল হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ দিনের পর দিন ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসের চক্কর কাটলেও আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসের সামনে লাইন বাড়তে শুরু করে। একটা সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা উপভোক্তাদের ক্ষোভের পারদ চড়তে শুরু করে। উপভোক্তাদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের জন্য বরাদ্দ গ্যাস সিলিন্ডার খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগে সিলমোহর দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র তথা বিধানসভা ভোটে এই আসনের প্রার্থী গৌতম দেবও। যদিও ডিস্ট্রিবিউটাররা অবশ্য সেই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, পর্যাপ্ত সিলিন্ডার সরবরাহ না হওয়ার জেরে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বুধবার ভোর থেকেই শহরে থাকা বিভিন্ন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসের সামনে উপভোক্তাদের লাইন বাড়তে শুরু করে। অনেকে বাড়ি থেকে টোটো ভাড়া করে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে এসে বসে পড়েন রাস্তার ধারে। উপভোক্তাদের অনেককে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে দার্জিলিং মোড়ে গ্যাস গোডাউনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

হঠাৎ করেই গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে লাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন কেন? চিলড্রেন পার্কের কাছে এক ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিপ্লব দাস। ক্ষোভের সুরে বললেন, 'কেউ কি ইচ্ছে করে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ায়? গ্যাস বুকিং হয়ে যাওয়ার পরেও গ্যাস পাচ্ছি না।' এদিন উপভোক্তাদের একটা বড় অংশই কালোবাজারির অভিযোগ তুলেছেন। এদিন সকালেই পাকুড়তলা মোড় সংলগ্ন এলাকার একটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে হাজির হয়েছিলেন সুরেশ বর্মন ও বিজয় প্রসাদ।

মোবাইলে গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারির মেসেজ দেখিয়ে সুরেশ বলছিলেন, 'গ্যাস বুকিং করার পর ওটিপি এসেছিল। এরপর গত ২৯ তারিখ হঠাৎ করেই গ্যাস ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে বলে মেসেজ চলে আসে। এরপর আমি ডিস্ট্রিবিউটার অফিসে ছুটে আসার পর আমাকে বলা হয় আজকে আসার জন্য। আজকে স্লিপ দিয়ে দেওয়া হবে। সেই স্লিপ নিয়ে দার্জিলিং মোড়ের গোডাউনে যেতে হবে।'

আশ্রমপাড়ার এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসের সামনে গ্রাহকদের লাইন। বুধবার। -সংবাদচিত্র

অভিষেক মিত্তাল নাম আরেক উপভোক্তা বলেন, '২১ তারিখে গ্যাস বুকিং করেছি। ২২ তারিখ মেসেজ পাই গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি এখনও গ্যাস সিলিন্ডার পাইনি। কেন এমন হল বুঝতে পারছি না। যান্ত্রিক ত্রুটি না অন্যকিছু, তা জানা নেই।' অপর এক উপভোক্তা রাজকিশোর শা বলেন, 'গত মাসের ২৩ তারিখে গ্যাস বুকিং করা হলেও এখনও ডেলিভারি হয়নি। ডেলিভারি বয়কে ফোন করলে বলে আসছি। কিন্তু আজও গ্যাস সিলিন্ডার পাইনি। তবে আমি নিজে তাদের চড়া দরে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করতে দেখেছি।' অনেকে ওটিপি পাওয়ার পরেও গ্যাস সিলিন্ডার না পাওয়ার কারণেও এদিন লাইনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অর্পিতা দাস নামের এক উপভোক্তার কথায়, 'গত মাসের ১৩ তারিখ বুকিং করার জন্য ওটিপি এসেছিল। এখনও গ্যাস ডেলিভারি হয়নি। এদিন তাই স্লিপ নিতে এসেছিলাম। ওই স্লিপ নিয়ে একেবারে দার্জিলিং মোড়ের গোডাউনে যাব।'

কালোবাজারির অভিযোগ অবশ্য ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন এক ডিস্ট্রিবিউটার অফিসের ম্যানেজার জীবন পাল। তবে তাঁর স্বীকার, 'মঙ্গলবার গ্যাস সিলিন্ডার সাপ্লাই আসেনি। অন্যান্য দিন সরবরাহ হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। সেক্ষেত্রে খানিকটা সমস্যা হচ্ছে।'

- ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসের সামনে দু'ধরনের লাইন ছিল
- একটি গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং করার লাইন, অন্যটি স্লিপ নেওয়ার লাইন
- দুই লাইনেই মহিলা এবং পুরুষরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন
- দুই লাইন মিলিয়ে অপেক্ষারত গ্রাহকদের সংখ্যা প্রায় ৮০০-১০০০

ভোটের আবহে এই পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়েছে। এদিন বেলার দিকে পাকুড়তলা মোড় সংলগ্ন ওই ডিস্ট্রিবিউটার অফিসের সামনে যান গৌতম দেব। ভোট প্রচারের কায়দায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেইসঙ্গে গ্যাস সরবরাহকারী হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা উপভোক্তাদের আশ্বস্ত করে গৌতম বলেন, 'শীঘ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হবে।' দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা উপভোক্তাদের মন জয় করতে গৌতমের নির্দেশ মেনে দলীয় নেতৃত্ব উপভোক্তাদের হাতে জল ও বিস্কুট তুলে দেয়। পরে ফেসবুক লাইভে তিনি বলেন, '২৩ মার্চ কোঅর্ডিনেশন বৈঠক করেছিলাম। বৈঠকে এইচপিসিএল-র নর্থবেঙ্গল হেড স্পষ্ট করেছিলেন গ্যাসের কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটারের উপভোক্তারা গ্যাস পাচ্ছেন না। সেই গ্যাস সিলিন্ডারগুলো চড়া দরে বাইরে বিক্রি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে উপভোক্তাদের সমস্যার সমাধান করার কথা বলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ দুইদিন সময় চেয়েছে। তবে আমি আস্থা রাখতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে আমি ৩ তারিখ ফের বৈঠকে বসব।'

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, 'গৌতমবাবু মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। ভোটের আবহে তিনি গ্যাস নিয়ে রাজনীতি করছেন। তবে গ্যাস নিয়ে কালোবাজারি হচ্ছে কি না সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বিজেপি ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম পে কমিশনের কাজ শুরু হবে বলে শহরের বিভিন্ন জায়গায় মঙ্গলবার পোস্টার লাগিয়েছিলেন শিলিগুড়ি বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী শংকর ঘোষ। তবে তা লাগানোর কিছুক্ষণ পরই সেইসব পোস্টারগুলি কেউ বা কারা ছিঁড়ে ফেলে। বুধবার বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে শংকর বলেন, 'কেউ বা কারা পোস্টারগুলি ছিঁড়েছে। আমি আবার পোস্টার লাগাব।' তিনি জানান, পোস্টারগুলি কে ছিঁড়েছে তা জানার আগ্রহ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনেও এবিষয়ে কথা বলে দেখা হবে। এদিনও বিজেপি ক্ষমতায় এলে সপ্তম পে কমিশনের কাজ শুরু হবে বলে জানান বিজেপি প্রার্থী। এছাড়াও সরকারি যে সকল কর্মীরা বেতন নয় সাম্মানিকের ভিত্তিতে কাজ করেন, তাঁদের সাম্মানিক বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি।

এবিটিএ-র দাবি

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে এবিটিএ। এই দাবিতে বুধবার সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক(মাধ্যমিক) কানাইলাল দে'র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু।

প্রার্থীর জন্য গান নচিকেতার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : 'শিলিগুড়ির সূর্য...।' গৌতম দেবের জন্য এবার গান বাঁধলেন নচিকেতা চক্রবর্তী। তিনি একা নন, সঙ্গে মেয়ে ধানসিঁড়িও কণ্ঠ মিলিয়েছেন। বাবা-মেয়ের যুগলবন্দিতে ভোটের ময়দানে শিলিগুড়িতে বাজবে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতমের জন্য তৈরি গান। যদিও জনমানসের কৌতূহল, গানের কথায় গৌতমের নাম থাকবে কি? এমন প্রশ্ন শুনে নচিকেতা বলছেন, 'সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।' বুধবার রাতে টেলিফোনে তাঁকে ধরতেই বললেন, 'গৌতমদা আমার এবং মেয়ের ভীষণ প্রিয় একজন মানুষ। তাঁর জন্য গান তৈরি করতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে আমাদের দুজনেরই।' নচিকেতার মতো শিল্পী তাঁর জন্য গান তৈরি করায় যথেষ্টই উচ্ছ্বসিত এবং আবেগতাড়িত গৌতম।

এর আগেও শিলিগুড়ির জন্য থিম সং গেয়েছেন নচিকেতা। ২০১৪ সালে পুরনিগমে প্রশাসক বোর্ড থাকাকালীন শিলিগুড়ি কার্নিভালের আয়োজন হয়েছিল। সে সময় গৌতম প্রশাসক বোর্ডের প্রধান ছিলেন। মেয়ে ধানসিঁড়িকে সঙ্গে নিয়ে নচিকেতা গেয়েছিলেন,

শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে নির্বাচনি প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

'মাথার ওপর পাহাড়, নীচে তিস্তা নদী...।' নচিকেতার সেই গান যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল সে সময়। শহরবাসীর মুখে মুখে ঘুরেছিল গানের কলি। এখনও সেই গান শিলিগুড়ির সংগীতপ্রেমীদের মুখে মুখে ফেরে। ওই সময় থেকেই গৌতমের সঙ্গে আলাপ নচিকেতার। তার পরে একাধিকবার উত্তরবঙ্গ উৎসব সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে গৌতমের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি শিলিগুড়িতে এসেছেন। এমনকি ওয়ার্ড উৎসবের মঞ্চেও নচিকেতাকে গাইতে দেখা গিয়েছে।

এবার বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি কেন্দ্রে বিদায়ি বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে গৌতমকে। তৃণমূলের গৌতমের সমর্থনেই থিম সং তৈরি করছেন গায়ক নচিকেতা। 'হাত ধরে মানুষের দলে, মেজাজে সূর্য পথ চলে...,।' এই গানের কথা ও সুর নচিকেতার। মেয়ে ধানসিঁড়ির সঙ্গে গানের কণ্ঠও দিয়েছেন তিনি। বুধবার রাতে রেকর্ডিংয়ের ফাঁকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে নচিকেতা বললেন, 'গানের নাম দিয়েছি শিলিগুড়ির সূর্য। আশা করি

- তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে থিম সং তৈরি করছেন গায়ক নচিকেতা
- হাত ধরে মানুষের দলে, মেজাজে সূর্য পথ চলে, এই গানের কথা ও সুর তাঁরই
- মেয়ে ধানসিঁড়ির সঙ্গে গৌতমের জন্য এই গানে কণ্ঠও দিয়েছেন এই শিল্পী

গানটা সবার ভালো লাগবে।' গৌতম বলছেন, 'নচিকেতার সঙ্গে অনেকদিনের সম্পর্ক। এর আগেও শিলিগুড়িকে নিয়ে উনি গান লিখেছেন, গেয়েছেন। আমার ভোট প্রচারের থিম সং কবে হাতে পাব, এখনও জানি না। আমিও কোনও সময়সীমা দিয়ে গানটা চাইনি। নচিকেতার ওপরে আস্থা, বিশ্বাস রয়েছে। আশা করছি তিন-চারদিনের মধ্যেই গান হাতে পেয়ে যাব। খুব ভালোভাবে গানটার প্রকাশ (লঞ্চ) করতে হবে।'

বাঙালির হেঁশেলে ভোটযুদ্ধের আঁচ

এ রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে কয়েকটি ঘটনার সূত্র ধরে বিজেপি মাছমাংস খাওয়ার বিরোধী বলে তৃণমূল প্রচার শুরু করেছে। এই প্রচারের জবাব দিতে পদ্ম প্রার্থী শংকর ঘোষ এদিন বিধান মার্কেট থেকে মাছ কিনে এই প্রচারকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ২০২৬-এর ভোটযুদ্ধের পারদ চড়তেই বাংলার রাজনীতির লড়াই সটান ঢুকে পড়ল বাঙালির হেঁশেলে। গত কয়েক মাস ধরেই রাজ্য রাজনীতির অন্দরে একটা গুঞ্জন তীব্র হচ্ছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে কি বাঙালির পাত থেকে উধাও হবে মাছমাংস? বিহারের কিছু বিতর্কিত মন্তব্য কিংবা অন্ডালের মতো জায়গায় দোকান বন্ধ, দিল্লিতে কিছু জায়গায় নবরাত্রির আগে মাছবাজার বন্ধের দাবির মতো ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিরোধীপক্ষ যখন 'নিরামিষাশী শাসন' কায়েমের ভয় দেখাচ্ছে, ঠিক তখনই সেই মিথ ভাঙতে বিধান মার্কেটের মাছ বাজারে এসে জনসংযোগের মাঝে মাছ কিনলেন বিদায়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ।

রণকৌশল হিসেবে এদিন তাঁর হাতে ছিল গেরুয়া রঙের একটি বাজারের ব্যাগ। বিধান মার্কেটের মাছ বাজারে ঢুকে মাছ কিনলেন বটে, তবে এই বাজার করার পেছনে লুকিয়ে ছিল এক গভীর রাজনৈতিক বার্তা। শংকর ঘোষ স্পষ্ট করে বললেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টি মাছমাংস খাওয়ার বিরোধী নয় এবং এই খাদ্যাভ্যাসের ওপর আঘাত হানার কোনও পরিকল্পনা দলের নেই। বিরোধীরা স্রেফ ভোটব্যাংক বাঁচাতে একটি আতঙ্ক তৈরি করছে। দেশে বাঙালি এবং বিহারিরাই সবচেয়ে বেশি মৎস্যভোজী, আর এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না।' বিরোধীদের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'তৃণমূল সুপ্রিমো কেবল খেতে আর মিথ্যা কথা বলতে ভালোবাসেন।' মানুষকে সেই ফাঁদে পা না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ব্যক্তিগত রুচির কথা তুলে ধরে জানান, তাঁর প্রিয় খাবার ভাত-ডাল-আলুসেদ্ধ আর মাছ। তিনি বলেন, 'যাঁরা অপপ্রচার চালাচ্ছেন তাঁদের মাছ-ভাত রেঁধে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেও তাঁর আপত্তি নেই।'

দক্ষিণবঙ্গে বিধাননগরে বিজেপি প্রার্থী ডঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় হাতে ৫ কেজি ওজনের কাতলা মাছ হাতিয়ার করে রাস্তায় নেমেছে তৃণমূল। বিজেপিকে কার্যত 'মাছমাংস বিরোধী' তকমা দিতে চাইছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলছিলেন, 'বাইরের রাজ্যে যা হচ্ছে তাতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে যে মাছমাংসের বাজার বন্ধ হবে না তার গ্যারান্টি কে দেবে? শংকর ঘোষ যে মাছ কিনছেন তাঁকে তা দেখাতে হবে কেন। কে কী খাবে, কে কী পরবে সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয়।'

বিধান মার্কেটের মাছ বাজারে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। বুধবার।

নিয়ে জনসংযোগ শুরু করেছিলেন। শিলিগুড়িতে শংকর ঘোষ তাঁকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহা রাজ্যে প্রকাশ্যে এবং লাইসেন্সবিহীন মাছমাংসের দোকানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারির ঘোষণা করেছেন। অন্ডালে কিছু স্থানীয় বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে মাছমাংসের দোকান বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনাগুলি সহ আরও কিছু ঘটনাকে

দলগুলির এই মাছমাংসের যুদ্ধে কার্যত টানাপোড়েনে সাধারণ মানুষ। দেশবন্ধুপাড়ার সোনাই মহন্ত যেমন নির্ভয়েই রয়েছেন। বলছেন, 'যা কিছু রটে তার সবটাই ঘটে না।' আবার আশ্রমপাড়ার প্রীতম হালদারের কথায়, 'সময় এলেই বোঝা যাবে, তখনই দেখা যাবে।' গেরুয়া ব্যাগ হাতে মাছ বাজারে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের দৃশ্যই বুঝিয়ে দিল, আগামীর লড়াই বাঙালির হেঁশেলেও ঢুকে পড়েছে।

টোটো চোর সন্দেহে আটক তরুণ

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : টোটো চোর সন্দেহে বুধবার ইসলামপুর শহরে গণধোলাইয়ের শিকার এক তরুণ। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের হাতে অভিযুক্তকে তুলে দেয় স্থানীয় জনতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ইসলামপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। এদিন শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি টোটো চুরির চেষ্টা করছিল ওই তরুণ বলে অভিযোগ। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসতেই তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। এরপর ক্ষিপ্ত জনতা তাকে মারধর করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জখম সাইকেল আরোহী

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : বাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষে বুধবার ইসলামপুর শহরের নেতাজিপল্লি এলাকায় এক সাইকেল আরোহী জখম হয়েছেন। তবে বাইকটির গতি কম থাকায় দুর্ঘটনাটি বড় আকার নেয়নি। বাম্পা দাস নামে জখম সাইকেল আরোহীকে স্থানীয়রা হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। মূল রাস্তা থেকে গলিতে ঢোকার মুখে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

কিউআর কোডে হনুমানপুজোর চাঁদা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বারো মাসে তেরো পার্বণের শিলিগুড়িতে খুচরোর হাহাকার মেটাতে এবার আসরে নামল 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'। চাঁদা দিতে গিয়ে পকেট ফাঁকা দেখানোর দিন শেষ। খুচরো নেই বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আর উপায় রাখছেন না পুজোর উদ্যোক্তারা। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির রাস্তায় গাড়ি আটকে এখন ভক্তদের হাতে শোভা পাচ্ছে ল্যামিনেটেড কিউআর কোড। মোবাইলে একটি ক্লিক আর স্ক্যান করলেই কেল্লাফতে। ভক্তির টানে হোক বা ঝুটঝামেলা এড়াতে, পকেট থেকে টাকা না বেরোলেও ডিজিটাল ওয়ালেট থেকে খসে যাচ্ছে মোটা অঙ্কের চাঁদা।

বুধবার শহরের শাস্ত্রীনগর, কুলিপাড়া, ভানুনগর কিংবা ঝংকার মোড়ের মতো এলাকায় এমন চিত্র দেখে থতমত খেয়ে যান অনেকেই। গাড়ি থামিয়ে চাঁদা চাইতেই চেনা উত্তর আসছিল— 'খুচরো নেই'। কিন্তু সেই অজুহাত ধোপে টিকল না। উদ্যোক্তারা তৎক্ষণাৎ টেবিল থেকে তুলে আনলেন কিউআর কোডের স্ক্যানার। এমন অভিজ্ঞতার মুখে পড়া অতনু বা অনিকেতদের কথায়, 'এবারে আর বাঁচার উপায় নেই। কিছু

- খুচরো না থাকার 'অজুহাত' রুখতে এবার শিলিগুড়ির রাস্তায় ল্যামিনেটেড কিউআর কোড
- শাস্ত্রীনগর থেকে ঝংকার মোড়, হনুমান জয়ন্তীর আগে স্ক্যানার হাতে দাপট উদ্যোক্তাদের
- সাইবার প্রতারণা আর বাড়তি খরচের আশঙ্কায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ থেকে চালকরা

বললে অশান্তির মুখে পড়তে হবে। সারাবছর ধরেই তো এখন চাঁদা দিতে হচ্ছে। তার ওপর এই ডিজিটাল কড়াকড়ি।'

শহরে গত কয়েক বছরে হনুমান জয়ন্তীকে ঘিরে উন্মাদনা বেড়েছে। অলিগলিতে গজিয়ে উঠেছে ছোট-বড় মন্দির। কুলিপাড়া এলাকায় চাঁদা তোলা এক তরুণের কথায়, 'চাঁদায় একশো টাকা উঠলে তার আশি টাকাই এখন স্ক্যানারে পাওয়া যায়। রামনবমীতে খুচরোর জন্য কিছুই চাঁদা ওঠেনি, তাই এবার কোড ল্যামিনেটেড করে এনেছি। না দিয়ে আর কেউ যেতে পারছে না।'

তবে এই ডিজিটাল চাঁদা নিয়ে আমজনতার মনে সংশয়ও কম নয়। ভানুনগর এলাকায় এক গাড়িচালক তো প্রশ্নই তুলে দিলেন, 'এই স্ক্যানারে টাকা দিলে সাইবার প্রতারণার শিকার হব না তো?' ভক্তরা অভয় দিলেও সাধারণ মানুষের বিরক্তি লুকোনোর জায়গা নেই। শাস্ত্রীনগরের বাসিন্দা অচিন্ত্য রায়ের সাফ কথা, 'এমনিতেই সব জিনিসের দাম বাড়ছে, তার ওপর এই চাঁদার জুলুম। না দিলে আবার এদের গলার স্বরও বদলে যায়।' চাঁদা তোলা নিয়ে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও সাধারণ মানুষের পকেটে যে টান পড়ছে তা স্পষ্ট। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'জোর করে চাঁদা তোলার কোনও অভিযোগ পেলে আমরা অবশ্যই কড়া ব্যবস্থা নেব।' আপাতত কিউআর কোডের ফাঁদ এড়ানোই এখন শিলিগুড়ির গাড়িচালকদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

রাস্তাজুড়ে খানাখন্দে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বহুদিন আগে পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ। ছবিটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের একটি রাস্তার। প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে কয়েক পা এগোলে রাস্তার এহেন দশা চোখে পড়ছে। অল্প বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয়রা জানান, রাস্তার পাশে যে গাড়ি ধোয়ার দোকানটি রয়েছে সেখানকার ব্যবহৃত জল রাস্তার খানাখন্দে জমে থাকে। ফলে যাতায়াতের সময় প্রতিদিন সকলকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভয়া বসু বলেন, 'শীঘ্র ওই রাস্তা সংস্কার করা হবে। ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে। রাস্তার একপাশে নিকাশিনালা না থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে। এবার রাস্তা সংস্কারের আগে নিকাশিনালা তৈরি করা হবে।'

আজ শহরে

- শিলিগুড়ির বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী প্রসেনজিৎ দেবের পরিচালনায় নৃত্যনীড়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান সন্ধ্যায় দীনবন্ধু মঞ্চে।

জঞ্জালে মুক্তি সেই তিমিরে

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : শহরকে 'স্মার্ট সিটি' করার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। প্রথম লক্ষ্যই ছিল শহরকে আবর্জনামুক্ত করা। পুর আইন মোতাবেক জরিমানার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল পুরনিগমের তরফে। কিন্তু হাল ফেরেনি শহরের। এখনও যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ। এমনকি নিকাশিনালার মধ্যেও আবর্জনা ফেলছেন অসচেতন নাগরিকরা।

আবর্জনামুক্ত শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলতি বছরের শুরুতে একটু কড়া মনোভাব নিয়েছিল পুরনিগম। রাস্তায় আবর্জনা ফেলায় শহরের ১০৬টি প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ ধরিয়েছিল পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ। কিন্তু পরবর্তীতে তেমন পদক্ষেপ আর নজরে পড়েনি। যথারীতি রাস্তার ধার থেকে নিকাশিনালা, এখন সর্বত্রই আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলছেন, 'প্রচারপত্র বিলি থেকে মাইকিং করা হয়েছে। কিন্তু

শিলিগুড়ি

একশ্রেণির মানুষ সচেতন হচ্ছেন না। সাধারণ মানুষকে জরিমানা করতে চাই না, কিন্তু পরিস্থিতি ভবিষ্যতে এমন কাজ করতে বাধ্য করবে।'

নাগরিকদের এমন গা-ছাড়া মনোভাব যতদিন থাকবে, ততদিন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা কম। শহরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুদীপ্ত মজুমদার বলেন, 'শহরকে স্মার্ট সিটি করার জন্য শুধু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যথেষ্ট নয়, মানুষকে সচেতন হতে হবে।' স্থানীয় কাউন্সিলার সাথি দাস বলছেন, 'বারবার বলা সত্ত্বেও অনেকে এধরনের কাজ করছেন। যার ফলে সাফাইকর্মীরা সমস্যায় পড়ছেন।' ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডেও এমন সমস্যায় ভুক্তভোগী স্থানীয় অনেকেই। আবর্জনায় নিকাশিনালা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জল উপচে পড়ছে রাস্তায়। নির্মলসাথীদের কাছ থেকে রাস্তার ধার, নিকাশিনালায় আবর্জনা পড়ে থাকার অভিযোগ পেয়েছেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা। অভিযোগ পেয়ে অনেক বাড়িতে গিয়ে সতর্ক করেন তিনি।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে খেই হারাচ্ছে বামেরা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : রাজনীতির এক অদ্ভুত গোলকধাঁধায় চোরাস্রোতে ভাসছে বর্তমান বাংলা। যে বঙ্গে একসময় লাল ঝান্ডার একচ্ছত্র দাপটে অন্য কোনও রঙের অস্তিত্ব প্রায় চোখেই পড়ত না, আজ সেই চেনা মাটিতেই গেরুয়া শিবিরের অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছে প্রবল পরাক্রমে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস-এর নেতারাও এখন মানছেন যে, বামফ্রন্টের সুদীর্ঘ শাসনকালে নিরন্তর মনস্তাত্ত্বিক এবং আদর্শগত লড়াইয়ের কারণে সংঘের বিস্তার এ রাজ্যে ছিল একেবারেই সীমিত। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় সেই ছবিটা আদ্যোপান্ত বদলে গিয়েছে। বামেদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ যেন আজ বাস্তব সত্য। তৃণমূলের প্রচ্ছন্ন ছত্রছায়াতেই বাংলায় আরএসএস তাদের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করার এক অবাধ সুযোগ পেয়েছে। উত্তরবঙ্গের একাধিক বর্ষীয়ান বাম নেতার আজ আক্ষেপ, সংঘের এই ঝোড়ো বিস্তারের কাছে তাঁরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন।

বামেদের এই আদর্শগতভাবে পিছিয়ে পড়ার দায় স্বাভাবিকভাবেই শাসকদল তৃণমূলের ঘাড়েই চাপাচ্ছেন সিপিএমের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, কোচবিহারের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক তারিণী রায় এবং বর্তমান রাজ্য কমিটির সদস্য জীবেশ সরকারের মতো অভিজ্ঞ নেতারা। তাঁদের মতে, আরএসএস এবং বিজেপির সঙ্গে বর্তমান সময়ের

লড়াইটা নিছকই কোনও ক্ষমতা দখল বা উন্নয়নের লড়াই নয়; এটি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়া এক গভীর সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব। অশোক ভট্টাচার্য স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন, ঠিক এই জায়গাতেই বামপন্থীদের বর্তমান সাংগঠনিক ও আদর্শগত দুর্বলতা প্রকট হয়েছে। তাঁর জোরালো দাবি, আদর্শের এই কঠিন লড়াইয়ে দলের পুরোনো, অভিজ্ঞ ও তাত্ত্বিক নেতাদের আরও বেশি করে সামনের সারিতে আনা প্রয়োজন, যা হয়তো দলের অন্দরে ততটা অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। তৃণমূলের রাজনৈতিক নীতির কারণেই আজ সংঘ পরিবার বাংলার বুকে এমন এক উর্বর জমি পেয়েছে, যা বামেদের আগামীদিনের লড়াইয়ের ময়দানকে বহুগুণ কণ্টকাকীর্ণ করে তুলেছে।

সময়ের অদ্ভুত পরিহাসে বামপন্থীদের নির্বাচনি প্রচারের ধরনেও আজ এক অভূতপূর্ব বদল চোখে পড়ছে। যে বামেরা চিরকাল ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রাখার কথা বলে এসেছেন, আজ তাঁদের প্রার্থীরাই ভোটের বৈতরণি পার হতে মন্দির, মসজিদ, এমনকি যজ্ঞের আসরেও শামিল হচ্ছেন। শিলিগুড়ির সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়ার দৃশ্য যেন সেই পরিবর্তনেরই জীবন্ত দলিল। সংঘ পরিবারের সুপরিকল্পিত হিন্দুত্বের রাজনীতির মোকাবিলা করতে বামেদেরও এই নরম হিন্দুত্বের অলিগলি বেছে নিতে হচ্ছে? এই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন এখন শুধু বিরোধীদের উপহাসের বিষয় নয়, তা রীতিমতো পাক খাচ্ছে খোদ আলিমুদ্দিনের অন্দরেও। তবে শুধু ধর্মস্থানের চৌকাঠ পেরিয়ে লাল শিবিরের এই মরিয়া চেষ্টা শেষপর্যন্ত কতটা ভোটবাক্সে ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সংশয়ের শেষ নেই।

বাম শিবিরের এই চরম ব্যাকফুটে চলে যাওয়ার পেছনে তাদের নিজেদের কিছু মারাত্মক, ঐতিহাসিক কৌশলগত ভুলও সমানভাবে দায়ী। রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর একটা বড় অংশের বাম সমর্থক এবং নীচুতলার কর্মীরা আবেগের বশবর্তী হয়ে মনে করেছিলেন, 'আগে রাম, পরে বাম'। অর্থাৎ, ঘাসফুলকে উপড়ে ফেলতে আগে সাময়িকভাবে পদ্মফুলকে জায়গা দেওয়া হোক। এই হঠকারী রাজনৈতিক ভাবনা যে কত বড় আত্মঘাতী ছিল, তা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন অশোকবাবুদের মতো নেতারা। রামকে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দেওয়ার ফলে সেই রামের আদর্শ আজ উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামেও গভীরভাবে প্রোথিত। সেই প্রবল গেরুয়া স্রোতের তুলনায় বামেদের নিজস্ব আদর্শ আর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি মানুষের কাছে একেবারেই ফিকে হয়ে পড়েছে। একদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাহ্যিক রাজনৈতিক লড়াই, অন্যদিকে আরএসএসের হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে হারানো জমি উদ্ধারের আদর্শগত লড়াই, এই দ্বিমুখী ফলায় বিদ্ধ বামেরা।

তারিণী রায় তাই কোনও রাখঢাক না করেই খোলাখুলি বলেছেন, সংঘের সুশৃঙ্খল আদর্শ এবং মনস্তত্ত্বের মোকাবিলায় তাঁরা যে সত্যিই বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন, তা মেনে নিতে তাঁদের আজ আর কুণ্ঠা নেই। জীবেশ সরকারের গলাতেও একই সুর। তিনি স্বীকার করছেন, 'জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্ব- এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই অত্যন্ত কঠিন ও অসম। তবে শত বাধা সত্ত্বেও বামেরা ময়দান ছাড়তে রাজি নই।'

কিন্তু বাস্তব চিত্রটা হল, যতদিন বাংলার মানুষ বিজেপিকেই তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে মনে করবে, ততদিন বিজেপির ভোটব্যাংক থেকে বামেদের নিজেদের পুরোনো ভোট ঘরে ফেরানো একপ্রকার দুঃসাধ্যই থেকে যাবে।

গ্রেপ্তার দুই

কিশনগঞ্জ, ১ এপ্রিল : কিশনগঞ্জ জেলার ঠাকুরগঞ্জ ব্লকের ৩২৭ ই জাতীয় সড়কে গোয়াখালি থানা এলাকার পেটভরি গ্রামের কাছে উদ্ধার ২৮টি গবাদিপশু। পুলিশ বুধবার সকালে নাকা চেকিং চলাকালীন একটি ডিসিএম ট্রাক থেকে ওই পশুগুলিকে উদ্ধার করেছে। সূত্র জানিয়েছে, এরমধ্যে ১৩টি গোরু ও ১৫টি বাছুর। এই গবাদিপশু পাচারে ব্যবহৃত ট্রাকটি আটকের পাশাপাশি চালক ও খালাসিকে গ্রেপ্তার করেছে।

পোয়াখালি থানার আইসি অভিজিৎ সিং জানান, গোপন সূত্র মারফত খবর আসে বিহারের আরারিয়া থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে ট্রাকে গবাদিপশু পাচার হচ্ছে। এই মর্মে জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং চলাকালীন সংশ্লিষ্ট থানার পেটভরি গ্রামের কাছে অভিযান চালিয়ে গবাদিপশুগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এইদিন কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে।

ধৃত চিকিৎসক

কিশনগঞ্জ, ১ এপ্রিল : বুধবার দুপুরে বিহারের কাটিহার জেলার সমেলি ব্লকের পিএইচসি-র কর্তব্যরত চিকিৎসক বিনয় কুমারকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পোঠিয়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজনের ভিড় উপচে পড়ে। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি)। সূত্র জানিয়েছে, এই চিকিৎসকের এমন কাণ্ড ঘটানোর নজির রয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় কোনও প্রশাসনিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অনিশ্চিতই

প্রথম পাতার পর

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু শীর্ষ আদালতের বুধবারের নির্দেশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নানুরে তৃণমূলের নির্বাচনি জনসভায় তিনি বলেন, 'আজ আমি খুশি, সুপ্রিম কোর্ট ভালো রায় দিয়েছে। পদ্ম ফুলের বস্তায় ফর্ম-৬ জমা করে বহিরাগতদের নাম ঢোকাচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে, হবে না।'

বুধবার শুনানির শুরুতেই শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়, এখনও অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনাল পুরোপুরি কাজ শুরু করেনি। ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মোহতাব শেখের আইনজীবী অভিযোগ করেন, তাঁর মক্কেলের নাম ভোটার তালিকায় নেই, অথচ তিনি প্রার্থী। ৬ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষদিন, এই অভিযোগ শুনে প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, 'আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রাইবিউনাল কাজ শুরু করবে।'

পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে প্রথম দফায় ১৫২টিতে ভোট হবে ২৩ এপ্রিল, যার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৬ এপ্রিল। বাকি ১৪২টি আসনে ভোট ২৯ এপ্রিল, সেখানে মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন ৯ এপ্রিল। আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, ২৩ এপ্রিল যে ১৫২টি আসনে ভোট, সেখানকার সব লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি আগে মেটাতে হবে।

রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে, একাধিক অতিরিক্ত তালিকাও বেরিয়েছে, তাহলে এখন হঠাৎ এত ফর্ম-৬ কেন জমা পড়ছে? তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে বান্ডিল বান্ডিল ফর্ম-৬ জমা হয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার ফর্ম জমা পড়ার অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু পালটা বলেন, 'কোনও নাগরিক ১৮ বছর পূর্ণ হলে ফর্ম-৬ জমা দিয়ে ভোটার হওয়ার আবেদন করতে পারেন। এতে কোনও বাধা নেই।'

মমতার মুখে চ্যালেঞ্জ

প্রথম পাতার পর

দ্বিতীয়ত, মহিলাদের আর্থিক সহযোগিতায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের গুরুত্ব তুলে ধরা। মহিলা ভোটারদের সমর্থন আদায়ে অভিষেক যেন অনেক বেশি লক্ষ্যস্থির করে এগোচ্ছেন। যদিও কখনও প্রকাশ্যে পিসিকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন না অভিষেক। বরং ভাষণের পরতে পরতে যেন নিয়ম করে উচ্চারণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের জন্য এই করেছেন কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আপনাদের পাশে আছে গোছের মন্তব্য।

মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু বক্তব্যে অনেক অগোছাল। এটা ঠিকই যে, তাঁর জনমোহিনী বা ভোট ক্যাচারের ভাবমূর্তি অভিষেকের চেয়ে অনেক বেশি। যদিও এই ধরনের কথাবার্তাতেই এতদিন মানুষের সমর্থন পেয়ে এসেছেন তিনি। একের পর এক নির্বাচনে এধরনের বক্তৃতা করেই দলকে উতরে দিয়েছেন। তবে এটাও ঠিক যে, ভাষণে ভাইপোর মতো ধারাবাহিকতা রাখতে পারেন না মমতা। তাছাড়া তিনি সবার ঊর্ধ্বে- এরকম মনোভাবের প্রতিফলন থাকে তাঁর বক্তৃতায়।

মঙ্গলবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ভাবনার উৎস বলতে গিয়ে বলে ফেললেন, নোটবন্দির সময় অভিষেকের মা একদিন তাঁর কাছে ৫০০ টাকা চেয়েছিলেন। তাতেই তাঁর মনে হয়েছিল, মহিলাদের হাতে টাকা থাকা দরকার। ঘটনাটি অতি সাধারণ। কিন্তু তার কথনে আমিত্ব অনেক বেশি প্রকট। সেই আমিত্বের রোগে অবশ্য সংক্রামিত অভিষেকও। মাথার ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্তিত্ব প্রকাশ্যে বারবার বললেও সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক অনেক ব্যাপারে সেই আমিত্ব ফুটে ওঠে। বুধবার যেমন রাজগঞ্জে বললেন, 'স্বপ্না (রাজগঞ্জের প্রার্থী) জিতলে খগেশ্বরদা, স্বপ্নার সঙ্গে ডায়মন্ড হারবারের মতো এখানকার উন্নয়নের দায়িত্ব আমি নিজের ঘাড়ে তুলে নিলাম।' তিনি যদি সরকারের অংশ না হন, তাহলে কী করে দায়িত্ব নেবেন? তার কিন্তু ব্যাখ্যা নেই। ডায়মন্ড হারবার মডেলে যে তিনি উন্নয়নের নজির গড়েছেন- সেকথাও বুঝিয়ে দিলেন কৌশলে। যদিও সেই মডেলের অর্থের জোগান কীভাবে আসে- তা নিয়ে জনমনে যে প্রশ্ন আছে, তার উত্তর মেলেনি।

তৃণমূলের নির্বাচনি ইস্তাহারের ১০ প্রতিজ্ঞাকে পাখির চোখ করেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তবে প্রথম ৫টি প্রতিজ্ঞার কথাই সব সভায় বলছেন তিনি। মমতা অবশ্য অনেক বেশি ব্যস্ত থাকছেন এসআইআর-এর বিরোধিতায়। কেন্দ্রীয় সরকার, নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে এক ব্র্যাকেটে ফেলে নিয়মিত আক্রমণ শানাচ্ছেন প্রতিটি নির্বাচনি জনসভায়। এখানেও আবার অভিষেকের সঙ্গে পিসির ফারাক। মমতার ভাইপোর লক্ষ্য- উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট আশ্বাসে ভোট কুড়োনো। এজন্য আদর্শ আচরণবিধি ভাঙতে হলেও পরোয়া নেই।

রাজগঞ্জে তিনি ঘোষণা করে গেলেন, 'তৃণমূল জিতলে ছয় মাসের মধ্যে রাজগঞ্জে দমকলকেন্দ্র ও হিমঘর হবে।' মমতার ভাষণ অনেক উচ্চস্বরে। সেখানে অভিষেকের বক্তৃতায় নেই অতি নাটকীয়তা। গলা ওঠা-নামার মধ্যেও ভারসাম্য যথেষ্ট। তিনি মোদ্দা কথাটা চেঁচিয়ে নয়, দৃঢ়তার সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে চান। দুজনের এই কৌশল ভোটে কতটা কার্যকরী, তা সময় বলবে। কিন্তু একথা সত্য যে, উত্তরাধিকারী হলেও মমতার সবকিছুর উত্তরাধিকার তিনি বহন করছেন না।

কড়াইয়ে যুদ্ধের আঁচ

প্রথম পাতার পর

নয়াবাজারের পাইকারি বিক্রেতারা বলেছেন, এপ্রিলে দাম আরও বাড়বে। কাল, পরশু বাজারে গেলে নতুন দাম বুঝতে পারব।'

বুধবার সুভাষপল্লির হাতি মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল স্থানীয় বাসিন্দা সৌমেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁর আশঙ্কা, যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে না খেয়েই দিন কাটাতে হবে। তাঁর কথায়, 'রান্নার জন্য গ্যাসের আকাল। প্রতিদিন গ্যাসের ডিলারের দোকানের সামনে লাইন দিতে হচ্ছে। বুকিংয়ের দেড় মাস পরেও গ্যাস পাচ্ছি না। তার ওপরে আবার জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে সর্ষের তেলের প্যাকেট ১৭০ টাকায় কিনেছি, সেটা এখন ১৯০ টাকা চাইছে। বলছে আরও দাম বাড়বে। এভাবে আর বাঙালি বাঁচবে না।'

কালীবাড়ি রোডের ডিআই ফান্ড বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসা করেন ওমপ্রকাশ গুপ্তা। তিনি জানিয়েছেন, শুধু ভোজ্য তেল নয়, চালের দামও বেড়েছে। বাসমতি চাল কেজিতে ৫-৬ টাকা করে বেড়েছে। এছাড়া অন্য চালের প্যাকেটেও ৫০-৭০ টাকা করে দাম বেড়েছে। ফলে তাঁদেরও দাম বেশি নিতে হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেছেন। তাঁর কাছে জানা গেল, সয়া সস, মেয়োনিজ, টমেটো সসের মতো খাদ্যপণ্যগুলির দামও অনেকটাই বেড়েছে। এপ্রিলে বর্ধিত দামের লেবেল সেঁটেই খাদ্যপণ্যগুলি বাজারে আসবে বলে জানানো হয়েছে।

কৌশিককে চেয়ে পার্টি অফিসে তালা

ফের জলঘোলা ময়নাগুড়িতে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ এপ্রিল : প্রথমে ময়নাগুড়ি আসনে কৌশিক রায়কে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিজেপি। তখন দলেরই একাংশ জোরদার আন্দোলনে নেমেছিল প্রার্থী বদলের দাবিতে। সেইমতো শীর্ষ নেতৃত্ব কৌশিককে সরিয়ে ডালিম রায়কে প্রার্থী করেছে। এবার ডালিমকে সরিয়ে কৌশিককে প্রার্থী করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেখানে। শুধু তাই নয়, দলের অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি লবি কৌশিককেই প্রার্থী হিসেবে ফিরিয়ে আনার জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তদ্বির করেছে। ফলে ময়নাগুড়িতে পদ্ম প্রার্থী হিসেবে কার ভাগ্য শিকে ছিঁড়বে, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। কৌশিককেই প্রার্থী চেয়ে বুধবার ময়নাগুড়িতে বিজেপির পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন তাঁর অনুগামীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে থাকা ডালিমের অনুগামীদের সঙ্গে তুমুল বচসায় জড়িয়ে পড়েন কৌশিকের অনুগামীরা। পরে ডালিমের অনুগামীরা তালা ভেঙে পার্টি অফিস খুলে ভেতরে ঢোকেন। এদিকে, মোটা টাকার বিনিময়ে আসন 'বিক্রি' হয়েছে বলে অভিযোগ করেন কৌশিকের অনুগামীরা।

একেই বোধহয় বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। মাত্র সপ্তাহখানেক আগে, গত ১৯ মার্চ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে কৌশিক রায়ের নাম ঘোষণা করার পর বিজেপির এক অংশ দলীয় কার্যালয়ে তালা মেরে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানায়। প্রবল চাপের মুখে নজিরবিহীনভাবে মঙ্গলবার ডালিম রায়কে ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এরপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কৌশিক অনুগামীরা। বুধবার দুপুরে তাঁরা দলীয় পতাকা হাতে ময়নাগুড়ি বিজেপি কার্যালয়, অটল ভবনে এসে মূল দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। ডালিম ও বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। ডালিমের হয়ে কেউ গ্রামে প্রচার করতে গেলে তাদের হামলার মুখে পড়তে হবে বলে হুমকি

দেওয়া হয়। এদিন বিক্ষোভে শামিল বিজেপির ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মণ্ডলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জয়কান্ত রায় অভিযোগ করে বলেন, '৫২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে দলবদলু ডালিম রায়কে প্রার্থী করা হয়েছে। ডালিমকে আমরা কোনওভাবেই মানব না। গ্রামীণ এলাকায় ডালিম রায়ের হয়ে কেউ প্রচারে গেলে তাদের নিগ্রহ করা হবে।'

বিজেপি কার্যালয়ে তালা লাগানো হচ্ছে। বুধবার। -সংবাদচিত্র

খবর পেয়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে আসেন বিজেপির ময়নাগুড়ি টাউন মণ্ডল সভাপতি কালু বর্ধন, বিজেপির যুব মোর্চার টাউন মণ্ডল সভাপতি সুজন মিত্র সহ অন্যরা। বিক্ষুব্ধদের সরিয়ে দিয়ে ডালিমপন্থীরা দলীয় কার্যালয়ের তালা খুলতে গেলে কৌশিক অনুগামীদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। শহরের মূল রাস্তার ওপর, সবার সামনেই দুই পক্ষের বচসা চলতে থাকে।

অনুগামীদের বক্তব্য, কৌশিকের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ নেই। এভাবে নামবদলের ফলে কৌশিককে শুধু আপমানই করা হয়নি, বিজেপির ময়নাগুড়ি জেতা আসনে তৃণমূলকে কার্যত ওয়াক ওভার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মণ্ডলের সহ সম্পাদক নিমাই দাস বলেন, '১২ দিন ধরে কৌশিক রায়ের হয়ে গোটা ময়নাগুড়িজুড়ে প্রচারে ঝড় তোলা হয়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির কলকাঠি নাড়ানোর ফলে অন্যায়ভাবে প্রার্থীর নাম বদল করা হয়েছে। আমরা কৌশিককেই প্রার্থী হিসেবে চাই।'

এব্যাপারে কোনও দায় নিতে চাননি জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সভাপতি শ্যামল রায়। তিনি বলেন, 'প্রার্থী চয়নের বিষয়টি পুরোপুরি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর রয়েছে। এব্যাপারে আমার মন্তব্য করার এক্তিয়ার নেই। তবে যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে তাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আদর্শের কোনও মিল নেই।'

এদিকে, বুধবার দুপুরে প্রথমে জল্পেশ পরে জটিলেশ্বর মন্দিরে হাজারের বেশি কর্মী নিয়ে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়।

গভীর রাতে

প্রথম পাতার পর

তাৎপর্যপূর্ণভাবে সামনে থেকে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিলেন এসআইআর-এ বাদ পড়া মহিলারাই।

এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল বিক্ষোভ। মোথাবাড়ি, সুজাপুর সহ একাধিক জায়গায় অবরুদ্ধ করে ফেলা হয় জাতীয় সড়ক। সন্ধ্যা গড়িয়ে যত রাত হয়েছে, ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়েছে। বিক্ষোভ চলছিল কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের বাইরেও। সেখানেই এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত ছিলেন সাত বিচারক। কাজ শেষে তাঁরা বেরোতে গেলে আটকে দেয় উত্তেজিত জনতা। বন্ধ করে দেওয়া হয় বিডিও অফিসের গেট। বিচারকরা যোগাযোগ শুরু করেন কমিশনের সঙ্গে। কিন্তু সেই অর্থে সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ। রাত ১১টার পর সংবাদমাধ্যমে হইচই শুরু হলে টনক নড়ে প্রশাসন ও কমিশনের। রাজ্য পুলিশের ডিজি'র কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায় কমিশন। রাতেই ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা রাজ্য পুলিশের ডিজি ও মালদার পুলিশ সুপারের। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, 'ভীষণ লজ্জাজনক ঘটনা।' পালটা কমিশনকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'পুলিশ তো এখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে। সরকারের তো কিছু করার নেই।'

জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগে। বুধবার। ছবি : পিটিআই

সরানো হল গৌতমকে

কিশনগঞ্জ, ১ এপ্রিল : কিশনগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-১ গৌতম কুমারের বিভিন্ন ঠিকানায় হানা দিয়ে বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হদিস মিলল। পাশাপাশি, নগদ ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এবং প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সঙ্গে দুটি বিলাসবহুল গাড়ি, ২৫টির বেশি জমি ও বাড়ির দলিল পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। যদিও ওই সম্পত্তি তাঁর স্ত্রী রুবি কশ্যপ, শাশুড়ি পুনম দেবী এবং বান্ধবী শাগুফতা শামিমের বলে দাবি করেছেন গৌতম। তদন্তকারীরা মনে করছেন, ওই তিনজনের পরিচয় ব্যবহার করে বেনামে সম্পত্তি কিনেছেন পুলিশকর্তা।

এদিকে, বুধবার বিকেলে গৌতমকে কিশনগঞ্জের এসডিপিও-১ পদ থেকে সরানো হয়েছে। তাঁকে অবিলম্বে পাটনার পুলিশ সদর দপ্তরে যোগ দেওয়ার নির্দেশ হয়েছে। তাঁর জায়গায় ঠাকুরগঞ্জের এসডিপিও-২ মঙ্গলেশকুমার সিংকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে রাজ্যে পুলিশ হেড কোয়ার্টার সূত্রে জানা গিয়েছে। তল্লাশি শেষে তদন্ত সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পুলিশ সুপার কুমার ইন্দ্র প্রকাশ করবেন।

১৪ বাংলাদেশি ধৃত

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল : দোরগোড়ায় অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। এমন আবহেই ট্রেন থেকে আটক হলেন ১৪ জন বাংলাদেশি। ভোটের মুখে কামাখ্যা-আনন্দবিহার নর্থইস্ট এক্সপ্রেস থেকে আরপিএফের হাতে তাঁরা ধরা পড়েন। ধৃতদের কাছ থেকে এদেশের জাল আধার, প্যান কার্ড সহ বাংলাদেশি ও মালয়েশিয়ার টাকা ও মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা সকলে বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার ফকিরবাড়ির বড়দাদুড়া গ্রামের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে পুরুষ-মহিলা সহ শিশুও রয়েছেন। ধৃতদের মধ্যে দুজনের নাম মহম্মদ কামাল হোসেন ও মহম্মদ কালাম শেখ।

এঁরা কামাখ্যা থেকে দিল্লিগামী নর্থইস্ট এক্সপ্রেসে চেপেছিলেন। আরপিএফের কাছে এবিষয়ে খবর এসেছিল। নির্ধারিত সময়ে স্টপ অনুযায়ী ট্রেনটি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে দাঁড়াতেই আরপিএফ সাধারণ কামরায় উঠে তল্লাশি চালায়। তারপরই ১৪ জন বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করে তাঁদের ট্রেন থেকে নামিয়ে আনা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয় ধৃতদের। ধৃতদের কাছ থেকে পাওয়া আধার ও প্যান কার্ড দেখে জাল বলে সন্দেহ করে আরপিএফ। আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে সার্চ করেও সঠিক তথ্য পায়নি রেল। কীভাবে বাংলাদেশ থেকে এসে তাঁরা উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, দিল্লিতে কোথায় যাচ্ছিলেন সবকিছু জানতে রোড স্টেশনেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরপিএফ।

এপ্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ অফিসার বিপ্লব দত্ত বলেন, 'সকলে ট্রেনে কামাখ্যা থেকে উঠেছিলেন। এঁরা বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বাগেরহাটের বাসিন্দা। ওঁরা দিল্লি যাচ্ছিলেন। পরে সেখান থেকে নাকি জম্মু-কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের।'

নির্মল তুমি নির্মল হও, হে মহানন্দা

প্রথম পাতার পর

নদীর এপারে শ্মশান, ওপারে নিরঞ্জনঘাট। লোকে চেনে লালমোহন মৌলিক ঘাট নামে। ওপারের পথ ধরে কয়েক কদম এগোলেই পুরনিগমের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প। কংক্রিটের পালকিতে চেপে যাচ্ছেন মা দুর্গা। শহরের মহানাগরিক গৌতম দেবের সাধ ছিল, সন্ধে হলে এখানেই বেড়াতে আসবেন শহরবাসী। আহা কী অপরূপ ভাবনা!

এসব ভাবতে ভাবতেই কানে এল ট্রেনের হুইসল। শ্মশানঘাটে দাঁড়িয়ে ডানদিকে চোখ রেখে দেখি, রেলসেতু দিয়ে ধীরগতিতে এনজেপিমুখে চলেছে ট্রেন। সেতুর ঠিক নীচে নদীর চরে সারি দিয়ে বসে একদল কচিকাঁচা। এক, দুই, তিন, চার। চারজন একটু দূরে দূরে ছড়িয়ে। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য একই, ঘুম থেকে উঠে পেটটা একটু হালকা করা।

শ্মশান চত্বরেই দেখা স্থানীয় দীপেশ সাহানির সঙ্গে। এখনও এভাবে প্রকাশ্যে শৌচকর্ম চলে? প্রশ্ন ছুড়তেই জবাব এল, 'কা করে! কউন কিসকো রোকেগা?' পাশেই দাঁড়িয়ে সুনীতা বাসফোর। তিনি আগ বাড়িয়েই বললেন, 'ইয়ে তো রোজ কা সিন হ্যায়। ইন লোগোকা ঘর মে ল্যাট্রিন ভি হ্যায়। লেকিন ইহাপে হি ব্যঠনা হ্যায়।'

উন্মুক্ত শৌচকর্ম বন্ধে মোদি-মমতা দুই সরকারেরই প্রকল্প আছে। রাশভারী সব নাম। স্বচ্ছ ভারত মিশন আর এদিকে মিশন নির্মল বাংলা। কিন্তু এ কেমন স্বচ্ছতা আর নির্মলতা হে!

শহর শিলিগুড়িকে নিয়ে নগরবাসীর গর্বের শেষ নেই। কেউ কেউ তো আবার বলেন, উত্তরের অঘোষিত রাজধানী। আর সেই রাজধানীতেই কিনা...

পাঁচ বছর শিলিগুড়ির বিধায়ক ছিলেন শংকর ঘোষ। পদ্ম প্রতিনিধি হয়ে তিনি বিধানসভায় গিয়েছিলেন। চার বছর মেয়াদ হতে চলল মেয়র গৌতম দেবেরও। দুই ফুলের দুই কান্ডারি এবার শিলিগুড়ি বিধানসভায় যুযুধান দুই পক্ষ। শহরে উন্মুক্ত শৌচকর্ম বন্ধ করতে না পারার ব্যর্থতা কার? প্রশ্নে নিশ্চয়ই একে অপরের দিকে কাদা ছুড়বেন। প্রতিশ্রুতিও দেবেন গালভরা। সরকার বদলালে এই নয়তো আবার

শিলিগুড়ির মহানন্দা নদীতে।

সরকার গড়লে এই... তাই তাঁদের কথা শুনে আর লাভটা কী!

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মহানন্দার কি ভাগ্য কোনওদিন ফিরবে? প্রশ্নটা পালটা ছুড়ে দিলেন সত্তরোর্ধ্ব অমিতাভ দাস। 'কত সরকার এল গেল। কথা আর কে রাখল! মহানন্দাকে গলা টিপে মারল প্রতিটা রাজনৈতিক দল। কী সিপিএম, কী তৃণমূল, কী বিজেপি- সবাই এক।'

চম্পাসারি পেরিয়ে মহানন্দা যত শহরে ঢুকেছে, ততই শীর্ণ হয়েছে তার জলধারা। বর্ষা বাদে বাকি সময় নদীতে জল থাকে না বললেই চলে। যেটুকু থাকে, তা শহরের উগরে দেওয়া বিষজল। নালানর্দমার আবর্জনা এসে মেশে সেই জলধারায়। তাই মহানন্দাকে এখন নদী না বলে বড় নালা বলাই ভালো। অন্তত নদী শব্দটির অপব্যবহার হয় না। খোঁচা দিতে ছাড়লেন না পরিবেশপ্রেমী দীপনারায়ণ তালুকদার। তাঁর কথায়, 'সরকারের এত প্রকল্প আছে। সবক'টাই নাকি বাস্তবায়িত হয়েছে। তাহলে কী করে একটা সভ্য শহরে এভাবে প্রকাশ্যে শৌচকর্ম চলে? এটা তো সরকারেরই ব্যর্থতা।' তাঁর সংযোজন, 'খুব অবাক লাগে, ভোটে যাঁরা লড়ছেন তাঁরা কেউই মহানন্দাকে মূল ইস্যু করছেন না। অথচ সেটা হওয়ারই কথা।'

নদীর বুকে তাকালে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠতে বাধ্য যে কারও। যে নদী শহরের ফুসফুস, সেই নদীর বুকেই কিনা এত্ত এত্ত জঞ্জাল। মাঝবরাবর চড়া পড়েছে। যেন একেকটা ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ। দু'পাশের বাড়ি থেকে শৌচালয়ের জলও এসে পড়ছে নদীতে। রয়েছে খাটালও। ওই নদীতেই চলছে গোরু, মোষের স্নান। ফলে মহানন্দা আর মহানন্দা নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এনিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যও নেই।

কে তুলবেন সেই আওয়াজ! ডান, বাম নাকি মধ্যপন্থী কেউ! সেসব নিয়ে অবশ্য খুব বেশি মাথাব্যথা নেই শহরের সভ্যসমাজের। তাঁরা সকলেই চাইছেন, আওয়াজ উঠুক। জোরসে উঠুক। বন্ধ হোক প্রকাশ্যে শৌচকর্ম। বন্ধ হোক আবর্জনা ফেলা। বন্ধ হোক অবৈধ খাটাল। বন্ধ হোক গ্যারাজের গাড়ি ধোয়া। বন্ধ হোক গোরু-মোষের স্নান।

আওয়াজটা অন্তত কেউ তুলুন। প্রাণ ফেরান শহরের লাইফলাইনের। কাজটা অন্তত একবার করে দেখান। যেই আসুন না কেন ক্ষমতায়।

অনুন্নয়নের ক্ষোভ তীব্র

প্রথম পাতার পর

নানা কারণে মৃত্যু হয় তাঁদের। এই যেমন ২০২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কুঁদঘাটে ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসের ছোবলে মৃত্যু হয়েছিল মালিওর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তালশুর গ্রামের চারজন তরতাজা তরুণের। তাঁদের তিনজন আবার পরস্পরের ভাই।

তিন ছেলে হারানো তোরাব আলির আক্ষেপ যায় না, 'গ্রামে কাজের ব্যবস্থা থাকলে কি আর ছেলেদের বাইরে পাঠাতাম! আমার ছেলেদের মতো বাইরে গিয়ে কত শ্রমিক যে মারা যাচ্ছে।' তাঁর কথায়, 'আমরা ভেবেই নিয়েছি, হয় বাইরে গিয়ে বিপজ্জনক কাজ করে পয়সা রোজগার করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাও, না হলে মৃত্যুকে বেছে নাও। আমাদের দিকে তো কেউ তাকায় না।'

হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সুলতাননগর, সাদলিচক, ইসলামপুর, ভালুকা, দৌলতনগরে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাও সংকটে। ফুলহর বাঁধে দাঁড়িয়ে চাঁদপুর গ্রামের আশরাফুল হক জানালেন, এই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের সরকারি হাসপাতাল অনেকটা দূরে। আগে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ডাক্তার আসতেন। এখন সেসব অতীত।

আশরাফুল বলেন, 'আমরা অনেকবার ইসলামপুর কিংবা সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ইন্ডোরের সুবিধাযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাবি জানিয়েছি। কেউ কর্ণপাত করেননি।' এলাকার মানুষ চিকিৎসার জন্য ছোটেন বিহারের পূর্ণিয়া কিংবা আমদাবাদ অথবা কাটিহারে।

মূলত সংখ্যালঘুদের সংখ্যা বেশি হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রায় আড়াই লক্ষ ভোটারের ৫৯ শতাংশই মুসলিম। ফরওয়ার্ড ব্লকের জনপ্রিয় নেতা বীরেন্দ্রকুমার মৈত্রের পর দীর্ঘদিন ধরে এখানকার বিধায়ক হন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ। তবুও অভিযোগ ওঠে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে বঞ্চিত মুসলিমরাই। এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তজমুল হোসেন রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী থাকলেও তিনি সংখ্যালঘু উন্নয়নে কিছুই করেননি বলে মুসলিমদেরই অভিযোগ।

প্রায় সব গ্রাম পঞ্চায়েতে নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের দীপক দাস বলেন, 'একের পর এক নিকাশিনালা নির্মাণ হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বুজে গিয়েছে।' কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প আছে নামে, কিন্তু সঠিকভাবে চলে না।

বিজেপি বাদে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম ও এসইউসি- সব দলের এবারের প্রার্থীরাই মুসলিম। ফলে মুসলিম ভোট টানতে দলগুলি মরিয়া। কিন্তু বড় সমস্যা হল, এই কেন্দ্রের ৯১ হাজার ভোটার বিচারাধীন। নাম বাদ গিয়েছে প্রচুর ভোটারের। তাঁদের সিংহভাগ মুসলিম। এটা তৃণমূলের তো বটেই, বিজেপি বাদে অন্য দলগুলির চিন্তার অন্যতম বড় কারণ।

শাসকদলের ফাঁড়া হল টিকিট না পেয়ে তিনবারের বিধায়ক তজমুল হোসেনের ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা। গতবারের বিজেপি প্রার্থী মতিবুর রহমানকে এবার টিকিট দিয়েছে তৃণমূল। এতে হরিশ্চন্দ্রপুরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত শাসকদল। এত অভিযোগ ও সমস্যার পাহাড় নিয়েও ভোট দেবে হরিশ্চন্দ্রপুর। এলাকাবাসী চান বা না চান, মেরুকরণ এড়ানোর আর উপায় নেই।

ব্যর্থতার হ্যাটট্রিক, অগ্নিগর্ভ ইতালি

টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপে নেই আজুরিরা

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে হারের পর বিধ্বস্ত ফুটবলারদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টায় কোচ জেনারো গাত্তুসো।

> একটা খারাপ দিন আমাদের সব স্বপ্ন চুরমার করে দিল। এটা আমাদের প্রাপ্য ছিল না। গত তিনটে মাস বিশ্বকাপে খেলার জন্য সবটা উজাড় করে দিয়েছিল ফুটবলাররা। আমার থেকেও ওরা বেশি আঘাত পেয়েছে।
>
> -জেনারো গাত্তুসো
> (ইতালির কোচ)

জেনিকা, ১ এপ্রিল : আরও একটা স্বপ্নভঙ্গের রাত। আরও একবার ফিফা বিশ্বকাপে খেলতে না পারার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত ইতালি। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ আজুরিরা। জেনারো গাত্তুসোও পারলেন না চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে।

মঙ্গলবার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্লে-অফ ফাইনালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে টাইব্রেকারে ৪-১ ব্যবধানে হার মানল ইতালি। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হয় ১-১ গোলে। শুরুতে মোয়েস কিনের গোলে এগিয়ে যায় আজুরিরা। ৪১ মিনিটে লালকার্ড দেখেন ইতালি রক্ষণভাগের স্তম্ভ আলেসান্দ্রো বাস্তোনি। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর অনুপস্থিতিটাই পার্থক্য গড়ে দেয়। বসনিয়ার মুহুর্মুহু আক্রমণ সামলাতে হিমসিম খেতে হল গাত্তুসোর দলকে। সেই সঙ্গে ভীতিও যেন চেপে বসে ইতালি শিবিরে। ৭৯ মিনিটে ভিড়ের মধ্যে থেকে গোল করে বসনিয়াকে ম্যাচে ফেরান হ্যারিস তাবাকোভিচ। এরপর ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে।

ইতালিই প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দেশ যারা টানা তিনবার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হল। ফিফা ক্রমতালিকায় ৬৬ নম্বরে থাকা বসনিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিত হারের ধাক্কাটা মেনে নিতে পারছেন না গাত্তুসো। তিনি বলেছেন, 'একটা খারাপ দিন আমাদের সব স্বপ্ন চুরমার করে দিল। এটা আমাদের প্রাপ্য ছিল না। গত তিনটে মাস বিশ্বকাপে খেলার জন্য সবটা উজাড় করে দিয়েছিল ফুটবলাররা। আমার থেকেও ওরা বেশি আঘাত পেয়েছে।' এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন না গাত্তুসো। তবে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন তাঁর ওপরই আস্থা রাখছে।

এদিকে, টানা জাতীয় দলের এই ব্যর্থতার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ইতালিজুড়ে। ক্ষোভে বেশ কিছু জায়গায় ভাঙচুর, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে বলেও জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে হয় প্রশাসনকে। দেশের ফুটবলে খোলনলচে বদলে ফেলার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে ইতালিতে। এই ব্যর্থতার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন টিম ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকা জিয়ানলুইগি বুফোঁও।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন প্লে-অফ

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ১-১ ইতালি
(টাইব্রেকারে বসনিয়া ৪-১ গোলে জয়ী)

চেক প্রজাতন্ত্র ২-২ ডেনমার্ক
(টাইব্রেকারে চেক প্রজাতন্ত্র ৩-২ গোলে জয়ী)

কসোভো ০-১ তুরস্ক

সুইডেন ৩-২ পোল্যান্ড

ঘরের মাঠে 'সম্ভবত' শেষ ম্যাচ খেলে মাঠ ছাড়ছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

মেসি ম্যাজিকে বড় জয় আর্জেন্টিনার

বুয়েনস আয়ার্স, ১ এপ্রিল : ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচেও অব্যাহত মেসি ম্যাজিক। জাম্বিয়াকে ৫-০ ফলে উড়িয়ে খেতাব ধরে রাখার হুংকার আলবিসিলেস্তেদের।

জাম্বিয়া ম্যাচ ছিল বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ। সম্ভবত লিওনেল মেসিরও ঘরের মাঠে এটাই বিদায়ি ম্যাচ। তাই শেষবেলাটাও নিজস্ব ছন্দে রাঙিয়ে রাখলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

ম্যাচের প্রথম থেকেই নিজস্ব ছন্দে বাঁ পায়ের জাদুকর। ৪ মিনিটের মাথায় হুলিয়ান আলভারেজকে দিয়ে একটি গোল করালেন। প্রথমার্ধের শেষলগ্নে নিজে গোল করলেন। তবে ম্যাচের সেরা চমকটা দিলেন দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। নিজে পেনাল্টি নিলেন না মেসি। উলটে ঘরের মাঠে দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলতে নামা নিকোলাস ওটামেন্ডিকে এগিয়ে দিলেন। আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারও গোল করতে কোনও ভুল করেননি। ৬৮ মিনিটে ডমিনিক চান্দার আত্মঘাতী গোলে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শেষবেলায় জাম্বিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ভ্যালেন্টাইন বার্কো।

ম্যাচ শেষে মেসির চোখে জল দেখা যায়। যা তাঁর অবসর জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে অবসর নিয়ে কিছু বলেননি আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এমনকি বিশ্বকাপে খেলা নিয়েও নিশ্চিত করে কিছু জানাননি তিনি। তবে কোচ লিওনেল স্কালোনি আশা করছেন, আসন্ন বিশ্বকাপেও 'মেসি ম্যাজিক' দেখা যাবে। তাঁর কথায়, 'মেসি বিশ্বকাপ খেললে সেটা বিশেষ সম্মানের। আমরা সবাই চাই, ও এই বিশ্বকাপটা উপভোগ করুক। মেসি নিজেও সেটা চায়। ইতিমধ্যে বিশ্বকাপ জেতায় ও আরও চাপমুক্ত হয়ে মাঠে নামবে। এবার ওর সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আমরা।'

> মেসি বিশ্বকাপ খেললে সেটা বিশেষ সম্মানের। আমরা সবাই চাই, ও এই বিশ্বকাপটা উপভোগ করুক। মেসি নিজেও সেটা চায়। ইতিমধ্যে বিশ্বকাপ জেতায় ও আরও চাপমুক্ত হয়ে মাঠে নামবে। এবার ওর সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আমরা।
>
> -লিওনেল স্কালোনি
> (আর্জেন্টিনার কোচ)

জয়ের পর উল্লাস ব্রাজিলের ম্যাথিয়াস কুনহা ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

জয়ে ফিরল ব্রাজিলও

এদিকে, ফ্রান্সের কাছে হারার ধাক্কা কাটিয়ে ফের স্বমহিমায় ব্রাজিল। তারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ক্রোয়েশিয়াকে। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগে এটাই ছিল শেষ ম্যাচ। চূড়ান্ত দল বেছে নেওয়ার আগে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন করেন কোচ আন্সেলোত্তি। ব্রাজিলের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ড্যানিলো, ইগর থিয়ারো ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। ক্রোয়েশিয়ার গোলদাতা লভরো মাজের।

হারের পর হতাশ টমাস টুচেল।

জাপানের কাছে হার ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ১ এপ্রিল : বিশ্বকাপের আগে শেষ ফ্রেন্ডলি ম্যাচে জাপানের কাছে ১-০ গোলে হার ইংল্যান্ডের। জয়সূচক গোলটি করেন কাওরু মিতোমা। এটাই ফুটবল ইতিহাসে জাপানের কাছে প্রথম পরাজয় থ্রি লায়ন্সের। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হলেও ইংল্যান্ডের এই হার কোচ টমাস টুচেলকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। ম্যাচে খেলেননি অধিনায়ক হ্যারি কেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে গোল কে করবে, এটাই এখন বড় প্রশ্ন। কোলে পামার, অ্যাস্থনি গর্ডন কিংবা মার্কাস র‍্যাশফোর্ড নামের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ। ফলে বিশ্বকাপের আগে চাপ বাড়ছে থ্রি লায়ন্সের ওপর।

চুক্তি থেকে বাদ ম্যাক্সওয়েল

সিডনি, ১ এপ্রিল : তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে ছেঁটে ফেলল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আগামী মরশুমের চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সেখানে ম্যাক্সওয়েলের বাদ পড়া সবচেয়ে বড় চমক। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে খারাপ ফর্মের কারণেই এই কড়া সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও বোর্ডের নতুন চুক্তিতে জায়গা পাননি অ্যাস্টন অ্যাগার এবং মার্কাস স্টোয়িনিসের মতো চেনা তারকারাও।

গলফ থেকে সরলেন উডস

ফ্লোরিডা, ১ এপ্রিল : গলফ থেকে সাময়িক বিরতি নিচ্ছেন কিংবদন্তি টাইগার উডস। সম্প্রতি মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবার নিজের চিকিৎসার জন্য এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। উডস জানিয়েছেন, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য পেশাদার গলফ থেকে দূরে থেকে আপাতত তিনি রিহ্যাব বা চিকিৎসায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে চান। এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ তাঁর অগণিত ভক্ত।

ইরানের জন্য বিকল্প নেই

জুরিখ, ১ এপ্রিল : আসন্ন বিশ্বকাপে ইরানের খেলা নিয়ে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটালেন স্বয়ং ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো। সম্প্রতি যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার জোরালো দাবি উঠলেও, ফিফা প্রধান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ইরান বিশ্বকাপ খেলছে এবং এর কোনও প্ল্যান 'বি' বা বিকল্প নেই। রাজনীতিকে ফুটবলের বাইরে রাখতেই ফিফা এই সিদ্ধান্তে অনড় বলে কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি।

চার দশক পর বিশ্বকাপে ইরাক

মোন্তেরেই, ১ এপ্রিল : ১৯৮৬, সেই প্রথম এবং সেই শেষবার ফিফা বিশ্বকাপে খেলেছিল ইরাক। তারপর আর যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি কখনও। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সেই অপেক্ষার পালা শেষ হল। বলিভিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল এশিয়ার দেশটি।

৯ মিনিটে বক্সের ঠিক সামনে ফ্রি-কিক পায় ইরাক। আল আমারির শট দুরন্ত দক্ষতায় রুখে দেন বলিভিয়ার গোলরক্ষক। তার এক মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যায় ইরাক। আল আমারির কর্নার থেকে হেডারে গোল করেন আল হামাদি। ৩৮ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় বলিভিয়া। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জয়সূচক গোলটি তুলে নেয় ইরাক। ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজতেই বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে ভাসল এশিয়ার দেশটি। এই জয়ের সুবাদে ৪৮তম অর্থাৎ শেষ দল হিসাবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিল ইরাক।

১৯৮৬ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের সুযোগ পেল ইরাক। ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বাস কোচ, ফুটবলারদের।

আরও ম্যাচ খেলার সুযোগ চান আকাশ-সন্দেশরা

ফিফা র‍্যাংকিংয়ে পাঁচ ধাপ উঠল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিল : একটা ম্যাচ জিততেই ভারত ফিফা র‍্যাংকিংয়ে পাঁচ ধাপ উঠে এল। যার থেকে পরিষ্কার এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের শুরুরদিকে ভারতীয় দল যদি সিঙ্গাপুর হংকং ও বাংলাদেশ ম্যাচ না হারত তাহলে এতটা খারাপ জায়গায়ও থাকতে হত না। তেমনি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের এবার আরও বেশি করে ওসিআই ফুটবলার নেওয়ার কথা ভাবতে হবে।

২০২৩ সালের ১৬ নভেম্বর শেষবার ভারত জেতে কুয়েত সিটিতে গিয়ে। সেই ম্যাচের গোলদাতা ছিলেন মনবীর সিং। তারপর থেকে ভারত আর কোনও সরকারি ম্যাচ জেতেনি। স্বাভাবিকভাবেই জয়ে ফিরতে পেরে খুশি ভারতীয় শিবির। সন্দেশ ঝিংগান তো ম্যাচের পর বলেই ফেললেন, 'শেষপর্যন্ত জয়ে ফিরতে পেরেছি। আশা করছি এবার আমাদের ভালো সময় শুরু হবে। এই বছরে আশা করি জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারব।' ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে খালিদ জামিলের এটাই প্রথম জয়। ম্যাচের পর তিনিও উচ্ছ্বসিত। তবে কৃতিত্ব দিলেন শুধুই ফুটবলারদের, 'সত্যিই খুব খুশি। প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে। যার ফল পেলাম। সব কৃতিত্ব ফুটবলারদের। আমি ফুটবলার ও সমর্থকদের ধন্যবাদ দিতে চাই।' তিনি এই কথাও বলেন, 'একটা দল হিসাবে খেলার গুরুত্ব বোঝা গেল। এবার আমাদের আরও উন্নতির কথা ভাবতে হবে।' ভারতের সেই অর্থে সামনে আর কোনও ম্যাচ নেই। ফের বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু না হওয়া পর্যন্ত ফিফা উইন্ডো কাজে লাগানোর কথাই মূলত ভাবতে হবে। এছাড়াও রায়ান উইলিয়ামসের মতো ওসিআই ফুটবলার নিয়ে আসার চেষ্টা করে যেতে হবে ফেডারেশনকে। অবনীত ভারতী শিবিরে যোগ দিলেও তাঁর ছাড়পত্র না আসায় তিনি বলিভিয়ার ক্লাব দলে ফিরে গিয়েছেন। তবে এই ম্যাচে ভারতের তুরুপের তাস ছিলেন রায়ানই। তাঁর সম্পর্কে খালিদের মন্তব্য, 'এটা রায়ানের ভারতের জার্সি গায়ে প্রথম ম্যাচ হলেও দুর্দান্ত খেলেছে। ওর চোটটা গুরুতর নয় বলেই মনে হচ্ছে।'

আর এক গোলদাতা আকাশ মিশ্রের কাছেও এটা ছিল ফিরে আসার ম্যাচ। এই মরশুমে সুপার কাপের সময় প্রথমবার চোট সারিয়ে তিনি মাঠে নামেন প্রায় বছর দেড়েক পরে। স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় দলেও নিজের জায়গা ফিরে পাওয়া এবং সেই জায়গা ধরে রাখার জন্য বাড়তি জোর দেওয়ার দরকার ছিল। দ্বিতীয় গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করার কাজটা তিনিই করেন মঙ্গলবার। আকাশ জানালেন, 'গোল করতে পেরে দারুণ লাগছে। এটা গোটা দলের চেষ্টার ফসল। এই তিন পয়েন্ট এবং জয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার গোলের থেকেও। আমার চোটের পর ফিরে আসার লড়াই কঠিন ছিল। সতীর্থরা পাশে থেকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। আমাদের এখন আরও ম্যাচ খেলতে হবে।' এখন দেখার এআইএফএফ ফিফা উইন্ডো কাজে লাগিয়ে ভারতীয় দলকে আরও ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করে দিতে পারে কিনা। সূত্রের খবর, লন্ডনে চার দলীয় টুর্নামেন্টে ভারতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার পথে। যেখানে জামাইকা, নাইজেরিয়ার মতো দেশ খেলবে।

দেড় বছর পর মাঠে নেমে গোল পেলেন আকাশ মিশ্র।

এবার আরসিবি-র ক্যাম্প অনেক শান্ত : ক্রুণাল

বেঙ্গালুরু, ১ এপ্রিল : সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৬ উইকেটে হারিয়ে আইপিএলে খেতাব রক্ষার অভিযান শুরু করেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। জোশ হ্যাজেলউডের অবর্তমানে কিউয়ি পেসার জ্যাকব ডাফির শুরুর ধাক্কা, বিরাট কোহলির ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরান, দেবদত্ত পাডিক্কালের স্বপ্নের ফর্ম- চ্যাম্পিয়নের মতোই লাগছে আরসিবি-কে। দলের তারকা অলরাউন্ডার ক্রুণাল পান্ডিয়াও মনে করছেন, গতবার চ্যাম্পিয়ন হলেও এবার দলের ড্রেসিংরুম অনেক বেশি শান্ত।

গতবারের খেতাবি লড়াইয়ে ১৮ রানে জোড়া উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা হয়েছিলেন ক্রুণাল। এবারও তাঁর অলরাউন্ড দক্ষতার উপর আরসিবি-র ট্রফি ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করবে। ৫ এপ্রিল এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হবে বেঙ্গালুরু। সেই ম্যাচের প্রস্তুতির ফাঁকে হার্দিক পান্ডিয়ার দাদা ক্রুণাল বলেছেন, 'এবার ড্রেসিংরুমের পরিবেশ অনেক বেশি শান্ত। গতবার মেগা নিলামের পর দলটা নতুনভাবে তৈরি হয়েছিল। একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ব্যাপার ছিল। এবার স্কোয়াডের প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব, শক্তি-দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।'

লুভনীত সিসোদিয়ার পরিবর্ত হিসেবে আরসিবি-তে যোগ দিয়ে দলের প্রথম আইপিএল জয়ী অধিনায়ক হয়ে গিয়েছেন রজত পাতিদার। রজতের নেতৃত্বের প্রশংসা করে ক্রুণাল বলেছেন, 'আরসিবি-র মতো বড় ফ্র্যাঞ্চাইজির অধিনায়ক হিসেবে প্রথম মরশুমটা রজতের দুর্দান্ত গিয়েছে। প্রথমবার অধিনায়ক হয়ে ও দলকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে তা অসাধারণ।'

বল হাতে ৪ ওভারের পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে নেমে দ্রুত রান তোলা বা ম্যাচ ফিনিশের দায়িত্ব থাকে ক্রুণালের উপর। যা নিয়ে তিনি বলেছেন, 'যখন দলের কঠিন পরিস্থিতিতে মাঠে নামি, মনে হয় যে ভগবান আমাকে এই কাজের জন্যই পাঠিয়েছেন। মনে হয়, এরকম পরিস্থিতির জন্যই আমি তৈরি হয়েছি। চাপ অবশ্যই অনুভব করি। কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করি।'

মাঠে উইকেটকিপার-ব্যাটার জিতেশ শর্মার সঙ্গে রসায়ন প্রসঙ্গে ক্রুণাল বলেছেন, 'উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে অত্যন্ত সাবলীল জিতেশ। ও উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বে থাকলে বাড়তি নিরাপত্তা অনুভব করি। কারণ জানি, আমার বোলিংয়ের সময় ওর হাতে বল গেলে ও ঠিক ধরে নেবে।'

আরসিবি নিয়ে কথা হবে আর কোহলির প্রসঙ্গ আসবে না তা হতে পারে না। ক্রুণালের কথায়, 'বিরাটকে নিয়ে আর নতুন করে কী বলব। ওর রানের খিদে, ক্রিকেটের প্রতি প্যাশন তুলনাহীন। ও যদি অন্য প্রজন্মে ক্রিকেট খেলত তাহলেও কিংবদন্তির তকমা পেত। বিরাটের লড়াইটা ওর নিজের সঙ্গে, বাকিদের সঙ্গে নয়।'

চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের প্রস্তুতিতে আরসিবি-র ক্রুণাল পান্ডিয়া।

'আইপিএলের সেরা আবিষ্কার কনোলি'

নিউ চণ্ডীগড়, ১ এপ্রিল : এবারের আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছেন অজি তরুণ কুপার কনোলি। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন খোদ দলের অভিজ্ঞ লেগস্পিনার যুযবেন্দ্র চাহাল। গত নিলামে কনোলিকে দলে নিয়েছে পাঞ্জাব। প্রথম ম্যাচে জয়ের নায়ক এই তরুণ অজি অলরাউন্ডারের প্রতিভা নিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত চাহাল। তাঁর মতে, কনোলির নির্ভীক ব্যাটিং এবং কার্যকরী স্পিন বোলিং পাঞ্জাবের জন্য বড় সম্পদ হতে চলেছে। চাহাল বলেছেন, 'কনোলি অত্যন্ত প্রতিভাবান। ও যেভাবে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে, তাতে আমি নিশ্চিত ও এবারের টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা আবিষ্কার হতে চলেছে।' এদিকে, মঙ্গলবার প্রথম ম্যাচ জিতলেও মন্থর ওভার রেটের জন্য ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের।

আইপিএল ছেড়ে পিএসএলে জাম্পা

মেলবোর্ন, ১ এপ্রিল : টাকার অঙ্ক এবং সময়ের অভাবেই আইপিএল ছেড়ে পিএসএল খেলছেন অ্যাডাম জাম্পা। খোদ অজি তারকাই এই বিস্ফোরক দাবি করেছেন। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, রাজস্থান রয়্যালস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলা অজি স্পিনার এবার নিলাম থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

কারণ হিসেবে জাম্পা বলেছেন, 'আমার যা বোলিং স্কিল, সেই অনুযায়ী আমি আইপিএলে পর্যাপ্ত টাকা পাই না। তাছাড়া এই টুর্নামেন্টের জন্য অনেকটা সময় দিতে হয়, যা আমার কাছে একেবারেই যুক্তিসংগত মনে হয়নি।' তাই আইপিএল ছেড়ে পিএসএলে করাচি কিংসের হয়ে খেলছেন তিনি এবং সেখানে পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়ে বেশ খুশি বলেও জানিয়েছেন জাম্পা।

বরুণদের মাথাব্যথা ঈশান-হেডরা

গ্রিন বিতর্ক নিয়েই জয়ের খোঁজে নাইটরা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১ এপ্রিল : সকাল থেকে চাঁদিফাটা রোদ।

গাছের পাতা প্রায় নট নড়নচড়ন। গুমোট ওয়েদার। এপ্রিলের প্রথম দিনে ঘামে সিক্ত শরীর। প্রতিকূল আবহাওয়াতেও ইডেন গার্ডেন্সের ব্যস্ততায় ব্রেক নেই। গতকালের পর আজ বুধেও ঘরের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স, অতিথি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ শিবির ব্যস্ত শেষ তুলির টান দিতে। প্রথম ম্যাচে হার ভুলে লক্ষ্মীবারে পয়েন্টের খাতা খোলার তাগিদ পরিষ্কার।

এরমধ্যেই মাঠের একপাশে আন্দ্রে রাসেলের 'স্পেশাল ক্লাস' ব্লেসিং মুজারাবানিকে নিয়ে। নাইটের পাওয়ার কোচের দায়িত্বে ব্যাটারদের 'ছক্কা' মারার পাঠ দেওয়া! ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দ্বৈরথে যার ঝলকও কিছুটা মিলেছে অঙ্গকৃষ রঘুবংশীদের ব্যাটে। এদিন কিছুটা ভিন্ন ভূমিকা ব্লেসিং মুজারাবানিকে বোলিংয়ের পাঠ পড়াচ্ছিলেন। অভিষেক নায়ার তখন ব্যস্ত বরুণ চক্রবর্তী, বৈভব অরোরাদের নিয়ে।

বোলিংয়ের ফাঁকফোকর মেরামতির চেষ্টা। রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটনদের হাতে বেধড়ক ঠ্যাঙানিতে অভিযান শুরুর ম্যাচেই বরুণ-সুনীল নারায়ণদের করুণদশা আশঙ্কা ছড়িয়েছে। হেডকোচ পাশে থাকলেও বাইশ গজে চ্যালেঞ্জটা সামলাতে হবে বরুণদেরই। বৈভব, মুজারাবানিদের সাদামাঠা বোলিংয়ের পাশে মাথিশা পাথিরানাকে নিয়ে কোনও ইতিবাচক খবর নেই। নাইট কোচের কথায় 'ওয়েট অ্যান্ড সি'।

গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া হতে পারে ইডেনের হালকা সবুজ আভার পিচে বাউন্স, গতির পূর্বাভাস। ব্যাটাররা শট খেলে যেখানে মজা পাবেন। নাইট হেডকোচ নায়ার পিচ-ইস্যুকে পাত্তা না দিলেও পাওয়ার প্যাক হায়দরাবাদ ব্যাটিংকে সামলানো সহজ হবে না যে উইকেটে। ব্যর্থতা ঝেড়ে অভিষেক শর্মার জন্য আদর্শ মঞ্চ হতে পারে যা। বিকেলের নেট প্র্যাকটিসে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে আগাম ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন ট্রাভিস হেড।

ব্যাটিং প্রস্তুতিতে কেকেআরের রিঙ্কু সিং। ছবি : ডি মণ্ডল

ঈশান কিষান, অভিষেক শর্মা অবশ্য এদিন বিশ্রামে। মাঠমুখো হননি। তরতাজা হয়ে কালকে নামবেন। খেলার সম্ভাবনা না থাকলেও দলের সঙ্গে টানা প্র্যাকটিসে প্যাট কামিন্স! রিহ্যাবের সঙ্গে মানসিকভাবে দলের পাশে থাকার চেষ্টা। সাংবাদিক সম্মেলনে দলের হেডকোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি অবশ্য স্বীকার করছেন, কামিন্সের মাঠে ফেরার অপেক্ষায় আছেন। দল কামিন্সের অভিজ্ঞতা, বোলিং মিস করছে।

নাইটদের মতো কাব্য মারানের দলের সমস্যাও বোলিং। দুইশো প্লাস রান করে কেকেআর যেমন মুম্বইয়ের কাছে হেরেছে, তেমনই আরসিবির বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের ২২০ রানও ধোপে টেকেনি। বৃহস্পতিবার সেদিক থেকে কমজোরি বোলিং, পাওয়ার ব্যাটিং সমৃদ্ধ দুই দলের টক্কর। প্রশ্ন অভিষেক শর্মা, হেড, হেনরিক ক্লাসেন, ফিন অ্যালেন, রিঙ্কু সিংরা কতটা প্রস্তুত পিচের সুবিধা নিতে। সবমিলিয়ে উনিশতম আইপিএলে ইডেনের অভিষেক-ম্যাচে বিনোদনের সব মশলা প্রস্তুত। যে দলের বোলাররা আগামীকাল চ্যালেঞ্জটা ঠিকঠাক সামলাবে ইডেন তারই দখলে।

ক্যামেরন গ্রিনকে (এদিন বিশ্রামে কাটান) নিয়ে অবশ্য বিতর্ক থামার লক্ষণ নেই। আঁচ এদিনের ইডেনেও। আধাফিট অজি অলরাউন্ডারকে নিতে কেন ২৫.২০ কোটি টাকা খরচ? প্রশ্নের মুখে কিছুটা ইতস্তত নাইট হেডকোচের যুক্তি, সাময়িক নয়, দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনাতেই এই পদক্ষেপ। আন্দ্রে রাসেলের শূন্যস্থান পূরণের কথা ভেবে গ্রিনের জন্য নিলামে দুই হাত খুলে খরচ। বাস্তব হল, কালও শুধু ব্যাটার হিসেবেই গ্রিন খেলবে। অথচ, বোলিংই বর্তমানে মাথাব্যথা দলের।

প্রথম ম্যাচের ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া হায়দরাবাদের ঈশান কিষান।

রিঙ্কু এদিনও লম্বা সময় ঘাম ঝরালেন। নন্দনকাননে পা রেখেই সোজা নেটে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে স্পিন, পেস সামলালেন। সমস্যা হল ১৬০-১৭০ নয়, ডেথে দরকার ২০০ প্লাস স্ট্রাইক রেটে ঝড় তোলা। ওয়াংখেড়েতে রান পেলেও আজিঙ্কা রাহানেও গতিমন্থরতায় ভুগেছেন। পরিস্থিতি বদলাতে ভরসা অ্যালেন। প্রত্যাশা পূরণ না হলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না।

ইতিহাস অবশ্য পুরোদস্তুর কিং খান ব্রিগেডের পক্ষে। ৩০ ম্যাচের ২০টিতেই জয়ী নাইট রাইডার্স। হার তার অর্ধেক ম্যাচে। চারমিনার শহরের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির বিরুদ্ধে সেই ধারা বৃহস্পতিবারের ইডেনে বজায় থাকে কিনা সেটাই এখন দেখার।

ইডেনের পিচে ঘাস দেখে অবাক ভেত্তোরি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : সেই বাজখাঁই গলা। চেহারাটা আগেই মতোই রয়েছে। চোখে চশমা। চুলটা বড় করেছেন আগের তুলনায়।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি যখন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন, দেখে মনে হচ্ছিল দর্শনের অধ্যাপক। কথা বলেন গুছিয়ে। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে পারেন মনের কথা।

দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে বহু ম্যাচ খেলেছেন ইডেন গার্ডেন্সে। ক্রিকেট পরবর্তী পর্বেও হাজির হয়েছেন ইডেন গার্ডেন্সে। কিন্তু অতীতে যতবারই এসেছেন, ক্রিকেটের নন্দনকাননে এমন পিচ তিনি দেখেননি। ইডেনের পিচে এত ঘাস দেখে অবাক হায়দরাবাদ কোচ। সাংবাদিক সম্মেলনে পিচ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই ভেত্তোরি বলে দিলেন, 'পিচে প্রচুর ঘাস রয়েছে। এতটা আমরা আশা করিনি। শেষ কয়েক বছরে ইডেনের পিচ ছিল দুর্দান্ত। কালকের ম্যাচের জন্যও দারুণ পিচের আশা করছি আমরা।'

অনুশীলনের ফাঁকে দল নিয়ে আলোচনায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি। বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্রিকেটের নন্দনকাননে যে পিচে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচ হতে চলেছে, সেই পিচেই কিছুদিন আগে টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। মাঝে প্রায় এক মাস পার। সেই পিচেই বৃহস্পতিবার বড় রানের ম্যাচের সম্ভাবনা। বোলারদের জন্য ক্রমশ যন্ত্রণা হয়ে উঠছে চলতি আইপিএল। ২০০ বা তার বেশি রানও নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। সময়ের সঙ্গে কুড়ির ক্রিকেটের বদল নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়কক ভেত্তোরি। বলেছেন, 'একজন কোচ নয়, প্রাক্তন বোলার হিসেবে বলতে পারি, খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে টি২০ ক্রিকেট। একটা সময় পাওয়ার প্লেতে ৪০-৫০ পর্যাপ্ত বলে মনে হত। এখন আর সেই সময় নেই।'

কেকেআরের মতোই সানরাইজার্স দলের বোলিংয়ের বেহাল দশা। আরসিবির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ২০১ করার পরও ম্যাচ হারতে হয়েছিল হায়দরাবাদকে। আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেনে কী হবে? ভেত্তোরির আশা, বড় রানের ম্যাচ হবে। হায়দরাবাদের কোচের কথায়, 'টি২০ ক্রিকেট এখন বোলারদের জন্য কঠিন হয়ে উঠছে। আমি নিশ্চিত, আগামীকাল বড় রানের ম্যাচ হবে।' বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হায়দরাবাদ অধিনায়ক ঈশান কিষান ব্যাট হাতে বিশ্বকাপের ছন্দ বজায় রেখেছিলেন। ইডেনে প্রথমবার আগামীকাল অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে ঈশানের। তার আগে ঈশানকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে ভেত্তোরি বলছেন, 'ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট থেকেই দারুণ ছন্দে ঈশান। বিশ্বকাপেও ওর সেই ছন্দ বজায় ছিল। আশা করি, আইপিএলের আসরেও সেই ফর্ম বজায় রাখবে ও। তাছাড়া আমি যতটা জানি, ঈশান ইডেনে খেলতে পছন্দ করে।' চোট সারিয়ে রিহ্যাব শুরু করা প্যাট কামিন্সও দলের সঙ্গে রয়েছেন। ঠিক কোন ম্যাচ থেকে কামিন্স মাঠে ফিরতে পারবেন, ভেত্তোরি তার দিশা দিতে না পারলেও ঈশানকে যে প্রাক্তন অজি অধিনায়ক তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করছেন, খোলাখুলি জানিয়েছেন ভেত্তোরি।

সমর্থকরাই আসল হোম অ্যাডভান্টেজ : অভিষেক

ইডেনে স্পোর্টিং পিচ চাইছে কেকেআর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : ছিল কলকাতা পুলিশের বৈঠক। আর বিকেলের ইডেন গার্ডেন্সে সেই বৈঠকের কারণে কোপ পড়ল সবকিছুতে।

পিছিয়ে গেল সাংবাদিক সম্মেলন। দুই দল, কলকাতা নাইট রাইডার্স ও হায়দরাবাদ ইডেনে অনুশীলন করতে হাজির হল নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৪৫ মিনিট পর। শুধু তাই নয়, দুই দলকেই বেশ দিশেহারা দেখাচ্ছিল শুরুতে।

অনুশীলনের শুরুতেই চমক। মাঠে ঢুকেই কেকেআর কোচ অভিষেক নায়ার ও অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে হাজির হয়েছিলেন পিচের মাঝখানে। কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লম্বা সময় আলোচনা হল। সেই আলোচনার শেষে নাইটদের অধিনায়ক-কোচ, কাউকেই খুব একটা সন্তুষ্ট বলে মনে হল না। যদিও নাইটদের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, কিউরেটর সুজনকে দলের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, টার্নার নয়, স্পোর্টিং পিচ দেওয়ার জন্য। তার প্রতিশ্রুতিও মিলেছে বলে রাতের দিকের খবর।

শেষ মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি। চলতি মরশুমের শুরুটাও ভালো হয়নি। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ২২০ রান করার পরও হারতে হয়েছিল নাইটদের। সঙ্গে সামনে এসেছিল ক্যামেরন গ্রিনের বল না করা নিয়ে বিতর্ক। শুধু তাই নয়, কেকেআর বোলিংয়ের বেহাল দশার কথাও এখন সবারই জানা। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে চলতি আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে কেকেআর। তার আগে ঘাসে ভর্তি পিচ নিয়ে যেমন চর্চা চলছে, তেমনই নাইটদের কম্বিনেশন নিয়েও জল্পনার শেষ নেই। কেকেআরের অন্দরের খবর, দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। এমন ভাবনার মূলে নাইটদের কোচ অভিষেক। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআর কোচ

বাইশ গজের পর্যবেক্ষণে আজিঙ্কা রাহানে ও অভিষেক নায়ার। - ডি মণ্ডল

গ্রিনের হয়ে ব্যাট ধরেছেন। তাঁর দলের দুই রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, 'নিলামের সময় গ্রিনকে নেওয়া হয়েছিল অনেক পরিকল্পনা করেই। দুর্ভাগ্যজনক যে, এখনও বোলিং করছে না ও। কিন্তু আগামীদিনে ও বোলিং করবে বলেই মনে হয়। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দিতে হবে। কারণ, সব পরিকল্পনা সবসময় সফল হয় না।'

> **আইপিএলে আজ**
>
> **কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ**
>
> সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
> স্থান : কলকাতা
>
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

বরুণ-নারায়ণের রহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেট দুনিয়া এমনটাই ধরে নিয়েছে। মুম্বইয়ে রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটনদের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখিয়েছিল তাঁদের। হিটম্যানের বিরুদ্ধে দারুণ সফল নারায়ণকে কি পাওয়ার প্লেতে ব্যবহার করা যেত না? কেকেআর কোচ অভিষেকের ভাবনা ভিন্ন। তাঁর কথায়, 'শুধু নারায়ণের কথা কেন বলছেন? বরুণও রোহিতের বিরুদ্ধে বেশ সফল। পাওয়ার প্লে-তেও বল করতে পারে। আসলে মুম্বইয়ের পিচটা ছিল ব্যাটিংয়ের জন্য দারুণ। তাছাড়া আমাদের বোলিংও অনভিজ্ঞ। হয়তো সময় লাগবে কিছুটা। কিন্তু আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নেব।'

আগামীকাল রাতে হায়দরাবাদের দখল নিয়ে কেকেআর মরশুমের প্রথম জয় পাবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ইডেনের পিচে ঘাস থাকা নিয়ে ভিন্ন কথা শুনিয়ে গেলেন কেকেআর কোচ অভিষেক। শেষ মরশুমে অধিনায়ক রাহানে দাবি করেছিলেন, তাঁরা ঘরের মাঠের সুবিধা পাচ্ছেন না। হোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নাইট কোচের দর্শন আলাদা। তাঁর কথায়, 'সব জায়গায় আমরা একরকম পরিবেশ, পরিস্থিতি পাব না। আমার মতে, সমর্থকরাই আসল হোম অ্যাডভান্টেজ। ইডেনে আমরা যেমন সমর্থন পাই, বাইরের মাঠে তো সেটা পাই না। ফলে আমি পিচের চরিত্র নিয়ে বেশি না ভেবে মাঠে নেমে নিজেদের কাজটা সঠিকভাবে করতে চাই।'

জুলাইয়ে জিম্বাবোয়ে সফরে সূর্যরা

হারারে, ১ এপ্রিল : ভারতীয় দলের জিম্বাবোয়ে সফরের সূচি প্রকাশিত। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলতে আফ্রিকার দেশটিতে পা রাখবেন সূর্যকুমার যাদবের টি২০ ব্রিগেড। সিরিজে তিনটি ম্যাচ খেলবে মেন ইন ব্লু। প্রতিটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে জিম্বাবোয়ের রাজধানী হারারের স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে। সিরিজের শুরু ২৩ জুলাই। ২৬-এ শেষ। ২০২৪-এর শেষ জিম্বাবোয়ে সফরে ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলেছিল ভারত। ২০২৭-এর জানুয়ারিতে পালটা সফরে ভারতে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ (কলকাতা, হায়দরাবাদ ও মুম্বইয়ে হবে) খেলতে ভারতে আসবে ব্লেসিং মুজারাবানি, সিকান্দার রাজা সমৃদ্ধ জিম্বাবোয়ে।

ম্যাচের দিন অদল-বদল

আনোয়ারকে নিয়ে উদ্বেগে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিল : কেভিন সিবলেকে নিয়ে অনেকটাই চিন্তামুক্ত ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ শিবিরে এই মুহূর্তে উদ্বেগের নাম আনোয়ার আলি।

মঙ্গলবার জাতীয় দলের হয়ে খেলার সময় অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন আনোয়ার। তাঁর চোট কতটা গুরুতর সেই নিয়েই চিন্তায় রয়েছে ইস্টবেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট। বৃহস্পতিবার লাল-হলুদের অনুশীলনে যোগ দেবেন আনোয়ার। তারপরই ছবিটা স্পষ্ট হবে। এমনিতেই আগের ম্যাচগুলোতে সিবলের সার্ভিস পাননি অস্কার ব্রুজোঁ। এরই মধ্যে আবার আনোয়ারকে না পাওয়া গেলে তা বড় ধাক্কা হবে লাল-হলুদের জন্য।

এদিকে, নির্বাচনের আবহে ইস্টবেঙ্গলের যে দুইটি ম্যাচ আয়োজন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল তা দ্রুত কাটতে চলেছে। যা খবর তাতে ২৪ এপ্রিলের পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ হয়তো আগেই খেলতে হবে ব্রুজোঁর দলকে। এআইএফএফের তরফে ৭ এপ্রিল ম্যাচটি খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিকল্প হিসাবে ম্যাচটি রুদ্ধদ্বার খেলার পথও খোলা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সামনে। ২৮ এপ্রিলের ওডিশা এফসি ম্যাচ পিছোচ্ছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যেই সবটা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার কথা।

হার প্রজ্ঞার

পাফোস, ১ এপ্রিল : দুই রাউন্ডের পর ছন্দপতন। ফিডে ক্যান্ডিডেটস দাবা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় রাউন্ডে হেরে গেলেন ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ। তাঁকে হারিয়েছেন উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দোরভ। হারের পর ১.৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন চেন্নাইয়ের দাবাড়ু। প্রথম রাউন্ডে তিনি নেদারল্যান্ডসের অনীশ গিরিকে হারিয়েছিলেন এবং ড্র করেন চিনের উই ই-র সঙ্গে।

অন্যদিকে, রমেশবাবু বৈশালি ড্র করেছেন ইউক্রেনের আনা মুজয়চুকের বিরুদ্ধে। ড্র হয়েছে আর এক ভারতীয় দিব্যা দেশমুখের ম্যাচও। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন আলেকজান্দ্রা গোরয়াচকিনা। ১.৫ পয়েন্ট নিয়ে দিব্যা পাঁচ নম্বরে এবং সমান পয়েন্ট নিয়ে বৈশালি রয়েছেন ছয়ে।

দিল্লিকে জেতালেন রিজভি, ব্যাটিং ভরাডুবি ঋষভদের

লখনউ সুপার জায়েন্টস- ১৪১
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৪৫/৪ (১৭.৪ ওভারে)

লখনউ, ১ এপ্রিল : টসের পর লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ বলেছিলেন, 'নতুন লোগো, নতুন রং এবং সম্পূর্ণ নতুন মানসিকতা নিয়ে শুরু করছি আমরা।' তবে বাস্তবে দেখা গেল সম্পূর্ণ উলটো ছবি। ব্যাটিং ভরাডুবিতে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে হেরে গেল পন্থের দল। উলটে দিল্লিকে জিতিয়ে নায়ক বনে গেলেন ইমপ্যাক্ট সাব সমীর রিজভি (৪৭ বলে অপরাজিত ৭০)। বুধবার নিজেই ওপেন করতে নেমেছিলেন ঋষভ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউট হয়ে ফিরলেন। তৃতীয় ওভারে মুকেশ কুমারের (১৭/০) ফুল লেংথ বলে সোজাসুজি বোলারের দিকে ক্যাচ তুলেছিলেন মিচেল মার্শ (২৮ বলে ৩৫)। ক্যাচ ধরতে না পারলেও বল মুকেশের আঙুলে লেগে নন স্ট্রাইকার এন্ডে উইকেট ভেঙে দেয়। এরপর পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে আউডেন মার্করামের উইকেট ছিটকে দেন দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল (১৭/১)। শুরুর ধাক্কা তারা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল।

থঙ্গরাসু নটরাজন (২৯/৩), লুঙ্গি এনগিডি (২৭/৩), কুলদীপ যাদবরা (৩১/২) লখনউয়ের কাজ কঠিন করে দেন। তার মধ্যে নিকোলাস পুরানকে (৮) বোল্ড করা এনগিডির স্লোয়ার নিয়ে চর্চা চলছে। এবারের আইপিএলের সেরা ডেলিভারির দৌড়ে প্রথম দিকে থাকবে নিঃসন্দেহে। পরের দুইটি উইকেটও তোলেন বিষাক্ত স্লোয়ারে ব্যাটারকে বোকা বানিয়ে। আব্দুল সামাদের (২৫ বলে ৩৬) চেষ্টায়

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পর দিল্লি ক্যাপিটালসের সমীর রিজভি।

১৪১ পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছিল লখনউ।

রানতাড়ায় নেমে মহম্মদ সামির (২৮/১) প্রথম বলেই ফিরে যান লোকেশ রাহুল। প্রিন্স যাদবদের (২০/২) চাপে ২৬/৪ হয়ে যায় দিল্লি। সেখান থেকে ট্রিস্টান স্টাবসকে (অপরাজিত ৩৯) নিয়ে ১১৯ রানের জুটিতে দিল্লির জয় এনে দেন রিজভি। দিল্লি ১৭.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৫ রান তুলে নেয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা এসকে শফিকুল - কে

05.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 76L 09533 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এখন বিভিন্ন জায়গায় তার শাখা বিস্তার করেছে এবং এটি একাধিক পুরস্কার জেতার প্রচুর সুযোগ করে দেয়। ডিয়ার লটারিতে জেতা এই বিপুল পুরস্কারের অর্থ আমাকে অনেক আনন্দ এবং জীবনকে আরও মসৃণভাবে চালানোর জন্য শক্তিশালী শক্তি জোগাচ্ছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপনে তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ডায়মন্ডের সামনে আজ রিয়াল কাশ্মীর

কলকাতা, ১ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে ষষ্ঠ ম্যাচে রিয়াল কাশ্মীর এফসি-র মুখোমুখি হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। লিগ তালিকায় ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে কিবু ভিকুনার দল। রিয়াল কাশ্মীরকে হারালে শীর্ষে উঠে আসবে তারা। প্রতিপক্ষ দল এখনও কোনও ম্যাচে জয় পায়নি।

ফাইনালে বাংলা

কলকাতা, ১ এপ্রিল : খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে পুরুষদের ফুটবলে ফাইনালে উঠল বাংলা। বুধবার সেমিফাইনালে তারা ৫-২ গোলে হারিয়েছে গোয়াকে। বাংলার হয়ে গোল করেন সৌরভ সব্বার, দিলীপ ওরাওঁ, বিজয় মুর্মু, রাহুল মুর্মু ও চাকু মান্ডি।

এথিক্স কমিটির নয়া চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিল : চার্চিল ব্রাদার্সের অভিযোগের ভিত্তিতে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের এথিক্স কমিটির নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ করল দিল্লি হাইকোর্ট। এদিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রেখা পাল্লিকে এথিক্স কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এদিকে ভালেঙ্কা আলেমাওয়ের দাবি তাঁর সঙ্গে হওয়া দুর্ব্যবহারের জন্য তিনি ফিফার এথিক্স কমিটির কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন।

ফাইনালে ভারত

মালে, ১ এপ্রিল : অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠল ভারত। বুধবার সেমিফাইনালে তারা ৫-০ গোলে হারিয়েছে ভুটানকে। জোড়া গোল রোহেনের। এছাড়া ওমাং ডডুম, আরবাস ও মালেগাংবা থকচম স্কোরশিটে নাম তোলেন।

কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের ক্রিকেট শুরু

কামাখ্যাগুড়ি, ১ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেট বুধবার শুরু হল। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে ২০১৮ মাধ্যমিক ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০২৩-'২৫ মাধ্যমিক ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০২৩-'২৫ ব্যাচ প্রথমে ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৭০ রান তোলে। রুদ্র ঘোষ ২২ রান করেন। রাহুল দে সরকার ৭ ও ম্যাচের সেরা উৎপল সাহা ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০১৮ ব্যাচ ৭ ওভারে ৪ উইকেটে ৭১ রান তুলে নেয়। প্রীতম ২৪ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে ২০২২ ব্যাচ ১০ উইকেটে ২০২১ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০২১ ব্যাচ প্রথমে ৬.২ ওভারে ৩৭ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা শিবম সাহা ২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অনিরুদ্ধ দাসও (০/২)। জবাবে ২০২২ ব্যাচ ২.২ ওভারে বিনা উইকেটে ৪০ রান তুলে নেয়। অভিজিৎ পাল ৩২ রান করেন।

২০১৭ মাধ্যমিক ব্যাচ ১০ রানে ২০২০ মাধ্যমিক ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১৭ প্রথমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। রাতুল তালুকদার ৪৩ ও তন্ময় দেবনাথ ৩৩ রান করেন। কার্তিক বর্মন ৩২ রানে নেন ২ উইকেট। ২০২০ ব্যাচ জবাবে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৫ রানে আটকে যায়। কার্তিক বর্মন ২৩ ও সায়ন ঘোষ ২০ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাতুল ৬ ও সুমিত পণ্ডিত ২৬ রানে নেন ২ উইকেট।

পদক গলায় ঘোকসাডাঙ্গা অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়রা।

রাজ্য উশুতে সোনা ঘোকসাডাঙ্গার সুস্মিতার

ঘোকসাডাঙ্গা, ১ এপ্রিল : সল্টলেক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাজ্য উশুতে ঘোকসাডাঙ্গা উশু অ্যাকাডেমির পাঁচজন পদক পেয়েছে। অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক রঞ্জিত রায় জানিয়েছেন, সুস্মিতা বর্মন মেয়েদের ৭৫ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছে। রেণুকা বর্মন মেয়েদের ৬০ কেজি ও ধ্রুবজ্যোতি বর্মন ছেলেদের ৫২ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছে। রীতিকা বর্মন মেয়েদের গুনসু ইভেন্টে রুপো পেয়েছে। ছেলেদের ৫৬ কেজিতে ব্রোঞ্জ জিতেছে হিতেন বর্মন।

উত্তরের খেলা

শ্বেতাদ্রির দাপট

বালুরঘাট, ১ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৩ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে বুধবার বালুরঘাট টাউন ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ৭ উইকেটে জিতেছে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে নেতাজি টসে জিতে ১৫১ রানে অল আউট হয়েছে। প্রমোজিৎ হালদারের সংগ্রহ ৩০ রান। শ্বেতাদ্রি তোকদার ২৫ রানে ৩ উইকেট নেয়। জবাবে টাউন ৩ উইকেটে ১৫২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শ্বেতাদ্রি ৫৯ রান করে। অভিরাজ পাল ও আহর্শী মহন্তের অবদান যথাক্রমে ৩০ ও ৩২। সৈকত রায় ৩৩ রানে পেয়েছে ২ উইকেট।